Contents

বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনকারীদের ভ্রান্তিবিলাস

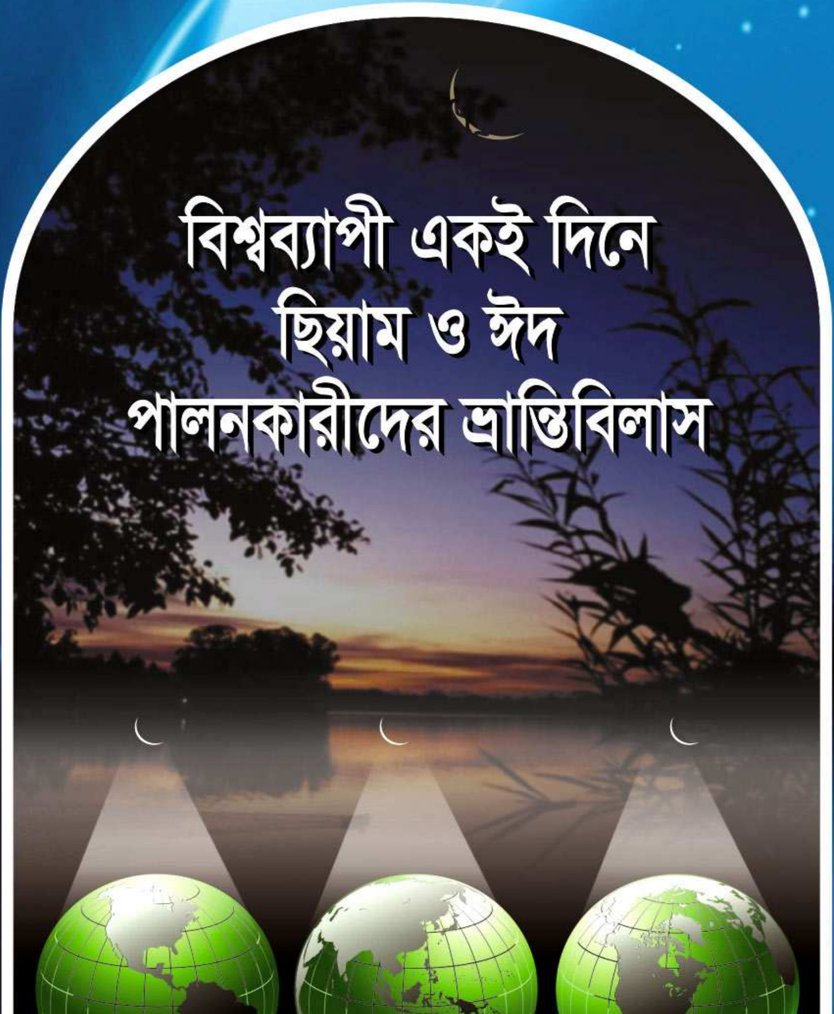

কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী

বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনকারীদের ভ্রান্তিবিলাস

কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী

প্রধান মুহাদ্দিছ

বেলটিয়া কামিল মাদরাসা

জামালপুর

islamicbookhouse.WordPress.com

Contents

প্রকাশক

মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
ক্বারী শিক্ষক
কোনাবাড়ী দাখিল মাদরাসা
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০১৩ ইং

(লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

কম্পোজ

তাকি এন্ড সাকিব কম্পিউটার্স
শাহবাজপুর, জামালপুর।

নির্ধারিত মূল্য

৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

islamicbookhouse.WordPress.com

BISSOBAPY AKOI DINE SEAM O EID PALONKARIDER VRANTE-BELAS BY **KAMARUJJAMAN BIN ABDUL BARI** Published by Muhammad Abdul Bari, Qari Teacher, Konabari Dakhil Madrasah, Sarisabari, Jamalpur.

Fixed Price : 50.00 Taka Only.

Contents

সূচী নির্দেশিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাক-কথন	৫
হাদীছের মনগড়া অনুবাদ ও ব্যাখ্যার নমুনা	৯
প্রথম হাদীছ :	৯
দ্বিতীয় হাদীছ :	১৬
তৃতীয় হাদীছ :	১৬
চতুর্থ হাদীছ :	১৮
পঞ্চম হাদীছ :	২০
কুরআনের আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যার নমুনা :	২৩
প্রথম আয়াত :	২৪
দ্বিতীয় আয়াত :	২৬
ছহীহ হাদীছকে পদদলিত করার হীনপ্রয়াস	৩০
মনীষীদের ফাতাওয়ার বিকৃতি করণের নমুনা ও তার পর্যালোচনা :	৫২
১. ইবনু হাজার আসক্বালানী (র:)-এর অভিমত :	৫২
২. ইমাম নবুবী (র:) -এর অভিমত :	৫৩
৩. ইমাম আবু হানিফা (র:)-এর অভিমত :	৫৫
৪. ইবনু তায়মিয়া (র:)-এর ফাতওয়া :	৫৭
৫. আল-ফিকহ্ আলা মাযাহিবিল আরবা'আ-এর ফাতওয়া :	৫৭
৬. ফিকহুস সুন্নাহ এর ফাতওয়া :	৫৮
৭. ইমাম শাওকানী (র:)-এর অভিমত :	৫৮
৮. শায়খ ইবনু বা'য (র:)-এর ফাতওয়া :	৫৯
৯. শায়খ উছাইমীন (র:)-এর অভিমত :	৬৬
১০. আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (র:) এর অভিমত :	৭২
১১. আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কোরায়শী (র:) এর অভিমত:	৭৬
পৃথিবীর কোন স্থানে সর্বপ্রথম চাঁদ উদিত হয়?	৭৮
বিশ্বব্যাপী একই দিবসে ছিয়াম, ঈদ, লাইলাতুল ক্বদর আশুরা প্রভৃতি পালন করা সম্ভব কি?	৮১

Contents

নতুন চাঁদ সম্পর্কে সঠিক বিধান ৮৪
(ক) কুরআনুল কারীমের বিধান : ৮৪
(খ) ছহীহ হাদীছের বিধান : ৮৬
(গ) মুসলিম মনীষীদের অভিমত বা ফাতওয়া : ৯৩
১. ইকরামা (র:)-এর অভিমত : ৯৪
২. ইবনু তায়মিয়া (র:)-এর অভিমত : ৯৪
৩. ইমাম যায়লায়ী (র:)-এর অভিমত : ৯৪
৪. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র:)-এর অভিমত : ৯৪
৫. ফাতওয়া ইসলামীয়্যার ফাতওয়া : ৯৫
৬. ইমাম তিরমিযী (র:)-এর অভিমত : ৯৫
৭. ইবনু আব্দিল বার্র (মালেকী) (র:)-এর অভিমত : ৯৫
৮. মালেকী মাযহাবীদের অভিমত : ৯৫
৯. শাফেয়ী মাযহাবীদের অভিমত : ৯৬
১০. ইমাম নবুবী (র:) এর অভিমত : ৯৬
১১. ‘আল ফিকহুল ইসলামী’ গ্রন্থকারের অভিমত : ৯৭
১২. আল্লামা ইবনু আবেদীন (র:)-এর অভিমত : ৯৭
১৩. আল্লামা আব্দুর রাহমান মুবারকপুরী (র:)-এর অভিমত : ৯৭
১৪. ইমাম শাওকানী (র:)-এর অভিমত : ৯৮
১৫. ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র:)-এর অভিমত : ৯৮
১৬. সৌদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের ফাতওয়া :- ৯৮
১৭. শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী (হানাফী) (র:)-এর অভিমত : ৯৮
১৮. শিব্বীর আহমাদ উছমানী (হানাফী) (র:)-এর অভিমত : ৯৯
১৯. আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (র:)-এর অভিমত : ৯৯
২০. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের ফাতওয়া : ১০০
২১. শায়খ উছাইমীন (র:)-এর ফাতওয়া : ১০১
২২. শায়খ ইবনু বা’য (র:)-এর ফাতওয়া : ১০২
২৩. আল্লামা শিহাবুদ্দীন আররামলী (র:)-এর অভিমত : ১০৩
২৪. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (হাফি:)-এর অভিমত : ১০৩
২৫. আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (র:) -এর অভিমত : ১০৪
২৬. মাসিক আত-তাহরীকের ফাতওয়া : ১০৫
২৭. ইসলামী ফিক্হ একাডেমীর ফাতওয়া : ১০৯
২৮. আল্লামা ইসমাঈল সালাফীর অভিমত : ১১০
২৯. দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ এর সিদ্ধান্ত : ১১০

প্রাক-কথন

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ, ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বা‘দ। শৈশব কাল থেকেই অভিপ্রায় হত সারা বিশ্বে যদি একই দিনে ছিয়াম, ঈদ, আশুরা ইত্যাদি পালন করা যেত! কিন্তু অভিপ্রায় হলেই তো সেটা সম্ভব নয়, যদি না সে সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকে। কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সুস্পষ্ট বিধান ব্যতীত কারো অভিমত, অভিপ্রায়, অভিব্যক্তি, আবেগ ইত্যাদি দ্বারা ইসলামের কোন বিধান চালু করা আদৌও গ্রহণযোগ্য হবে না। কয়েক বছর যাবত লক্ষ্য করছি আমাদের এদেশে কোন কোন জায়গায় কতিপয় মুসলিম সৌদী আরবের সাথে মিলিয়ে রামাযানের ছিয়াম ও দু’ঈদ পালন করে আসছেন। কিন্তু তারা কোন দলীলের ভিত্তিতে এগুলো এক সাথে পালন করে আসছেন সেটা আমার জানা ছিলনা। কেননা কুরআন-হাদীছ যতটুকু পড়েছি তাতে এর স্বপক্ষে কোন দলীল পাইনি বরং এর বিপক্ষেই দলীল পেয়েছি। ওলামায়ে কেরামদের জিজ্ঞাসা করেও এর স্বপক্ষে কোন দলীল পাইনি। তাই অধীর আগ্রহ ও প্রত্যাশা নিয়ে প্রতিক্ষমান ছিলাম সেই অজানা, অবগুণ্ঠিত বিষয়কে জানার জন্য। এতোমধ্যে এর স্বপক্ষে লিখিত দু’টি বই আমার হস্তগত হয়েছে। (ফালিল্লাহিল হামদ)

প্রথম বইটি “পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ঈদুল ফিতর আরাফা ঈদুল আযহা আশুরা পালন সম্পর্কিত সংশয় নিরসন” শিরোনামে লিখেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর প্রভাষক জনাব মুহাম্মদ এনামুল হক আল মাদানী। দ্বিতীয় বইটি “সিয়াম ও ঈদ বিশ্বব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কী?” শিরোনামে লিখেছেন প্রথিতযশা বক্তা শায়খুল হাদীছ মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী। বই দু’টি হাতে পেয়েই একজন সত্য সন্ধানী হিসেবে অজানা-অবগুণ্ঠিত সত্যকে জানার গভীর আগ্রহে অত্যন্ত সতর্কতা ও মনোযোগের সাথে আদ্যোপান্ত পড়েছি। কিন্তু তাতে আশার আলোর পরিবর্তে তাদের অবান্তর ও খোঁড়া যুক্তির মাধ্যমে কুরআনের আয়াত ও হাদীছের মনগড়া অর্থ ও অপব্যাখ্যা করে নিজ নিজ অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস দেখে আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছি। সেই সাথে ছহীহ মুসলিম, জামে‘ তিরমিযী, সুনানে আবু দাঊদ, সুনানে ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে ছহীহ সনদে হযরত কুরাইব (রা:) কর্তৃক বর্ণিত

Contents

হাদীছকে মনগড়া ও ভোঁতা বারটি যুক্তি দিয়ে ছহীহ হাদীছকে পদদলিত করার অপচেষ্টা দেখে খুবই ব্যথিত-মর্মাহত হয়েছি। কোন কোন মনীষীর ফাতওয়ার যে অংশ তাদের কপোলকল্পিত অভিমতের অনুকূলে অপকৌশলে শুধু সেটুকু উপস্থাপন করে এবং তাদের অভিমতের প্রতিকূলের অংশটুকু বাদ দিয়ে বণী ঈসরাঈল আলেমদেরকেও হার মানিয়েছে। উক্ত অপচেষ্টাগুলোর সমুচিত জবাব দেয়ার মত যথেষ্ট যোগ্যতা না থাকলেও একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসেবে রাব্বুল 'আলামীনের প্রতি তাওয়াক্কুল করে কাগজ-কলম হাতে না নিয়ে থাকতে পারছিনা। ইসলামের সব বিধানই কি যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করে মানতে হয়? তাই যদি হয় তাহলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর যুক্তি কি?

১। অযু করার পর বায়ূ ছাড়লে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়।[১] পুনরায় হাত-পা-মুখ ধৌত করে, মাথা-কান মাসেহ করে তথা অযু করে ছালাত আদায় করতে হয়। এটাই শরীয়তের বিধান। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মনে হয় যেখান দিয়ে দূষিত বায়ূ নির্গত হওয়ার কারণে অযু ভঙ্গ হয়েছে সেখানটা আগে ধৌত করা উচিত। কিন্তু শরীয়তে তা করার বিধান নেই। তা হলে এর যুক্তিযুক্ত কারণ কি?

২। মোজার উপর মাসেহ করার সময় পায়ের পীঠ মাসেহ করতে হয়।[২] কিন্তু বিবেক তো বলে পায়ের নিচের অংশ মাসেহ করাই যুক্তিযুক্ত, কেননা ময়লা সাধারণত পায়ের নিচের অংশেই লেগে থাকে।

৩। স্ত্রী সঙ্গাম বা স্বপ্নদোষ জনিত কারণে কারোর উপর গোসল ফরয হয়েছে। গোসল করার মত পানি নেই কিংবা অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহার তার জন্য খুবই ক্ষতিকর, এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান হল পাক মাটি দিয়ে হাত-মুখ মাসেহ তথা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করা।[৩] কিন্তু গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তির গোসল না করে শুধু মাটি দিয়ে হাত-মুখ মাসেহ করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যুক্তিগ্রাহ্য বিধান না হলেওএটাই সঠিক ও সত্য।

৪। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে গিয়ে বললেন-

اَمَا وَاللهِ إِنِّىْ لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَ لاَتَضَرُّ وَ لاَتَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّىْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ -

---

১. ছহীহ বুখারী হা-১৩৭

২. জামে' তিরমিযী (ইন্ডিয়ান ছাপা) ১/২৯-২৯

৩. সূরা মায়েদা-৬, নিসা-৪৩, বুখারী-মুসলিম, মিশকাত হা-৫২৮

'ওহে! আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চিত রূপে জানি (তোমায় চুম্বন করার যুক্তিযুক্ত কারণ নেই) কেননা তুমি একখানা পাথর মাত্র। তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারনা। রাসূলুল্লাহ (ছা:)-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না'। [৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুক্তিবাদের নাম ইসলাম নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছা:) বিধানকে দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নেয়ার নামই ইসলাম।

সৃষ্টিজগতে সর্বপ্রথম যুক্তিবাদী কোন মুমিন-মুসলিম ছিল না বরং সর্বপ্রথম যুক্তিবাদী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ইবলিশ শয়তান। আল্লাহ তা'আলা যখন আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ:) কে সৃষ্টি করে আদম (আ:) ও ফেরেশতামন্ডলীর মধ্যে জ্ঞানের পরীক্ষা নিলেন এবং পরীক্ষায় আদম (আ:) কৃতকার্য হলেন তখন তিনি ফেরেশতামন্ডলীকে নির্দেশ দিলেন, আদম (আ:) কে সেজদা করার জন্য। সকলেই সে নির্দেশানুযায়ী আদম (আ) কে সেজদা করল, কেবল ইবলিশ শয়তান ব্যতীত। সে যুক্তি প্রদর্শন করে বলল,

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ

'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা এবং তাকে (আদমকে) সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা'। (সূরা আরাফ-১২)

আগুনের বৈশিষ্ট্য হল উর্ধ্বগামী হওয়া আর মাটির বৈশিষ্ট্য হল নিম্নগামী হওয়া। অর্থাৎ ইবলিশ যুক্তি প্রদর্শন করে বুঝাতে চেয়েছিল যে, আগুন প্রজ্জ্বলন করলে তা সর্বদা উর্ধ্বমুখী থাকে এবং মাটির ঢিলা উপর দিকে ছুড়ে মারলেও তা নিম্নগামী হয়ে ফিরে আসে। তাই আমি চির উন্নত শির। সুতরাং আমি কেন আদমকে সেজদা করবো? বরং আদমের উচিত আমাকে সেজদা করা। বাহ! কি চমৎকার যুক্তি ছিল ইবলিশ শয়তানের। এমন অনন্য সাধারণ যুক্তি প্রদর্শন করা তার তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় বহন করে বটে। কিন্তু যেখানে এমন তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় দেয়ার আদেশ করা হয়েছিল, সেখানে সে ব্যর্থ হয়েছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উপস্থাপিত বস্তুগুলোর নাম সে বলতে পারেনি। কিন্তু মাটির তৈরী আদম (আ:) সে বস্তুগুলোর নাম বলতে পেরেছিলেন বিধায় তিনি মূলতঃ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতামন্ডলীকে আদেশ করেছিলেন আদম (আ:) কে সেজদা করার জন্য। কিন্তু ইবলিশ সে সরল আদেশকে গরল যুক্তি দিয়ে অমান্য করার কারণে চির

---

৪. ছহীহ বুখারী, হা- ১৫৯৭, ১৬০৫, ১৬১০, ছহীহ মুসলিম, হা- ১২৭০, আধুনিক প্রকাশনী হা-১৪৯৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনী হা-১৪৯৯।

অভিশপ্ত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছা:) সহজ-সরল বিধানাবলীকে গরল যুক্তি দিয়ে বিকৃত ও অমান্য করা কোন আল্লাহভীরু মুমিনের কাজ নয়।

ভিন্নমত-ভিন্নপথ থাকতেই পারে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ (ছা:) এর তিরোধানের পর থেকে মুসলিম জাতি ভিন্নমত ও পথে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছা:) এ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণীও করেছেন।[৫]

ভিন্নমত বা ভিন্নপথ বড় আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ ইত্যাদি পালনের স্বপক্ষে লিখিত বই দু'টির নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খুবই আপত্তিজনক।

১। কুরআন ও হাদীছের মনগড়া অনুবাদ ও অপব্যাখ্যা।

২। কুরাইব (রা:) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছকে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে পদদলিত করার হীন প্রয়াস চালানো।

৩। কোন কোন মনীষীর ফাতওয়া বা বক্তব্যকে অপকৌশলে সুবিধা মাফিক আংশিক উপস্থাপন করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করা।

৫। তাদের অভিমতের বিপরীত আমলকারীদেরকে কটাক্ষ্য করে কুরআন ও হাদীছের বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ।

উপরোক্ত বিষয়াবলীর সমুচিত জবাব প্রদান করে সঠিক বিষয় তুলে ধরে মুসলিম জাতিকে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি থেকে বিরত রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

---

৫. আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত, হা-১৬৫

عن العرباض بن سارية رضـ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله كان هذه موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ –

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাযি:) হতে বর্ণিত আছে; তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ছালাত আদায় করালেন। অত:পর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে এমন মর্মস্পর্শী নসীহত করলেন, যাতে চক্ষুসমূহ অশ্রু বর্ষণকারী এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হল। এসময় এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছা:)! এটা যেন বিদায় গ্রহণকারীর শেষ উপদেশ। আমাদের আরও কিছু উপদেশ দিন; তখন রাসূল (ছা:) বললেন, তোমাদেরকে আমি আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিচ্ছি এবং শুনতে ও অনুগত থাকতে উপদেশ দিচ্ছি। যদিও তিনি (ইমাম বা নেতা) হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অল্পদিনের মধ্যেই অনেক মতভেদ দেখবে, তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সৎপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তাকে দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরে থাকবে।

হাদীছের মনগড়া অনুবাদ ও ব্যাখ্যার নমুনা

বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ পালনের স্বপক্ষে উভয় গ্রন্থে মোট ৫টি হাদীছ উল্লেখ করে তাদের অভিমত অনুযায়ী মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। বস্তুত: আদৌও হাদীছগুলো তাদের অভিমতের স্বপক্ষের দলীল নয়; বরং বিপক্ষের দলীল। পাঠকগণের অবগতির জন্য হাদীছ ৫টির তাদের করা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ হুবহু তুলে ধরে পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাব ইন্শাআল্লাহ।

প্রথম হাদীছ :

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا اَلْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ - صحيح البخارى وصحيح مسلم عن أبى هريرة -[৬]

‘তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন আরম্ভ করবে, আবার যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকবে। মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ না দেখা গেলে মাসের গণনা ত্রিশ করে নাও’।[৭]

পর্যালোচনা :

(১) উক্ত হাদীছের অনুবাদের মধ্যে বন্ধনীতে **বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে** অংশটুকু একবারে মনগড়া অনুবাদ। কুরআন হাদীছের অনুবাদে এভাবে বন্ধনী ব্যবহার করে নিজ অভিমতের স্বপক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করা ইহুদী আলেমদের কাজ।

২। মাননীয় লেখক হাদীছটির অনুবাদের সময় فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ এর মধ্যকার عَلَيْكُمْ শব্দের অনুবাদ করেননি। কারণ عَلَيْكُمْ ‘তোমাদের নিকট’ অনুবাদ করলে থলের বিড়াল যে বেরিয়ে পড়ত। সাধারণ মানুষ হাদীছের সঠিক মর্মার্থ বুঝতে পারত। তাই তিনি ইচ্ছে করেই এর অনুবাদ বাদ দিয়েছেন। এটাও ইহুদী আলেমদের কাজ।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় বইয়ে রাহমানী ছাহেব লিখেছেন- ‘তোমরা’ বলে গোটা মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ গোটা মুসলিম উম্মাহর যে

---

৬. ছহীহ বুখারী হা-৯০৯, ছহীহ মুসলিম হা- ২৫৬৭, জামে‘ তিরমিযী হা- ৬৮৪

৭. মুহাম্মদ এনামুল হক আল-মাদানী, পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ঈদুল ফিতর আরাফা ঈদুল আযহা আশুরা পালন সম্পর্কিত সংশয় নিরসন (ঢাকা, বসুন্দরা সিটি, লেভেল # ৫, অফিস # ৯০, ৯০/A, পান্থপথ, ধানমন্ডি) ১ম প্রকাশ ১৪ই এপ্রিল, ২০০৮, ১৩ পৃ:

কোন এলাকার কিছু লোকের চাঁদ দেখা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলেই মাস শুরু হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে যেমন প্রতিটি মুসলিমকে দেখতে হবে না, তেমনি প্রতিটি মুসলিম দেশেরও আলাদা আলাদাভাবে দেখার প্রয়োজন হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) ‘তোমরা’ বলে প্রতিটি দেশের মুসলিমদেরকে আলাদা আলাদাভাবে সম্বোধন করেন নাই। তাছাড়া রাসূল (সা:) এর যুগে এসকল ভিন্ন ভিন্ন দেশের অস্তিত্বও ছিল না। এগুলো পরবর্তীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।[৮]

পর্যালোচনা : (১) ‘তোমরা’ বলে গোটা মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ কথা ধ্রুব সত্য, আর তাই তো বিশ্বব্যাপী গোটা মুসলিম উম্মাহ স্ব-স্ব দেশে নতুন চাঁদ দেখেই ছিয়াম পালন করে এবং নতুন চাঁদ দেখেই ছিয়াম ভঙ্গ করে ঈদ উদযাপন করে। কিন্তু গোটা মুসলিম উম্মাহকে একই দিনে ছিয়াম-ঈদ পালন করতে হবে, এটা আদৌও সত্য নয়।

(২) সম্মানিত লেখক উক্ত প্যারার দ্বিতীয় লাইন থেকে প্যারার শেষ পর্যন্ত মনগড়া অপব্যাখ্যা ও চরম মিথ্যাচার করেছেন। মাননীয় লেখক দাবী করেছেন যে, **“এ ক্ষেত্রে যেমন প্রতিটি মুসলিমকে দেখতে হবে না তেমনিভাবে প্রতিটি মুসলিম দেশেরও আলাদা আলাদাভাবে দেখার প্রয়োজন হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছা:) ‘তোমরা’ বলে প্রতিটি মুসলিমদেরকে আলাদা আলাদাভাবে সম্বোধন করেন নাই।”**

এ দাবী একেবারেই অসত্য। যার সুদৃঢ় প্রমাণ আলোচ্যমান হাদীছের শেষাংশেই রয়েছে। হাদীছের শেষাংশে বলা হয়েছে-

فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ -

‘যদি তোমাদের নিকট আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তা হলে ত্রিশ পূর্ণ করে নাও।’

এ কথা বাস্তব সত্য যে, বিশ্বের সকল দেশে একই দিনে নতুন চাঁদ উদয়কালীন সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে এমনটি কল্পনা করা যায় না। বিশ্বের সকল দেশ তো দূরের কথা, আমরা বাস্তবে দেখি অনেক সময় একই এলাকায় একই গ্রামের এক অংশে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, অন্য অংশে তখন ঝক্‌ঝকে রোধ।

সুতরাং যদি প্রতিটি মুসলিম দেশের আলাদা আলাদাভাবে নতুন চাঁদ দেখার প্রয়োজন না হত, তাহলে রাসূল (ছা:) কি অবাঞ্চিত কথা বললেন- فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ

৮. শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী, সিয়াম ও ঈদ বিশ্বব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কী? (ঢাকা : আল হাদীদ পাবলিকেশন্স, মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর) প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০১২ ইং, ১৪-১৫ পৃ:

‘যদি তোমাদের নিকট আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে’ (নাউযুবিল্লাহ)। কেননা বিশ্বের কোন এক অঞ্চলে চাঁদ উদিত হলেই যদি সেটা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য প্রযোজ্য হয়, তা হলে একদেশের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও অন্যান্য দেশের আকাশতো পরিষ্কার থাকে, সুতরাং সেখানে নতুন চাঁদ দেখা যাওয়াই স্বাভাবিক। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের কোন এক অঞ্চলে নতুন চাঁদ উদিত হলে সেটাই গোটা বিশ্ববাসীর জন্য প্রযোজ্য নয়।বরং সেটা উক্ত অঞ্চলের লোকদের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা হাদীছে কোথাও সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট প্রমাণ নেই যে, গোটা মুসলিম উম্মাহর যে কোন এলাকার কিছু লোকের চাঁদ দেখা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলেই মাস শুরু হয়ে যাবে এবং প্রতিটি দেশে আলাদাভাবে চাঁদ দেখতে হবে না। বরং স্ব-স্ব দেশে নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে হবে, এটাই ছহীহ হাদীছে আছে।[৯]

(৩) সম্মানীত লেখক দাবী করেছেন যে, **রাসূলুল্লাহ (ছা:) ‘তোমরা’ বলে প্রতিটি দেশের মুসলিমদেরকে আলাদাভাবে সম্বোধন করেন নাই।** একথা বলে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, যেহেতু صُوْمُوْا ‘তোমরা ছিয়াম পালন কর’ বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং গোটা বিশ্বের মুসলিমদের একই দিনে ছিয়াম শুরু করতে হবে এবং একই দিনে ছিয়াম রাখা শেষ করতে হবে। বাহ! চমৎকার হাস্যকর একটি ব্যাখ্যা তিনি করেছেন। তার এই হাস্যকর ব্যাখ্যা যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে তো কুরআন-হাদীছে যত স্থানে বহুবচন ব্যবহার হয়েছে সবস্থানেই অর্থ করতে হবে তোমরা একই দিনে একসাথে নির্দেশিত কাজটি কর। আর এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে বিশ্বের সকল মানুষকে একই দিনে একই সাথে বিয়ে করতে হবে। কেননা রাব্বুল ‘আলামীন ইরশাদ করেছেন- فَأَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ‘নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে **তোমাদের** ভাল লাগে তাদেরকে **তোমরা** বিয়ে কর’।[১০] হাদীছের মধ্যকার صُوْمُوْا দ্বারা যদি বিশ্বের সমস্ত মুসলিম উম্মাহ একসাথে সম্বোধিত হয়ে একই দিনে ছিয়াম শুরু ও ভঙ্গ করতে আদিষ্ট হয়ে থাকে, তা হলে فَأَنْكِحُوْا তো একই ধরনের বহুবচন। বিধায় বিশ্বের সকল মানুষকে একই দিনে বিয়ে করতে হবে, তাই নয় কি? (নাউযুবিল্লাহ)

হাদীছের মধ্যে صُوْمُوْا বহুবচন আসায় বিশ্বব্যাপী একই সাথে ছিয়াম পালনের ফাতওয়া দিলেন। অথচ একই ধরনের বহুবচনের শব্দ সাহরী খাওয়া ও ইফতারের ব্যাপারে আসা সত্ত্বেও বিশ্বের সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে একই সাথে সাহরী খাওয়ার

---

৯. ছহীহ মুসলিম (ইন্ডিয়ান ছাপা) ১/৩৪৮, জামে‘ তিরমিযী (ইন্ডিয়ান ছাপা) ১/১৪৮ পৃ:, হা-৬৯৩, আবু দাউদ, হা-২৩২৯, নাসাঈ, হা-২১১০, মুসনাদে আহমাদ, ১/২০৬ পৃ:

১০. সূরা আন-নিসা-৩

ও ইফতার করার ফাতওয়া দিচ্ছেন না কেন? সাহরী ও ইফতার সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ -

‘আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অত:পর ছিয়াম পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত’। [১১]

হয়তোবা নিজেদের কপোলকল্পিত অভিমতকে টিকানোর জন্য খোঁড়াযুক্তি দিয়ে বলবেন- ছিয়াম শুরু করা ও ভঙ্গ করা চাঁদের উপর নির্ভরশীল আর সাহারী ও ইফতার সূর্যের সাথে সম্পর্কিত। চাঁদের সাথে সম্পর্কিত বিধান বিশ্বব্যাপী একই সাথে কার্যকর হবে আর সূর্যের সাথে সম্পর্কিত বিধান স্থানীয় সময়ানুযায়ী বাস্তবায়িত হবে। এমন খোঁড়া যুক্তি প্রদান করেছেনও বটে। [১২]

চাঁদ সম্পর্কিত বিধান বিশ্বব্যাপী এক সাথে কার্যকর করতে হবে আর সূর্য সম্পর্কিত বিধান স্থানীয় সময়ানুযায়ী কার্যকর করতে হবে এমন দলীল কুরআন-হাদীছে কোথায় আছে? থাকলে নিশ্চয়ই তা উল্লেখ করতেন। মাননীয় লেখকদ্বয়ের প্রতি জিজ্ঞাস্য যে, আপনাদের দাবী অনুযায়ী বিশ্বের যে কোন প্রান্তে নতুন চাঁদ উদিত হলে যদি গোটা বিশ্বেই একই সাথে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করতে হয়, তাহলে বিশ্বে যে কোন প্রান্তে চন্দ্র গ্রহণ হলে গোটা বিশ্ববাসীকে তো এ সময় চন্দ্র গ্রহণের ছালাত আদায় করা উচিত। কিন্তু তা করা হয়না কেন? রাসূল (ছা:) ইরশাদ করেছেন-

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ أَنَّهُمَا ايَتَانِ مِنْ ايَاتِ اللهِ لاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلَوةِ -

‘নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ তা‘য়ালার নিদর্শন সমূহ হতে অন্যতম দু’টো নিদর্শন। কারোর জন্ম-মৃত্যুর কারণে চন্দ্র গ্রহণ বা সূর্য গ্রহণ হয় না। অতএব যখন তোমরা চন্দ্র গ্রহণ বা সূর্য গ্রহণ দেখবে তখনই ছালাতে মনোনিবেশ করবে’। [১৩]

একথা ধ্রুবসত্য যে, বিশ্বে সকল স্থানে একসাথে চন্দ্র গ্রহণ হয় না বা তা হওয়া সম্ভবও নয়। তাই গোটা বিশ্বে একসাথে চন্দ্র গ্রহণের ছালাত আদায় করা হয় না বরং স্ব-স্ব পরিমন্ডলের চন্দ্র গ্রহণ অনুযায়ী চন্দ্র গ্রহণের ছালাত আদায় করা হয়।

---

১১. সূরা আল-বাকারাহ - ১৮৭

১২. মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দিন রাহমানী, সিয়াম ও ঈদ - ৭৪-৭৫ পৃ:

১৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহি, ছহীহ বুখারী, ১/১৪৩ পৃ:, মিশকাত, হা-১৪৮২-১৪৮৫

অনুরূপভাবে নতুন চাঁদের উদয় বিশ্বের সকল স্থানে একই সাথে হয় না বিধায় বিশ্বব্যাপী একই সাথে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করা সম্ভব না। চাঁদ সম্পর্কিত বিধান ও সূর্য সম্পর্কিত বিধান যে একই তারই প্রমাণ আছে কুরআনুল কারীমে। চাঁদ ও সূর্যের কার্যক্রম সম্পর্কে রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেছেন- اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 'সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে সময় গণনার জন্য'।[১৪]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ -

'তিনিই (আল্লাহ তা'য়ালা) সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং কক্ষপথ নির্ধারিত করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার'।[১৫]

উপরোক্ত আয়াত দু'টো দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, চন্দ্র ও সূর্যের কার্যক্রম একই আর তা হল বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানার মাধ্যম। সূর্যের বিধান স্থানিক আর চন্দ্রের বিধান বিশ্বজনীন উক্ত আয়াত দু'টোতে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট এমন কোন ইঙ্গিত নেই। সুতরাং এমন দাবি করা চরম মূর্খতাই বটে।

(8) সম্মানিত লেখক উক্ত প্যারার শেষাংশে লিখেছেন **তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যুগে এ সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশের অস্তিত্বও ছিলনা। এগুলো পরবর্তীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।** এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা। কে বলেছে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ছিল না? কুরআনুল কারীমে ও ছহীহ হাদীছে অনেকগুলো দেশের নাম পাওয়া যায়। কুরআনুল কারীমে মিসর, সাবা, মাদইয়ান প্রভৃতি দেশের নাম এসেছে। যেমন-

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لِإِمْرَاَتِهِ اَكْرِمِىْ مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَّنْفَعْنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا.

'**মিসরের** যে ব্যক্তি তাকে (ইউসুফ আ: কে) ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল- একে সম্মানের সাথে রাখ। সম্ভবত: সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করব'। [১৬]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ -

১৪. সূরা আর-রাহমান-৫
১৫. সূরা ইউনুস-৫
১৬. সূরা ইউসুফ-২১

Contents

'হুদহুদ বলল, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে **সাবা** থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি'। [১৭]

কুরআনুল কারীমে অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ - وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّــةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ -

'যখন তিনি **মাদইয়ান** অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন,আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। যখন তিনি **মাদইয়ানের** কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত'। [১৮]

ছহীহ হাদীছে নজদ, দামেস্ক, ইয়ামান, রোম-পারস্য, হাবশা প্রভৃতি দেশের নাম পাওয়া যায়। যেমন-

عَنْ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دُوِى صَوْتَهُ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ .... -

'তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন **নজদবাসী** লোক এলোমেলো কেশে রাসূলুল্লাহ (ছা:) এর নিকট এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলতেছিল, আমরা তা শুনতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না'। .... [১৯]

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ فِىْ مَسْجِدِ دَمِشْقِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّىْ جِئْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ..... -

'কাছীর ইবনে ক্বায়েস (রা:) বলেন- আমি **(সিরিয়ার) দামেস্কের** মসজিদে হযরত আবূদ্দারদা (রা:) এর সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় তাঁর নিকট একজন লোক এসে বলল, হে আবুদ্দারদা! আমি সুদূর মাদীনাতুর রাসূল (ছা:) থেকে আপনার নিকট এসেছি' .... ।[২০]

---

১৭. সূরা আন-নমল-২২

১৮. সূরা আল-কাছাছ- ২২-২৩

১৯. ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, মিশকাত, হা-১৪

২০. তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাযাহ, আহমাদ, দারেমী, মিশকাত হা-২০১

হজ্জের মিক্বাত সম্পর্কে হাদীছে এসেছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ اَلْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٍ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ اخَرَ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتِ عِرْقٍ -

‘আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা:) **মদীনাবাসীদের** জন্য যুলহুলাইফা, **সিরিয়াবাসীদের** জন্য জুহফা, **নজদবাসীদের** জন্য কারনুল মানাযিল, **ইয়ামানবাসীদের** জন্য ইয়ালামলাম অন্য বর্ণনায় **ইরাকবাসীদের** জন্য যাতু ইরককে মিক্বাত নির্ধারণ করেছেন’।[২১]

রাসূলুল্লাহ (ছা:) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্র লিখেছিলেন-

بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ مِنْ محمد عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّىْ أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلاَمِ أَسْلِمْ تَسْلِمْ ..

‘পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর বান্দা এবং তদীয় রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে **রোম** সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যারা সঠিক পথের অনুসারী তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অত:পর আমি আপনাকে ইসলামের দা‘ওয়াত প্রদান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকতে পারবেন’।[২২]

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَة بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بَالشَّامِ .... -

‘কুরাইব (রা:) হতে বর্ণিত, উম্মুল ফযল বিনতে হারেছ (রা:) তাকে **শাম তথা সিরিয়াতে** মু‘আবিয়া (রা:) এর নিকট কোন এক প্রয়োজনে প্রেরণ করলেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়াতে গমন করলাম। অত:পর আমি তার প্রয়োজন সমাপন করলাম এবং আমি **সিরিয়াতে** থাকাবস্থাই রামাযানের নতুন চাঁদ উদিত হল ....’।[২৩]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল যে, রাসূলুল্লাহর (ছা:) যামানায় মিসর, সাবা, মাদইয়ান, নজদ, ইয়ামান, ইরাক, রোম-পারস্য, শাম তথা সিরিয়াসহ অনেক দেশের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। অতএব সম্মানিত লেখকের দাবী

২১. ছহীহ মুসলিম (ইন্ডিয়ান ছাপা) ১/পৃ: ৩৭৪-৭৫

২২. ছহীহ বুখারী হা-০৭

২৩. ছহীহ মুসলিম (ইন্ডিয়ান ছাপা) ১/৩৪৮, হা-২৫৮০, জামে‘ তিরমিযী (ইন্ডিয়ান ছাপা) ১/১৪৮, হা-৬৯৩, আবু দাউদ, হা-২৩২৯, সুনানে নাসাঈ, হা-২১১০, মুসনাদে আহমাদ, ১/২০৬ পৃ:

‘তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যুগে এ সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশের অস্তিত্বও ছিল না’। এটা কতটুকু সত্য সম্মানিত পাঠকগণই বিচার করবেন।

দ্বিতীয় হাদীছ :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّىْ رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ رواه أبو داود ٢٣٤٢, صححه الألبانى .

‘ইব্‌ন উমার (রা:) থেকে বর্ণিত : জনগণ নতুন চাঁদ দেখতে ও দেখাতে লাগল (আমিও তাদের একজন), আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলাম যে, আমি নতুন চাঁদ দেখেছি। ফলে তিনি নিজে সিয়াম পালন করলেন এবং জনগণকেও সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিলেন’। (আবূ দাউদ-হাদীস নং ২৩৪২, দারেমী), শায়খ আলবানী (র) হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

তৃতীয় হাদীছ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّىْ رَأَيْتُ الْهِلاَلَ قَالَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ يَعْنِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَشْهَدُ أَنَّ محمدًا رَّسُوْلَ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِى النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى .

‘ইব্‌ন আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল : আমি রামাযানের নতুন চাঁদ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই? লোকটি বলল : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? লোকটি উত্তর দিল : হ্যাঁ। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা:) কে লক্ষ্য করে বললেন : লোকদেরকে জানিয়ে দাও, তারা যেন আগামী দিন থেকে সিয়াম পালন করে’। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ, দারেমী)

হাদীস দু’টি দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মুসলিম মিল্লাতের নিকট রামাযান মাসের নতুন চাঁদ দেখার জন্য পৃথিবীর সকল মুসলিমের জন্য একজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারাই সাব্যস্ত হবে। আর এটাই মুসলিম মিল্লাতের নিকট সর্বজন স্বীকৃত যে, নতুন চাঁদ দেখলে বা নিখুঁত সংবাদ শুনলে (চাঁদ সকলে না দেখলেও) সিয়াম পালন করা ফরয হয়ে যায়।

লোকটির নিকট থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে মুসলিম কিনা জানার পর তার সংবাদের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালনের নির্দেশ প্রদান করলেন। জিজ্ঞাসা করেননি যে, তুমি কত দূরের মানুষ, কোন দেশের মানুষ, পার্থক্য করেননি যে, এটা শুধু আরবদের জন্য, অনারবদের জন্য নয়। উক্ত হাদীসদ্বয়ে পৃথিবীর একজন মুসলিমের সংবাদ পেয়ে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বর্তমানে একজন নয়, এক লক্ষ নয়, এক কোটি নয়, বরং অগণিত মানুষের নিকট থেকে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, নতুন চাঁদ উদিত হয়েছে, কিসের ভিত্তিতে সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকা সম্ভব?[২৪]

পর্যালোচনা : দ্বিতীয় হাদীছ থেকে জানা গেল, রামাযানের নতুন চাঁদ দেখার সংবাদ নিয়ে রাসূলুল্লাহর (ছা:) নিকট আগমন করেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:)। আর তিনি ভিনদেশী কোন লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (ছা:) অতি কাছের মানুষ, তিনি ছিলেন উম্মুল মু’মেনীন হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা:)-এর ছোট ভাই। সে হিসেবে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছা:) এর শ্যালক। তাঁর সাথে ছায়ার মত অবস্থান করতেন তিনি। তিনি সেই আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) মাঝে মাঝে যাঁর রাসূলুল্লাহর (ছা:) ঘরের চালে উঠার অনুমতি ছিল।[২৫] সুতরাং তাঁর চাঁদ দেখা আর রাসূলুল্লাহর (ছা:) চাঁদ দেখার মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি? তিনি অন্য দেশ থেকে চাঁদ দেখে এসে রাসূলুল্লাহ (ছা:) কে অবহিত করেননি বরং নিজ দেশে নিজ এলাকায় চাঁদ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছা:) কে সংবাদ দিয়েছেন এবং সে সংবাদের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (ছা:) মদীনাবাসীকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং এ হাদীছ দ্বারা বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম পালন করার দলীল পাওয়া যায় কি? এ হাদীছ দ্বারা বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম পালনের দলীল গ্রহণ করা অবান্তর ও হাস্যকরও বটে।

তৃতীয় হাদীছ থেকেও বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম পালনের দলীল পাওয়া যায় না। কেননা অত্র হাদীছে রামাযানের নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষী اعرابى ‘আরব বেদুইন’ অন্য কোন দেশ থেকে আগমন করে নি। আরবে গ্রামে বসবাসকারীদেরকে اعرابى বলা হয়। যার বাস্তব প্রমাণ সম্মানিত লেখক অনুবাদের সময় ‘জনৈক গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তি’ লিখেছেন। অনারবী কাউকে اعرابى বলা হয় না। সুতরাং অত্র হাদীছ দ্বারাও বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম পালনের দলীল সাব্যস্ত হয় না। উল্লেখ্য

২৪. মুহাম্মদ এনামুল হক আল-মাদানী, পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম-১৩-১৫
২৫. বুখারী, মুসলিম,মিশকাত হা-৩৯৭

Contents

যে উক্ত হাদীছটি ছহীহ নয়, যঙ্গফ। [২৬] মাননীয় লেখক দ্বিতীয় ও চতুর্থ হাদীছ বর্ণনার শেষে صححه الألبانى 'শায়খ আলবানী হাদীছটি ছহীহ বলেছেন' বলে মন্তব্য পেশ করলেও তৃতীয় হাদীছটি বর্ণনা শেষে কোন মন্তব্য করেন নি। কারণ তিনি জানেন যে, হাদীছটি যঙ্গফ। আর যঙ্গফ হাদীছ দলীলযোগ্য নয়। তাই তিনি সত্যটা জানা সত্ত্বেও তার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে সত্যকে গোপন করেছেন। সত্যকে গোপন করে সত্যান্বেষী হওয়া যায় কি?

বস্তুত: হাদীছ দু'টো দ্বারা একথাই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রত্যেক মুসলিমকেই রামাযানের নতুন চাঁদ দেখতে হবে এমনটি নয়। বরং একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম চাঁদ দেখে সাক্ষ্য দিলে সে দেশ বা অঞ্চলের সকলের উপর ছিয়াম পালন করা অত্যাবশ্যক হবে। তবে বিশ্বের সকল মুসলিমের প্রতি নয়। বিশ্বব্যাপী এ বিধানই চালু আছে।

চতুর্থ হাদীছ :

عَنْ رِبْعِىٍّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِخْتَلَفَ النَّاسُ فِىْ اخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ عَرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِاللهِ لَأَهَلَّا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلنَّاسَ عَنْ يُّفْطِرُوْا زَادَ خَلَفُ فِىْ حَدِيْثِهِ وَأَنْ يَّغْدُوْا إِلَى مُصَلَّاهُمْ (صحيح أبو داؤد , صححه الألبانى)

'রিবঈ ইব্ন হিরাশ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করে তিনি বলেন : একদা লোকেরা রামাযানের শেষ দিবস নিয়ে মতভেদ করে। তখন দু'জন গ্রামে বসবাসকারী মুসলিম নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, গত সন্ধ্যায় তারা শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে সিয়াম ভঙ্গ করার আদেশ দেন। বর্ণনাকারী খালফ তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আরও নির্দেশ দেন যে, তারা যেন পরদিন সকালে ঈদের সালাত আদায়ের জন্য ময়দানে গমন করে'। (সহীহ আবূ দাউদ) শায়খ আলবানী (র) হাদীসটি সহীহ বলেছেন, হাদীস নং ২২৩৯।

---

২৬. যঙ্গফ সুনানে আবু দাউদ হা-২৩৪০, যঙ্গফ সুনানে নাসায়ী হা-২১১২, যঙ্গফ তিরমিযী হা-৬৯৪, যঙ্গফ ইবনে মাজাহ হা-১৬৫২, যঙ্গফ মিশকাত হা-১৯৭৮, ইবনু হিব্বান, হা-৮৭০, দারকুত্বনী, হা-২২৭-২২৮, বায়হাক্বী, ৪/২১১-২১২ পৃ:, ইরওয়াউল গালীল, ৪/১৫ পৃ:, হা-৯০৮

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হল যে, নিজ এলাকায় চাঁদ না দেখার কারণে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ সিয়াম পালন অব্যাহত রেখেছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিনের শেষভাগে অনেক দূর থেকে আসা কাফেলার চাঁদ দেখা সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এবং তার উপর আমল করারও হুকুম দিয়েছেন। এ থেকে এটা সাব্যস্ত হল যে, নিজ এলাকায় চাঁদ দেখা না গেলেও অন্য এলাকায় চাঁদ দেখার সংবাদ পৌছলে সেই অনুযায়ী সিয়াম, লাইলাতুল ক্বদ্‌র, ঈদ, হাজ্জ প্রভৃতি পালন করা যাবে। কেননা এ হাদীসের মাধ্যমে দূরত্বের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। তাছাড়া দ্রুতগামী যানবাহনের ক্রমবিকাশের ফলে দূরত্বের শর্তটি ক্রমশ: ক্ষীণ হতে থাকবে। সম্ভবত: এ কারণেই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীসেই দূরত্বের বিষয়টি প্রাধান্য পায়নি। রামাযান মাসের সিয়াম আরম্ভ করার জন্য পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে একজন সৎ নিষ্ঠাবান লোক সাক্ষ্য প্রদান করলে সিয়াম পালন ফরয হয়ে যাবে। আর রামাযান মাসের সিয়াম ত্যাগ করার জন্য দু’জন সাক্ষীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তাই পবিত্র কা‘বা ঘরের ও মসজিদে নববীর ইমামদ্বয়সহ কোটি কোটি মানুষ সিয়াম পালন করছে এই সংবাদ পাওয়ার পর সকলের উপর সিয়াম পালন করা ফরয হবে কিনা ভাবার বিষয়।[২৭]

পর্যালোচনা :

এ হাদীছ থেকেও এ কথা প্রমাণিত হয়নি যে, কোন এক জনপদে চাঁদ দেখা গেলে গোটা বিশ্বব্যাপী চাঁদ দেখার হুকুম বর্তাবে। কেননা পূর্বের হাদীছের ন্যায় অত্র হাদীছেরও চাঁদ দেখার সাক্ষী দিয়েছে আরবের দু’জন গ্রাম্য লোক। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, আগের হাদীছে সাক্ষ্যদানকারী ছিল একজন, অত্র হাদীছে সাক্ষ্যদানকারী দু’জন। তাছাড়া পূর্বের হাদীছে আগত আরবের গ্রাম্য লোকটির পরিচয় রাসূলুল্লাহ (ছা:) জানতেন না। তাই তিনি সে মুসলিম না অমুসলিম সেটা জানার জন্য বলেছিলেন- اَتَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ ‘তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই’? কিন্তু অত্র হাদীছে চাঁদ দেখার সাক্ষ্যদানকারী গ্রাম্য লোক দু’জনের পরিচয় রাসূলুল্লাহ (ছা:) আগে থেকেই জানতেন যে তারা দু’জন মুসলিম। তাই তিনি তাদেরকে বলেননি যে, اَتَشْهَدَا أَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ ‘তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই’। সুতরাং অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আগত গ্রাম্যলোক দু’জন খুব দূরের লোক ছিল না। তাই অত্র হাদীছ দ্বারা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের কারো চাঁদ দেখার কারণে গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর প্রতি চাঁদ দেখার হুকুম বর্তাবে এমন দলীল গ্রহণের কোনই অবকাশ নেই।

২৭. মুহাম্মদ এনামুল হক আল-মাদানী, পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম - ১৬-১৭

বরং এ হাদীছ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন দেশে যদি দু'জন মুসলিম শাওয়ালের চাঁদ দেখে সাক্ষ্য দেয় তাহলে ঐ দেশের সমস্ত মুসলিম উম্মাহর প্রতি ছিয়াম ভঙ্গ করে ঈদুল ফিতর পালন করা অত্যাবশ্যক হবে। বিশ্বব্যাপী এর উপরই আমল চালু আছে।

পঞ্চম হাদীছ :

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنِ .

অর্থ : "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, যখন পবিত্র রমযান মাস এসে যায় তখন আসমান তথা জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়।" (সহীহ বুখারী ১৮৯৯)

মহান আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্ট ৮টি জান্নাত ও ৭টি জাহান্নাম কোন এলাকা বিশেষের মানুষের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। তাই অত্র হাদীসের বর্ণনা মতে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা, বড় বড় শয়তানগুলোকে বন্দি করা এবং জাবের (রা:) এর বর্ণিত হাদীস মতে আল্লাহর (সুব:) রহমতের দৃষ্টি দান করা রামাদানের চাঁদ উঠার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একই সময়ে সমভাবে শুরু হয়। বাংলাদেশের স্থানীয় আকাশে চাঁদ দেখা যেতে ১দিন বা ২দিন বিলম্ব হওয়ায় উল্লেখিত কার্যক্রম এদেশে এক বা দু'দিন পরে শুরু হওয়া বিবেক গ্রাহ্য নয়। তাই অত্র হাদীসে প্রমাণিত হল যে, পবিত্র রামাদানের ফযিলতের কার্যকারিতা আল্লাহর (সুব:) দরবারেও বিশ্বময় একই দিনে শুরু হয়। অতএব দেশ মহাদেশের ভিন্নতায় রামাদান ও অন্যান্য ইবাদাত কখনই ভিন্ন ভিন্ন দিনে মেনে নেওয়া যায় না।[২৮]

পর্যালোচনা : বাহ! চমৎকার শানিত যুক্তি!! এমন অসাধারণ যুক্তিতে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিম মোহাচ্ছন্ন না হয়ে থাকতে পারবেই না। কিন্তু শুধু এ একটা হাদীছের কার্যকারিতার বিষয়ে এত মেধা ও শ্রম ব্যয় করে যুক্তি প্রদর্শন করলেই কি চলবে? নাকি এমন ধরনের আরও অনেক হাদীছ আছে সেগুলোর ব্যাপারেও ফাতওয়া দিতে হবে। সম্মানিত লেখক নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর কি সমাধান দেন সেটাই দেখার বিষয়। হাদীছে এসেছে-

২৮. সিয়াম ও ঈদ - ২৫

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَأَسْتَجِبَ لَهُ مَنْ يَّسْأَلُنِىْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَأَغْفِرَ لَهُ- متفق عليه

'আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছা:) এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক রাত্রের যখন একতৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের প্রভূ আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলেন, যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব, যে আমার নিকট কিছু চাইবে আমি তা তাকে প্রদান করব। যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব'।[২৯]

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাত হয় জাপানে তার তিন ঘন্টা পরে বাংলাদেশে তার তিন ঘন্টা পরে সৌদী আরবে তারও ১৫ ঘন্টা পরে যুক্তরাষ্ট্রে, তার পশ্চিমের দেশগুলোতে আরও পরে। অর্থাৎ এক দেশে যখন রাত অন্যদেশে তখন দিন। তাহলে হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা'য়ালার দুনিয়ার আসমানে অবতরণ কোন দেশের রাতে? জাপানে? মধ্যপ্রাচ্যে নাকি যুক্তরাষ্ট্রে নাকি অন্য কোন দেশে? যদি বলেন, চাঁদের হিসাবের মত, পৃথিবীতে যেখানে সর্ব প্রথম রাত হয় তথা জাপানের হিসাব মতে, তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় জাপানে যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ তখন মধ্যপ্রাচ্যে সবে সন্ধ্যা। আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরাপীয় দেশগুলোতে ঝক্ঝকে দিন। আর যদি বলেন, চাঁদের হিসাব মতই মধ্যপ্রাচ্যের রাতের হিসাব অনুযায়ী তা হলেও একই অবস্থা হবে অর্থাৎ অন্যান্য মহাদেশে তখন দিন। আর যদি বলেন, যে দেশ থেকে রাত শুরু হবে সে দেশ থেকেই আল্লাহ তা'য়ালার অবতরণ শুরু হবে অর্থাৎ প্রথমে জাপানে, তারপর চীনে, তারপর বাংলাদেশে, তারপর ভারত-পাকিস্তানে তারপর মধ্যপ্রাচ্যে তারপর পশ্চিমা দেশগুলোতে। প্রত্যেক দেশে স্ব-স্ব দেশের রাতের শেষ প্রহরে মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার উক্ত নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় ও কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে চলছে। আপনিও নিশ্চয় শেষোক্তটিই মেনে চলেন। আপনি যদি তাহাজ্জুদ গুজার হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ পড়ে থাকেন। আর এটাই যদি মেনে চলেন তাহলে নতুন চাঁদের ব্যাপারে ভিন্নমত কেন? নতুন চাঁদও যে দেশগুলোর আকাশে প্রথম উদিত হবে সে দেশগুলোতে ছিয়াম শুরু হবে তারপর যে দেশগুলোতে উদিত হবে সে দেশগুলোতে ছিয়াম শুরু হবে, আর এটাই বাস্তবতা। আর এ বাস্তবতাকে মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অবাস্তবতা মরীচিকার পেছনে দৌঁড়ালে শুধু ক্লান্ত-শ্রান্তই হতে হবে এবং আরও অনেক কঠিন প্রশ্ন সামনে আসবে।

---

২৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহি, ছহীহ বুখারী (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হি:) ১৫৩, ৯৩৬, ১১১৬ পৃ: ছহীহ মুসলিম, হা-১৭৭৩, জামে' তিরমিযী (ইন্ডিয়ান ছাপা) ১/১০০ পৃ:, মিশকাত, হা-১২২৩

যেমন লাইলাতুল ক্বাদর। যে লাইলাতুল ক্বাদর পাওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম পালনের জন্য ফাতওয়া দিচ্ছেন, আসলেই কি বিশ্বের সবদেশে একসাথে লাইলাতুল কাদর হওয়া সম্ভব? কেননা জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ২৩ ঘন্টা, সৌদি আরবের সাথে যুক্তরাষ্ট্রসহ আফ্রিকা-ইউরোপের দেশগুলোর সময়ের ব্যবধান ১২ থেকে ১৬ ঘন্টা পর্যন্ত। অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যে যখন রাত তখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দিন। লাইলাতুল ক্বাদর সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ -

'সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরাঈল আ:) অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত।'[৩০]

অত্র আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে রাত্রি শুরু থেকে তথা সন্ধার পর থেকেই লাইলাতুল ক্বাদর শুরু হয়ে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে। তা হলে প্রশ্ন থেকে যায় বিশ্বব্যাপী কি একই দিনে একই সময়ে লাইলাতুল ক্বাদর হয়? তাই যদি হয় তাহলে কোন দেশের রাত্রির হিসেবে? যদি বলেন, সৌদী আরবের রাত্রি হিসেবে। সৌদী আরবের রাত্রি হিসেবে গোটা বিশ্বে একই দিনে একই সময়ে লাইলাতুল ক্বাদর হলে জাপানবাসী ৬ ঘন্টা, আমরা বাংলাদেশীগণ ৩ ঘন্টা লাইলাতুল ক্বাদরের ফজিলত থেকে মাহরুম হব এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপ-আফ্রিকাসহ অন্যান্য মহাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী লাইলাতুল ক্বাদরের ফজিলত থেকে একেবারেই মাহরুম হবে। আর যদি বলেন, স্ব-স্ব দেশের রাত্রি অনুযায়ী লাইলাতুল ক্বাদর অনুষ্ঠিত হবে, তাহলে গোটা বিশ্বে একই দিনে ছিয়াম আরম্ভ করার জন্য এত মেধা-শ্রম খরচ করে মুসলিম মিল্লাতের মাঝে বিভ্রান্ত ছড়ানোর হেতুটা কি?

পরিশেষে বলব, ছিয়ামের শুরু শেষের বিষয়, লাইলাতুল ক্বাদর, রামাযান মাসে আসমান ও জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হওয়া, জাহান্নামের দরজা বন্ধ হওয়া, শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা, প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে রাব্বুল 'আলামীনের দুনিয়ার আকাশে অবতরণ, চন্দ্র-সূর্যের উদয় ও অস্তস্থলের ভিন্নতা এগুলো অসীম জ্ঞানের অধিকারী মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতার বহি:প্রকাশ। এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে ফায়সালা দেয়া আপনার-আমার মত ছলিমুদ্দিন আর কলিমুদ্দিনের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং মহান আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি বৈচিত্রের বাস্তবতাকে নি:শর্তভাবে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া কুরআন-হাদীছের সরল বিধানকে গরল ব্যাখ্যা করা কোন সত্যিকার ঈমানদারের কাজ নয়।

---

৩০. সূরা আল-ক্বাদর, ৪-৫ আয়াত

কুরআনের আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যার নমুনা :

রাহমানী ছাহেব বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ পালনের লক্ষ্যে তাদের অভিমতের স্বপক্ষে **'কি বলছে কুরআন'** শিরোনাম দিয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমের দু'টো আয়াতাংশ উল্লেখ করে কোন তাফসীর বা হাদীছ গ্রন্থের উদ্ধৃতি ছাড়াই একেবারেই কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন গোটা বিশ্বব্যাপী একইদিনে ছিয়াম-ঈদ ইত্যাদি পালন করতে হবে। সম্মানিত পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে উক্ত আয়াত ও তার মনগড়া ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে তার যথার্থতা পর্যালোচনা করা হল।

কি বলছে কুরআন

সাওম ও ঈদসহ চাঁদের তারিখ নির্ভর সকল ইবাদত পালনে প্রত্যেক দেশ ও অঞ্চলে চাঁদ দেখা কি জরুরী, এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সিদ্ধান্ত কী? কার উপর সাওম রাখা ফরয তার সিদ্ধান্ত দিয়ে মহান রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেন:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ - (البقرة : ١٨٥)

অর্থ : "তোমাদের যে কেউ এ (পবিত্র রামাদান) মাস পাবে সেই যেন এ মাসে সাওম রাখে।" (সূরা বাকারা ২ :১৮৫)

অত্র আয়াতের মাধ্যমে রামাদান মাসের সাওম ফরয করা হয়েছে। আর সাওম ফরয হওয়ার কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে "শুহূদে শাহার" বা রামাদান মাসে উপনীত হওয়াকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাওম রাখার যাবতীয় সামর্থ সহকারে পবিত্র রামাদান মাসে উপস্থিত হবে তার জন্যই রামাদানের সাওম রাখা ফরয। অত্র আয়াতে উল্লেখিত مَنْ (যে কেউ) শব্দটি দেশ মহাদেশ নির্বিশেষে عَامْ বা ব্যাপক অর্থবোধক। তাই অত্র শব্দকে দেশ মহাদেশের সীমারেখায় সীমিত করা উছুলে তাফসীরের মূলনীতির বিরোধী।

অতএব আয়াতে مَنْ (যে কেউ) শব্দটির মাধ্যমে ব্যাপকার্থে গোটা পৃথিবীর যে কোন মুসলিম সম্বোধিত।

লক্ষ্যণীয় যে, মহাবিজ্ঞ আল্লাহ (সুব:) সাওম ফরয হওয়ার কারণ নির্ধারণ করেছেন شُهُوْدُ شَهَرْ বা মাসের উপস্থিতিকে। আর মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হয় চাঁদ উদয়ের মাধ্যমে। অর্থাৎ পৃথিবীর আকাশে কোথাও চাঁদ দেখা গেলেই সমগ্র পৃথিবীতে মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হবে। আর মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হলে সকল মুসলিমের উপর ঐদিন থেকেই সাওম রাখা ফরয হবে। কুরআন পাকের অন্য আয়াতেও আল্লাহ (সুব:) একই কথা বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (البقرة : ١٨٩)

অর্থ : 'হে রাসূলুল্লাহ (সা:)! মানুষ আপনাকে নতুন চাঁদ সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন এগুলো মানুষের জন্য সময় নির্ধারক এবং হজ্জের সময় নির্ধারণকারী'। (সূরা বাকারা ২ : ১৮৯)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আয়াতে اَلْأَهِلَّةُ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে যার অর্থ একেবারে (কয়েক মিনিটের) নতুন চাঁদ। প্রতি চান্দ্র মাসে চাঁদ একদিনই নতুন থাকে। পরবর্তী দিনগুলোর চাঁদ কখনই নতুন চাঁদ নয়। আরো লক্ষ্যণীয় যে, অত্র আয়াতের মধ্যে لِلنَّاسِ শব্দের শুরুতে ال টি الف لام جنسى জাতি বোধক ال (Common Noun)। তাহলে আয়াতের অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী চান্দ্র মাস শেষ হওয়ার পরে আবার নুতন করে পৃথিবীর আকাশে সর্বপ্রথম যে চাঁদ দেখা গেল, ঐ নতুন চাঁদ সকল মানুষের জন্যই সময় নির্ধারক। অতএব নতুন চাঁদের নির্দেশিত এ নতুন মাসের ১ তারিখ দেশ মহাদেশের ভিন্নতায় কখনই আলাদা হবে না। কারণ চাঁদ উদয়ের দিনে সকল দেশের অধিবাসীরাই মানুষ ছিলেন, আছেন, থাকবেন, আর পবিত্র কুরআন বলছে, "নুতন চাঁদ সব মানুষের জন্য সময় নির্ধারক।"

সাওম রাখা ও ঈদ করার জন্য নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখতে হবে এ রকম বর্ণনা পবিত্র কুরআনের কোথাও নেই। অতএব এ শর্তারোপ করা পবিত্র কুরআনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত যে সাওম ফরয হওয়া, ঈদ করা, কুরবানী দেয়া ইত্যাদি আমলগুলোর ফরয ও ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হয় মাসের উপস্থিতির মাধ্যমে। স্থানীয় ভাবে চাঁদ দেখার মাধ্যমে নয়। তাই পৃথিবীর আকাশে কোথাও নুতন চাঁদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেই বিশ্বময় মাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে। আর মাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর সমভাবে মাস সংশ্লিষ্ট ইবাদত গুলোর ফরয ও ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হবে।[৩১]

পর্যালোচনা : প্রথম আয়াত :

উল্লেখিত ব্যাখ্যা বেশ কয়েকটি কারণে অগ্রহণযোগ্য।

১। কুরআনের আয়াতের উক্ত ব্যাখ্যা সম্মানিত লেখকের মনগড়া। তাফসীরের কোন কিতাবেই উক্ত ব্যাখ্যার কোনই অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। উক্ত ব্যাখ্যা যদি কোন

৩১. সিয়াম ও ঈদ - ২৩-২৫ পৃ:

তাফসীর ও হাদীছের অনুকূলে হত, তাহলে অবশ্যই মাননীয় লেখক তার রেফারেন্স দিতেন। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, চিত্তাকর্ষক এ দীর্ঘ ব্যাখ্যার কোন রেফারেন্স নেই।

২। فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযান) মাস পাবে, সে যেন এ মাসে ছাওম রাখে।' এ আয়াতটি মুহকাম তথা সুস্পষ্ট। আর সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে রামাযানের ছাওম পালনের পূর্ব শর্ত হল রামাযান মাসে উপনীত হওয়া। আর চান্দ্র মাস শুরু হয় নতুন চন্দ্র উদয় থেকে। তা হলে যে অঞ্চলে নতুন চাঁদ উদয়ই হয়নি, সে অঞ্চলে কিভাবে রামাযান মাস শুরু হবে, আর রামাযান মাস শুরু না হলে কিভাবেই বা ছাওম পালন করবে? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে উপনীত হবে' আয়াতাংশ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, বিশ্বের সমস্ত মানুষ একসাথে রামাযান মাসে উপনীত হবে না। বিশ্বের সমস্ত মানুষ যদি একসাথে রামাযান মাসে উপনীত হয় তবে উক্ত আয়াতাংশ অর্থহীন হয়ে পড়বে। সুতরাং মস্তিষ্ক প্রসূত যুক্তি দিয়ে বিশ্বব্যাপী একসাথে রামাযান মাস শুরু ও শেষ করার চেষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালার শাশ্বত বিধানকে পদদলিত করার শামিল।

৩। উল্লিখিত আয়াতে مَنْ শব্দটি عَامْ বা ব্যাপক অর্থবোধক বলেই شُهُوْدُ الشَّهَرْ ছাড়া বিশ্বব্যাপী এক সাথেই কার্যকর হবে এর দলীল কোথায় আছে?

৪। উল্লিখিত কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, 'নতুন চাঁদ সব মানুষের জন্যই সময় নির্ধারক নয়'। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে চাঁদ উদিত হলে সেটাই যদি গোটা বিশ্ববাসীর জন্যই সময় নির্ধারক ধরে নেয়া হয় তবে, প্রশ্ন থেকে যায় যে, বিশ্বের একেক দেশে একেক দিনে নতুন চাঁদ উদয়ের ফায়দা কি? একদেশে নতুন চাঁদ উদয়ের ফলে যদি গোটা বিশ্ববাসীর জন্যই সময় নির্ধারক হয়, তা হলে তো পরবর্তীতে অন্যান্য দেশে নতুন চাঁদ উদয় হওয়াটা প্রয়োজনহীন বেহুদা হয়ে যায়। মহামহিম আল্লাহ তা'য়ালা এমন অপ্রয়োজনীয় বেহুদা কাজ করেন এ কথা কি কোন মুসলিম বিশ্বাস করতে পারে? আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইচ্ছে করলে তো গোটা বিশ্বের সকল স্থানে একই দিন নতুন চাঁদ উদয় ঘটাতে পারতেন কিন্তু তা না করে বিশ্বের একেক স্থানে একেক দিনে কেন নতুন চাঁদ উদিত করেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে এমন নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত আছে যা আমরা কেউই অবগত নই বলেই রাব্বুল 'আলামীনের শাশ্বত বিধান (পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দিনে নতুন চাঁদ উদয়) কে শানিত যুক্তি দিয়ে অস্বীকার করার অপচেষ্টা করছি। (নাউযুবিল্লাহ)

Contents

৫। উক্ত ব্যাখ্যায় পরোক্ষভাবে এবং উল্লিখিত বইয়ের ৬৭ নং পৃষ্ঠায় প্রত্যক্ষভাবে দাবী করা হয়েছে যে, “চাঁদের সাথে সম্পর্কিত বিধানাবলী সামগ্রিকভাবে বিশ্ববাসীর জন্য নির্ধারিত হবে এবং সূর্যের সাথে সম্পর্কিত বিধানাবলী স্থানীয়ভাবে নির্ধারিত হবে”। এ বিভাজন সম্মানিত লেখকের একান্তই কপোলকল্পিত মতবাদ। এর কোনই দালীলিক প্রমাণ নেই। যদি থাকত তা হলে অবশ্যই তার রেফারেন্স দেয়া হত। আর এ মতবাদটিই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। অথচ রাব্বুল ‘আলামীন ইরশাদ করেছেন- اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ‘সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই সময়ের হিসেব নির্দেশক’।[৩২]

পর্যালোচনা : দ্বিতীয় আয়াত :

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ -

‘হে রাসূল (ছা:) তারা আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারক এবং হজ্জের সময় নির্ধারণকারী’। (সূরা বাকারা - ১৮৯)

সুবিজ্ঞ পাঠক অত্র আয়াতাংশের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রসহ বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা মহাজ্ঞানী মহামহিম আল্লাহ তা‘য়ালা উক্ত আয়াতাংশে اَلْأَهِلَّةِ ও مَوَاقِيْتُ শব্দ দু’টো বহুবচন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু একই আলোচ্য বিষয় হওয়া সত্ত্বেও ضمير (সর্বনাম) هن (বহুবচন) ব্যবহার না করে هى একবচন ব্যবহার করেছেন। একই আলোচ্য বিষয়ে দুটো শব্দ বহুবচন এবং একটি একবচন ব্যবহারের মর্মার্থ কি? আমরা জানি চাঁদ একটি এমনকি কুরআনুল কারীমে যত জায়গায় চাঁদের আলোচনা এসেছে সর্বত্র একবচন ব্যবহার করা হয়েছে।[৩৩] তাহলে নতুন চাঁদের বিষয়ে রাব্বুল ‘আলামীন الهلال একবচন ব্যবহার না করে الأهلة (নতুন চাঁদসমূহ) বহুবচন ব্যবহার করেছেন কেন? এ দু’টো প্রশ্নের সমাধান অনুধাবন করতে পারলেই একবিংশ শতাব্দীতে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে (বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম, ঈদ প্রভৃতি পালন করতে হবে নাকি স্ব-স্ব অঞ্চলে নতুন চাঁদ উদিতের ভিত্তিতে এগুলো পালন করতে হবে?) এর সু-সঠিক সমাধান জানা যাবে ইন্‌শাআল্লাহ।

---

৩২. সূরা আর রাহমান-৫

৩৩. যেমন আল্লাহর বাণী- هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا তিনিই (মহান সত্তা) যিনি সূর্যকে করেছেন তেজস্কর এবং চন্দ্রকে করেছেন জ্যোতির্ময় স্নিগ্ধ। সূরা ইউনুস-৫, والشمس والقمر بحسبان সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে (সময় ও তারিখ নির্ধারণের জন্য।) আর-রাহমান - ৫, اقترب الساعة وانشق القمر কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। সূরা আল-কামার-০১

সমাধান : চাঁদের সমার্থক আরবী শব্দ তিনটি- ১. هِلَالٌ নতুন চাঁদ [৩৪] ২. قَمَرٌ সাধারণ চাঁদ [৩৫] ৩. بَدْرٌ পূর্ণিমার চাঁদ। [৩৬]

জাওহারী বলেন, الحصول لثلاث ليل من أول الشهر ثم هو قمر بعد ذلك 'চান্দ্র মাস শুরু থেকে তিনরাত পর্যন্ত নতুন চাঁদটি নবচন্দ্র হিসেবে গণ্য হবে, তার পর তা সাধারণ চাঁদ হিসেবে গণ্য হবে'।[৩৭]

আয়াতে يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْهِلَالِ (তারা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে) না উল্লেখ করে উল্লেখ করা হয়েছে يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ (তারা আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে)। অথচ কুরআনে যতস্থানে সাধারণ চাঁদের আলোচনা এসেছে তার সবস্থানে قمر একবচন ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৮] সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, সাধারণ চাঁদ একটি হলেও নতুন চাঁদ একাধিক। অর্থাৎ বিশ্বের কোন এক অঞ্চলে নতুন চাঁদ উদিত হলেই সেটা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য সময় নির্ধারণী হবে না, কেননা নতুন চাঁদ একটি নয়, একাধিক। যে অঞ্চলে নতুন চাঁদ উদিত হবে সেটি সে অঞ্চলের জন্যই সময় নির্ধারক হবে, অন্য অঞ্চলের জন্য নয়। বিষয়টি আরোও সুস্পষ্ট হয়েছে مواقيت (সময় নির্ধারণীসমূহ) বহুবচন ব্যবহারের মাধ্যমে। নতুন চাঁদ যেমন একটি নয় অনুরূপ সময় নির্ধারণীও একটি নয়। আয়াতে هى একবচন ব্যবহারের মাধ্যমে আরোও দ্ব্যার্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যেসব অঞ্চলে নতুন চাঁদ উদিত হবে সেটি সেসব অঞ্চলেরই সময় নির্ধারক অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে রামাযানের নতুন চাঁদ উদিত হবে সেসব অঞ্চলে রামাযান মাস গণনা হবে, অন্য যে অঞ্চলে রামাযানের নতুন চাঁদ উদিত হয়নি সে অঞ্চলে রামাযান মাস গণনা শুরু হবে না। স্ব-স্ব অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করতে হবে, এর স্বপক্ষে এ একটি আয়াতই যথেষ্ট নয় কি?

আলোচিত বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠায় সম্মানিত লেখক লেখেছেন যে, **একথা সকলেরই জানা যে, পবিত্র কুরআন বিশ্বজনীন গ্রন্থ। অতএব, এর প্রতিটি হুকুমই হবে বিশ্বজনীন। তাই এর যে কোন হুকুমই দেশ মহাদেশের সীমারেখায় সীমিত নয়। সীমিত করার অধিকারও কারো নেই। তদুপরি যখন কুরআন নাযিল হয়েছিল তখন তো বাংলাদেশে, ভারত, পাকিস্তান নামে বিশ্বে কোন দেশই ছিল না, তাহলে**

৩৪. আল মু'জামুল ওয়াসীত্ব (দেওবন্দ : কুতুবখানা হোসাইনিয়া ১৪২৮ :হি/২০০৭ ইং) ৯৯২ পৃ:

৩৫. আল-মুনজিদ (বৈরুত : দারুল মাশরেক, ৩৬তম সংস্করণ, ১৯৯৭ ইং) ৬৫৩ পৃ:

৩৬. আল মু'জামুল ওয়াসীত্ব, ৪৩ পৃ:

৩৭. মির'আতুল মাফাতীহ, ২৬/৪২৪ পৃ:

৩৮. সূরা আর-রাহমান-৫, সূরা ইউনুছ-৫, সূরা আল-কামার-০১

এদেশগুলোর ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যেই চাঁদ দেখা যেতে হবে একথা পবিত্র কুরআনের বাণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) কোন গোত্রীয় নবী নন। আবার কোন বিশেষ এলাকার নবীও নন। তিনি গোটা বিশ্ববাসীর নবী ও রাসূল।

পর্যালোচনা : আল কুরআন বিশ্বজনীন গ্রন্থ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছা:) বিশ্বনবী এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সম্মানিত লেখক এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, যেহেতু কুরআনুল কারীম বিশ্বজনীন গ্রন্থ এবং রাসূলুল্লাহ (ছা:) বিশ্বনবী সুতরাং কুরআনের সমস্ত বিধানই এবং রাসূলুল্লাহর (ছা:) সমস্ত হাদীছ বিশ্বব্যাপী একসাথে একই সময়ে কার্যকর হবে। এ ব্যাখ্যা সত্য নয়। যার বাস্তব প্রমাণ নিম্নরূপ-

১. কুরআনুল কারীমের সব বিধানই সারা বিশ্বে একই সময়ে একই সাথে কার্যকর হয় না। যেমন- আল্লাহর বাণী-

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّأٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰاكِرِيْنَ -

‘আর ছালাত ক্বায়েম কর দিবসের দুইপ্রান্তে এবং রাতেরও প্রান্তভাগে; নিশ্চই পূণ্যকাজ পাপকে বিদূরিত করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহাস্মারক’।[৩৯]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ- وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ -

‘অতএব, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সকালে এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে তাঁরই প্রশংসা’।[৪০]

উপরোক্ত আয়াতত্রয়ে আল্লাহ তা‘আলা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী বর্ণনা করেছেন। আয়াতত্রয় বিশ্বজনীন কুরআনুল কারীমের হওয়া সত্ত্বেও গোটা বিশ্ববাসী স্ব-স্ব ভৌগলিক সীমারেখা অনুযায়ী সন্দেহাতীভাবে সকাল-সন্ধা, মধ্যাহ্নে-অপরাহ্নে ও রাত্রিতে ছালাত আদায় করে থাকে এমনকি মাননীয় লেখকও। সুতরাং মাননীয় লেখকের দাবী **‘বিশ্ববজনীন কুরআনুল কারীমের কোন হুকুমই দেশ-মহাদেশের সীমারেখায় সীমিত নয়’**। এটা অবাস্তব ও প্রত্যাখাত। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে

৩৯. সূরা হুদ-১১৪
৪০. সূরা আর-রুম ১৭-১৮

প্রমাণিত হল যে, কুরআনুল কারীমের সকল বিধানই ভৌগলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী একই সময়ে একই সাথে কার্যকর হয় না এবং তা কিছুতেই সম্ভবও নয়।

২। রাসূলুল্লাহ (ছা:) বিশ্বনবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সকল বাণীই বিশ্বজনীন নয়। এমনকি এমন হাদীছও আছে যার কিছু অংশ বিশ্বজনীন এবং কিছু অংশ ভৌগলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ। যেমন-

عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْغَرِّبُوْا (متفق عليه)

‘হযরত আবূ আইউব আল আনছারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা:) বলেছেন, যখন তোমরা পেশাব-পায়খানায় যাবে তখন কেবলাকে সম্মুখে রাখবে না এবং পিছনেও রাখবেনা। বরং পূর্বদিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে’।[৪১]

বাহ্যত অত্র হাদীছের শেষাংশ وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْغَرِّبُوْا ‘বরং তোমরা পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে’ প্রথমাংশ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا ‘কেবলাকে সম্মুখেও রাখবে না এবং পিছনেও রাখবে না’ এর বিপরীত। কেননা কা‘বা হল আমাদের কেবলা। পবিত্র কা‘বার পূর্বের দেশসমূহ ও পশ্চিমের দেশসমূহের জন্য وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْغَرِّبُوْا ‘বরং তোমরা পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে’ হাদীছাংশটুকু প্রযোজ্য নয়। কারণ কা‘বার পূর্ব-পশ্চিমের দেশসমূহে পায়খানার সময় পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে বসলে কা‘বা সম্মুখে বা পিছনে পড়বে যা হাদীছের প্রথমাংশের সাথে সাংঘর্ষিক। মূলতঃ হাদীছের শেষাংশ কা‘বার উত্তর-দক্ষিণ দিকের দেশ সমূহের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ হাদীছের প্রথমাংশের হুকুম বিশ্বজনীন এবং শেষাংশের হুকুম ভৌগলিক সীমায় সীমাবদ্ধ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনুল কারীম বিশ্বজনীন গ্রন্থ হলেও তার সকল বিধানই বিশ্বজনীন নয় এবং সকল বিধান একসাথে কার্যকর হয় না। এমন কিছু কিছু বিধান আছে যেগুলো ভৌগলিক সীমার পার্থক্যের কারণে স্থানীয় সময় অনুযায়ী কার্যকর হয়। যেমন- ছালাত, ছিয়াম, সাহরী, ইফতার প্রভৃতি। অনুরূপভাবে নবী করীম (ছা:) বিশ্বনবী হলেও তাঁর সকল হাদীছের হুকুম ভৌগলিক সীমার পার্থক্যের কারণে একসাথে কার্যকর হয় না এবং তা হওয়া অসম্ভব ও অবাস্তব।

---

৪১. বুখারী-মুসলিম, মিশকাত হা-৩০৭

ছহীহ হাদীছকে পদদলিত করার হীনপ্রয়াস

ছহীহ মুসলিম, জামে‘ তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি কিতাবে ছহীহ সূত্রে হযরত কুরাইব (রা:) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ মাননীয় লেখকদ্বয়ের অভিমতের বিপরীত হওয়ায় **‘হাদীসটির জবাব’** শিরোনামে ১২টি কপোলকল্পিত খোঁড়া যুক্তি দিয়ে ছহীহ হাদীছকে পদদলিত ও প্রত্যাখ্যান করার হীন প্রয়াস চালিয়েছেন। সম্মানিত পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে উক্ত হাদীছটি এবং তাদের প্রদত্ত বারটি যুক্তি হুবহু উপস্থাপন পূর্বক **পর্যালোচনা** শিরোনামে তাদের কপোলকল্পিত খোঁড়া যুক্তিসমূহ খন্ডন করে ছহীহ হাদীছকে সমুন্নত রাখার প্রয়াস পাব ইন্‌শাআল্লাহ।

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ اخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِىْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ رَوَاهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُوْمُ حَتّى نُكْمِلَ ثَلَاثِيْنَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَلَا تَكْتَفِىْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -

অর্থ : “কুরাইব (রা:) হতে বর্ণিত, উম্মুল ফজল বিনতে হারেছ (রা:) তাকে শামে মু‘আবিয়া (রা:) এর নিকট কোন প্রয়োজনে প্রেরণ করলেন। তিনি বলেন: অত:পর আমি তার প্রয়োজন সমাপন করলাম এবং আমি শামে থাকাবস্থায়ই রামাদানের চাঁদ উদিত হল। আমি জুমু‘আর (বৃহস্পতিবার দিবাগত) রাতে চাঁদ দেখলাম। অত:পর রামাদান মাসের শেষদিকে মদীনায় আসলাম। তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা:) আমাকে রামাদানের চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমরা শামে কখন চাঁদ দেখেছ? তখন আমি বললাম, আমরা চাঁদ দেখেছি জুমু‘আর রাতে। তখন তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ মানুষেরা চাঁদ দেখেছে এবং সাওম রেখেছে। মু‘আবিয়া (রা:) সাওম রেখেছেন। অত:পর ইবনে আব্বাস (রা:) বললেন কিন্তু আমরাতো চাঁদ দেখেছি শনিবার রাতে। অত:পর আমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অথবা শাওয়ালের চাঁদ দেখা পর্যন্ত সাওম রাখবো। তখন (আমি কুরাইব) বললাম মু‘আবিয়া (রা:) এর চাঁদ দেখা ও তার সাওম রাখা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? ইবনে আব্বাস (রা:) বললেন, না! আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা:) এমনটাই নির্দেশ করেছেন।” (সহীহ মুসলিম- ২৫৮০)

হাদীসটির জবাব :

সুবিজ্ঞ মুহাদ্দেসীনে কিরাম এবং হানাফী, হাম্বলী ও মালেকী মাযহাবের ইমামগণ অত্র হাদিসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ না করে হাদিসটির নিম্নরূপ জবাব দান করেছেন--

এক : অত্র কিতাবের 'রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিজ আমল' শিরোনামে যে চারটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) একজন মরুচারীর সংবাদকে ভিত্তি করে নিজে সাওম রেখেছেন এবং অন্যদেরকে সাওম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। দূরদূরান্ত থেকে আগত একটি কাফেলার সংবাদের ভিত্তিতে ৩০শে রমযান মনে করে রাখা সাওম নিজে ভঙ্গ করেছেন এবং অন্যদেরকেও ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছেন।

তাহলে যেখানে শরীয়ত প্রবর্তক নিজেই অন্যের সংবাদ গ্রহণ করে সাওম রেখেছেন এবং ঈদ করেছেন। সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) এ সংবাদ গ্রহণ করলেন, কি করলেন না তা কোন যুক্তিতেই দলীল হতে পারেনা।

পর্যালোচনা : মাননীয় লেখকের কিতাবে 'রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিজ আমল' শিরোনামে যে চারটি হাদীছ পেশ করেছেন সেগুলো দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়নি যে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ পেলে গোটা বিশ্বেই ঐ নতুন চাঁদের উপর ভিত্তি করে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করতে হবে। কেননা প্রথম হাদীছে রামাযানের নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সাক্ষ্যদাতা রাসূলুল্লাহ (ছা:) এর শ্যালক প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:)। যিনি প্রায় সব সময়ই রাসূলুল্লাহর (ছা:) সাথে ছায়ার মত অবস্থান করতেন। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) অন্য দেশে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সাক্ষ্য নিশ্চয় দেননি। তিনি মদীনায় নতুন চাঁদ দেখেই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (ছা:) মদীনাবাসীকে ছিয়াম পালনের জন্য নিদের্শ দিয়েছিলেন, গোটা বিশ্ববাসীকে নয়। আর গোটা বিশ্বাবাসীকে সে সংবাদ দেয়া সম্ভবও ছিল না। সুতরাং উক্ত হাদীছ দ্বারা পৃথিবীর কোন প্রান্তে নতুন চাঁদ দেখার সংবাদ পেয়ে গোটা বিশ্বে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনে দলীল গ্রহণ করা বোকার স্বর্গে বাস করার নামান্তর ও হাস্যকরও বটে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীছে নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্যদানকারী হলেন আরব বেদুঈন বা আরবের গ্রাম্য লোক। আর আরবের গ্রাম্য লোকেরা নিশ্চয়ই পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ দেখে দ্রুতগামী বিমান যোগে সাঁ করে এসে সাক্ষ্য দেননি। বিমান দিয়ে এসে সাক্ষ্য দিবেনই বা কিভাবে তখনতো বিমানই ছিলনা। সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ (ছা:) পৃথিবীর অন্য প্রান্তের চাঁদ দেখার সংবাদ পেয়ে নিজে ছিয়াম-ঈদ পালন করেছেন এবং অন্যদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। বরং

হাদীছ দু'টো দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছা:) নিজ দেশ তথা আরবে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে নিজে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করেছেন এবং ছাহাবীদের ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। চতুর্থ হাদীছে সওয়ারী দলের পরের দিন মদীনায় আগমন দ্বারা আবেগ প্রবণ মুসলিম ভাই-বোনগণ হয়ত মনে করে থাকবেন যে, এবার শক্ত দলীল পাওয়া গেছে, যেহেতু তারা সওয়ারী দল সুতরাং তারা অন্যদেশ থেকে হয়ত চাঁদ দেখে এসে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর মাননীয় লেখকও উক্ত ধারণাকে প্রবল করার জন্য হাদীছের মধ্যকার راكبًا শব্দের অর্থ করেছেন 'একদল অশ্বারোহী' মূলত راكبًا শব্দের অর্থ সওয়ারী, আরোহী [৪২] আর فارس শব্দের অর্থ অশ্বারোহী। [৪৩] এ দু'টো শব্দ সমার্থক মনে হলেও এর মাঝে বিস্তর ব্যবধান আছে। راكبًا শব্দটি عام তথা ব্যাপক অর্থবোধক যা দ্বারা উট, ঘোড়া, গাধা যে কোনটির আরোহী বুঝায় আর فارس শব্দটি خاص তথা নির্দিষ্ট অর্থ তথা অশ্বারোহী বুঝায়। আর একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, উট, গাধা, খচ্চর ইত্যাদি ঘোড়ার মত দ্রুতগামী নয়। যদি মাননীয় লেখকের অনুবাদ সঠিক বলে গ্রহণ করেও নেয়া হয় তবুও এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, লোকগুলো পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ দেখে এসেছিলেন। কেননা পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ দেখে দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহণ করে আসলেও ঐ অল্প সময়ে মদীনায় পৌঁছা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ (ছা:) ভিন দেশের চাঁদ উদিতের সংবাদ পেয়ে নিজে ঈদ পালন করেছেন এবং ছাহাবীদের ঈদ পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বরং এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আরোহী দল সৌদী আরবেরই কোন এলাকা থেকে নতুন চাঁদ দেখে এসে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তার প্রমাণ হল- 'রাসূলুল্লাহ (ছা:) হজ্জের সময় সওয়ারীতে আরোহী হয়ে মদীনার যুল-হুলায়ফা থেকে রওয়ানা দিয়ে মক্কায় পৌঁছতে সময় লেগেছিল আট দিন'। [৪৪] আর এ কথা সকলেরই জানা যে, মক্কা-মদীনা একই দেশের দু'টো শহর। একই দেশের এক শহর থেকে অন্য শহরে সওয়ারীতে আরোহী হয়ে যেতে যদি আট দিন সময় লাগে তাহলে শাওয়ালের নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ দাতা সওয়ারী দল একদিনের ব্যবধানে নিশ্চয়ই অন্য দেশ থেকে আগমন করেননি। সুতরাং শরীয়ত প্রবর্তক নিজ দেশের অন্যের সংবাদ গ্রহণ করে ছিয়াম-ঈদ পালন করেছেন বটে কিন্তু অন্য দেশ থেকে আগত কারো সংবাদের ভিত্তিতে ছিয়াম-ঈদ পালন করেছেন হাদীছ চারটি দ্বারা এমনটি প্রমাণিত হয়নি।

---

৪২. মিসবাহুল লুগাত - ৩০৭ পৃ:
৪৩. প্রাগুক্ত - ৬৪৭ পৃ:
৪৪. ছহীহ বুখারী - হা: ১৪৫১

দুই : রাসূলুল্লাহ (সা:) এর পবিত্র আমল বিষয়ক উক্ত হাদীস তিনটি হাদিসে মারফূ। (মহানবী সা. এর কথা ও কাজ), আর কুরাইব (রা:) এর হাদীস হচ্ছে হাদিসে মাওকূফ। (সাহাবীগণের কথা ও কাজ) অতএব উছুলে হাদীস বা হাদীস ব্যাখ্যার মূলনীতি অনুযায়ী হাদিসে মারফুর মোকাবিলায় হাদিসে মাওকুফ কখনও দলীল হতে পারেনা।

পর্যালোচনা : কুরাইব (রা:) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি মাওকুফ মনে হলেও মূলত: হাদীছটি মারফু। কেননা هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ 'রাসূলুল্লাহ (ছা:) আমাদেরকে এমনটিই আদেশ করেছেন' উক্তিটি দ্বারা হাদীছের সনদ রাসূলুল্লাহ (ছা:) পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর যে হাদীছের সনদ রাসূলুল্লাহ (ছা:) পর্যন্ত পৌঁছে তাকে মারফু হাদীছ বলে। [৪৫] আর উক্ত হাদীছটি পূর্বালোচিত তিনটি হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বরং হাদীছটি পূর্বালোচিত হাদীছ তিনটির ব্যাখ্যা স্বরূপ।

তিন : হাদিসে কুরাইব (রা:) এর মধ্যে فَلَا نَزَالُ نَصُوْمُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِيْنَ এবং هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ বিশেষ উক্তি দু'টি মহানবী (সা:) এর নয় বরং অত্র উক্তিদ্বয় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা:) এর নিজস্ব উক্তি। তাই কোন সাহাবীর নিজস্ব উক্তি কখনই কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং মহানবী (সা:) এর নির্দেশ ও আমলের বিপরীতে দলীল হতে পারেনা।

পর্যালোচনা : হাদীছে কুরাইব (রা:) এর মধ্যে فَلَا نَزَالُ نَصُوْمُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِيْنَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ অংশটুকু উক্তিগতভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা:) এর হলেও ভাবার্থ রাসূলুল্লাহ (ছা:) এর। কেননা স্ব-স্ব দেশে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার ভিত্তিতে ছিয়াম-ঈদ পালন করতে হবে এ শিক্ষা তিনি রাসূলুল্লাহ (ছা:) এর নিকট থেকেই পেয়েছেন। هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ উক্তি দ্বারা বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় হয়েছে। নিম্নে এমনই বর্ণনা এসেছে-

هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم، فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لايلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد اخر واعلم أن الحجة أنما هى فى المرفوع من رواية إبن عباس لا فى إجتهاده الذى فهم عنه الناس والمشار اليه بقوله : هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم -

---

৪৫. ড. মাহমুদ আত-ত্বাহহান, তাইসীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ্, তাবি), ৯০ পৃ:

'রাসূলুল্লাহ (ছা:) আমাদেরকে এমনটিই আদেশ করেছেন' উক্তিটি দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয়েছে যে, কোন দেশবাসী নতুন চাঁদ দেখলে সে দেখা অন্যদেশের লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। এ বিষয়টি তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা:)) রাসূলুল্লাহ (ছা:) থেকেই জেনেছেন। আরোও জেনে রাখুন, এ বিষয়টি আরোও দলীল সাব্যস্ত করেছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের বর্ণনাটি হাদীছে মারফূ। এটি তাঁর নিজস্ব ইজতেহাদ নয়, যেমনটি সাধারণ মানুষ বুঝেছে। রাসূলুল্লাহ (ছা:) আমাদেরকে এমনই আদেশ করেছেন তাঁর একথায় এমনই ইঙ্গিত বহন করে।'[৪৬]

চার : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা:) তার উক্তিদ্বয় দ্বারা মূলত ইঙ্গিত করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা:) এর বাণী: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে সাওম রাখ এবং চাঁদ দেখে সাওম ভাঙ্গ' এর দিকে। আর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর এ বাণীর আমল উম্মতগণ কিভাবে করবেন তা মহানবী (সা:) নিজ জীবদ্দশায়ই আমল করে দেখিয়ে গেছেন। তাহলো সকলকে চাঁদ দেখতে হবে না বরং কিছু সংখ্যকের দেখাই অন্যদের দেখার স্থলাভিষিক্ত হবে। অতএব ইবনু আব্বাস (রা:) এর উক্ত উক্তিদ্বয় দ্বারা নিজ নিজ এলাকায় চাঁদ দেখে আমল করতে হবে এ ব্যাখ্যা ঠিক নয়।

পর্যালোচনা : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা:) তার উক্তিদ্বয় দ্বারা মূলত ইঙ্গিত করেছেন রাসূলুল্লাহ (ছা:) এর বাণী- صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ 'তোমরা নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ এবং নতুন চাঁদ দেখেই ছিয়াম ভঙ্গ কর' এর দিকে। আর রাসূলুল্লাহ (ছা:) এর এ বাণীর আমল উম্মতগণ কিভাবে করবে তা তিনি নিজ জীবদ্দশায়ই আমল করে দেখিয়ে গেছেন। আর তা হলো সকলকে নতুন চাঁদ দেখতে হবে না বরং কোন দেশ বা অঞ্চলের দুই-একজন মুসলিম রামাযান বা শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখে সাক্ষ্য দিলে সে দেশ বা অঞ্চলের সকলের জন্যই যথেষ্ঠ হবে। অতএব হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা:) এর উক্ত উক্তিদ্বয় দ্বারা নিজ নিজ এলাকায় নতুন চাঁদ উদিতের ভিত্তিতে ছিয়াম-ঈদ পালন করতে হবে এ ব্যাখ্যাই সঠিক ও বাস্তব সম্মত এবং এভাবেই আমল করে চলছেন রাসূলুল্লাহ (ছা:) থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় সকল মুসলিম।

---

৪৬. হাফিয আব্দুর রাহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামিউত তিরমিযী, (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২১ হি./২০০১ ই) ৩/১০৯, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আশ-শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (বৈরুত : দারুল ফিকর), ৩/২৬৮, শিব্বির আহমেদ উসমানী, ফাতহুল মুলহিম বিশারহি ছহীহ মুসলিম (দেওবন্দ : আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া), ৩/১১৩, অধ্যাপক ড. ওহ্হাব আয-যাহীলী, আল ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতাহু (দারুল ফিকর আল মু'য়াছির), ৩/১৬৬১

পাঁচ : ছহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় কুরাইব (রা:) এর চাঁদ দেখার স্বীকৃতি মূলক শব্দ نَعَمْ رَأَيْتُهُ "হ্যাঁ আমি চাঁদ দেখেছি" কথাটির উল্লেখ থাকলেও তিরমিযী সহ অন্যান্য বর্ণনায় কুরাবই (রা:) নিজে চাঁদ দেখেছেন এরকম শব্দ উল্লেখ নেই। ফলে অত্র হাদিসটি مضطرب বা মূল ভাষ্য কম-বেশী হওয়ায় স্পষ্ট মারফূ হাদিসের বিপরীতে কখনই দলীল হতে পারেনা।

পর্যালোচনা : কুরাইব (রা:) কর্তৃক বর্ণিত অত্র হাদীছটি مضطرب এ কথাটি সঠিক নয়। ছহীহ্ মুসলিমের বর্ণনায় نعم رأيته অংশটুকু রয়েছে, কিন্তু অন্যান্য বর্ণনায় এ অংশটুকু নেই বলেই হাদীছটি مضطرب নয়। কেননা مضطرب হল একই বিষয়ে বর্ণিত দু'টি হাদীছের কিছু অংশ পরস্পর বিরোধী হওয়া। ড. মাহমুদ আত-ত্বাহহান تيسير مصطلاح الحديث গ্রন্থে مضطرب হাদীছের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

هو الحديث الذى يروى على أشكال متعارضة متدافعه، بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا، وتكون جميع تلك الروايات متساوية فى القوة من جميع الوجوه، بحيث لا يمكن ترجيح أحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح -

'হাদীছে মুযতারিব ঐ হাদীছকে বলা হয়, যা পরস্পর বিপরীত বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়, যার ফলে এসব বর্ণনার মাঝে কখনো সমতা বিধান করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এ সকল বর্ণনা সব দিক থেকে সমপর্যায়ের। এর ফলে এসব বর্ণনার কোন একটিকে প্রাধান্যের কারণের ভিত্তিতে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়া যায় না।' [৪৭]

মুযতারিব হাদীছের উদাহরণ :

عَنْ فَاطِمَةِ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّكَوةِ فَقَالَ اِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَوةْ -

'হযরত ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছা:) কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম অথবা তিনি জিজ্ঞাসিত হলেন যাকাত সম্পর্কে। তিনি বললেন, ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও আরো হক আছে'। [৪৮] কিন্তু একই হাদীছে ইবনু মাজাহতে এসেছে-

لَيْسَ فِى الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَوةْ -

'ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়া আর অন্য কোন হক নেই।' [৪৯]

উক্ত হাদীছ দু'টোর মূল বক্তব্য একটি আরেকটির বিপরীত বিধায় مضطرب।[৫০]

---

৪৭. তাইসীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ, ৭৮-৭৯ পৃ:

৪৮. জামে' তিরমিযী ১/১৪৩

৪৯. সুনানে ইবনে মাজাহ, ১২৮ পৃ:

৫০. তাইসীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ, ৮০ পৃ:

কিন্তু কুরাইব (রা:) বর্ণিত হাদীছে কোন কোন গ্রন্থে نعم رأيته অংশটুকু উল্লেখ না থাকায় হাদীছগুলোর অর্থ পরস্পর বিপরীত হয়নি বিধায় হাদীছটি مضطرب নয়। আর نعم رأيته এতটুকু কম-বেশী হওয়ার কারণে যদি কোন হাদীছ مضطرب হয় তা হলে শতশত ছহীহ হাদীছ এরূপ مضطرب হয়ে প্রত্যাখাত হবে। যেমন-(১)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ محمدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكوةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ - رواه البخارى -

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা:) বলেছেন, আমি এ মর্মে লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (ছা:) আল্লাহর রাসূল। আর যতক্ষণ না তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। যখন তারা এরূপ করবে, কেবল তখনই তারা আমার পক্ষ থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু ইসলামের বিধানানুযায়ী যদি কেউ দন্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে তাহলে সেটা অবশ্যই তাকে ভোগ করতে হবে। আর তাদের হিসাব নিকাশের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যাস্ত'।[৫১]

ছহীহ মুসলিমে একই হাদীছ একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامْ অংশটুকু নেই। [৫২]

(২) অনুরূপ আরোও এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْأخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رُطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبِسَا -

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (ছা:) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন, এ কবরবাসীদ্বয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে বড় ধরণের অপরাধের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাবের সময় পর্দা করত না আর অপরজন

৫১. মুত্তাফাক্ব আলাইহি, ছহীহ বুখারী, ১/৮, হা-২৫, মিশকাত, হা-১০
৫২. ছহীহ মুসলিম - ১/৩৭

পরোক্ষ নিন্দা করে বেড়াত। অত:পর রাসূল (ছা:) একটি তাজা খেজুরের ডাল নিয়ে দু'ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছা:)! আপনি এরূপ করলেন কেন? রাসূল (ছা:) বললেন, যে পর্যন্ত ডাল দু'টি না শুকাবে, সে পর্যন্ত তাদের শাস্তি হয়ত কিছুটা হালকা করা হবে'। [৫৩]

অত্র হাদীছটি ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় مر النبى এর স্থলে مر رسول , بقبرين এর স্থলে على قبرين , ثم أخذ جريدة رطبة এর স্থলে فدعا بعيسب رطب এসেছে। বুখারীর বর্ণনায় قالوا لم فعلت هذا এ অংশটুকু থাকলেও মুসলিমের বর্ণনায় নেই। [৫৪] তবে উভয় হাদীছের মূলভাষ্য একই।

অনুরূপভাবে আরোও এসেছে-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا -

'হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা:) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর পান করে, সে যেন তা সাতবার ধৌত করে'। [৫৫]

একই বিষয়ে একই রাবীর বর্ণনায় ছহীহ মুসলিমে طهر إناء أحدكم 'তোমাদের পাত্র পবিত্রতার উপায়' এবং أولا هن بالتراب 'যার প্রথমবার হবে মাটি দ্বারা।' অংশটুকু অতিরিক্ত এসেছে, যা ছহীহ বুখারীতে নেই। তবে উভয় হাদীছের মূলভাষ্য একই।

উপরোক্ত উদাহরণে বর্ণিত হাদীছ তিনটি 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' তথা ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের যৌথ বর্ণনা। গ্রন্থ দু'টো 'ছহীহাইন' তথা 'বিশুদ্ধ হাদীছ শাস্ত্র' হিসেবে গণ্য। আর ছহীহ বুখারী পবিত্র কুরআনুল কারীমের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীছ শাস্ত্র হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত। [৫৬]

---

৫৩. ছহীহ বুখারী- ১/৩৫

৫৪. ছহীহ মুসলিম - ১/১৪১ পৃ:

৫৫. ছহীহ বুখারী - ১/২৯, হা-১৭২

৫৬. সাইয়্যেদ সিদ্দিক হাসান কানুহী, আল হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ ইং) ১৬৮ পৃ:
মুক্বাদ্দামাতু তুহ্ফাতুল আহওয়াযী, ৮৯ পৃ:
হাজী খলিফা কাতিব সালফী, কাশফুয যুনুন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন (বৈরুত : দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী) ১/৫৪১

হাদীছ তিনটিতে আমরা লক্ষ্য করলাম, একই বিষয়ে একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের মতনে কিছু শব্দ কমবেশী রয়েছে। তাই বলে হাদীছগুলো مضطرب নয়। কেননা হাদীছের শব্দ কমবেশী হলেও মূলভাষ্য একই। আর হাদীছগুলো যদি مضطرب হত তাহলে কিছুতেই সেগুলো ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে স্থান পেতনা। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, একই বিষয়ে একই রাবী কর্তৃক বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হাদীছের মতনে কিছুটা কমবেশী হলেই সেটা مضطرب নয়। যদি সেটা পরস্পর বিরোধী না হয়। অতএব কুরাইব (রা:) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে কোন কোন বর্ণনায় نعم رايته না থাকায় হাদীছের মূলভাষ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি বিধায় হাদীছটি مضطرب নয়।

ছয় : আল্লামা শাওকানী (রা:) তাঁর লিখিত 'নাইলুল আওত্বার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কুরাইব (রা:) এর সংবাদ এবং শামবাসীর চাঁদ দেখাকে গ্রহণ না করা এটা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা:) এর নিজস্ব ইজতিহাদ। যা সার্বজনীন আইন হিসেবে প্রযোজ্য নয়।

পর্যালোচনা : এটি আল্লামা শাওকানী (রা:) এর অনেকগুলো অভিমতের মধ্যে একটি মাত্র। আর কেউ কোন ছহীহ মারফু হাদীছকে ইজতেহাদ বলে মন্তব্য করলেই কি সেটা ইজতেহাদ হয়ে যায়? যে হাদীছকে অন্যান্য মনীষীগণ মারফু হাদীছ বলেছেন। এমনকি আল্লামা শাওকানী (র:) স্বয়ং কুরাইব বর্ণিত হাদীছটিকে মারফু হাদীছ বলে মন্তব্য করেছেন।

قال الشوكانى فى النيل بعد نقل الأقوال : واعلم أن الحجة أنما هى فى المرفوع من رواية ابن عباس لا فى إجتهاده الذى فهم عنه الناس والمشار اليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم -

আল্লামা শাওকানী (র:) 'নায়লুল আওত্বার' গ্রন্থে অনেকগুলো অভিমত প্রদানের পর বলেছেন, জেনে রাখুন! দলীলযোগ্য অভিমত হল- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) এর বর্ণনাটি মারফু হাদীছের অন্তর্ভুক্ত। এটি তাঁর নিজস্ব ইজতেহাদ নয়, যেমনটি সাধারণ মানুষ বুঝেছে। তাঁর (ইবনে আব্বাসের) উক্তি 'রাসূলুল্লাহ (ছা:) আমাদেরকে এরূপই আদেশ করেছেন' এমনই ইঙ্গিত বহন করে। [৫৭]

---

৫৭. আবু তাইয়্যেব মুহাম্মদ শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বুদ শারহে সুনানে আবী দাউদ, (কায়রো: আল মাকতাবাতুত তাওফীক্বিয়া, তাবি ৬/৩৩৫ পৃ:, নায়লুল আওত্বার, ৩/২৬৮, ফাতহুল মুলহিম, ৩/১১৩

Contents

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচিত হাদীছটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) এর ইজতেহাদ নয়, বরং এটি মারফু হাদীছ। তারপরেও যদি তর্কের খাতিরে হাদীছটিকে ইবনু আব্বাস (রা:) এর ইজতেহাদ হিসেবে ধরেও নেয়া হয় তাহলে মাননীয় লেখকের প্রতি আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা যে, এমন একটি জটিল বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বস (রা:) এর ইজতেহাদ গ্রহণযোগ্য হবে না তো আপনার-আমার মত ছলিমুদ্দীন ও কলিমুদ্দীনের ইজতেহাদ গ্রহণযোগ্য হবে? যে জলিলুল ক্বদর ছাহাবীকে জন্মের পরেই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছা:) দো'য়া করেছিলেন- اللهم فقه فى الدين وعلمه التاويل 'হে আল্লাহ তুমি তাকে দ্বীনের ব্যাপারে সুক্ষ্ম জ্ঞান দান কর এবং তাকে কুরআন-হাদীছের মর্মার্থ উন্মোচনে গভীর জ্ঞান শিক্ষা দাও'। [৫৮] যার ফলশ্রুতিতে তিনি হয়েছিলেন رأيس المفسرين তথা 'মুফাসসিরকুল শিরোমণি' [৫৯] তাঁর উপাধী ছিল যথাক্রমে الحبر মহাজ্ঞানী, والبحر জ্ঞানের সাগর, [৬০] إمام المفسرين মুফাসসিরদের নেতা, ترجمان القران (কুরআনের ভাষ্যকার)। [৬১]

সুতরাং হাদীছটিকে যদি ইবনু আব্বাসের (রা:) ইজতিহাদ ধরে নেয়া হয় (যদিও হাদীছটি ইজতেহাদ নয়) তবুও সেটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা ইবনু আব্বাসের (রা:) মত মুজতাহিদের ইজতেহাদ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম।

সাত : আল্লামা ইবনু হুমাম (র:) 'ফতহুল কাদীরে' এবং আল্লামা ইবনু নুয়াইম (র:) 'বাহরুর রায়েক' এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, পরিষ্কার আকাশে পবিত্র রমযানের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য শরয়ী পদ্ধতি হচ্ছে ৪টি। ১. দু'জন আকেল, বালেগ ও স্বাধীন মুসলিম সাক্ষ্য দিবে, ২. উক্ত গুণে গুণান্বিত দু'জন, অনুরূপ দু'জনের চাঁদ দেখার প্রতি সাক্ষ্য দিবে। ৩. অনুরূপ গুণে গুণান্বিত দু'ব্যক্তি চাঁদ দেখায় কাজীর ফয়সালার প্রতি সাক্ষ্য দিবে। ৪. চাঁদ দেখার খবর মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রচার পেয়ে দৃঢ়তার পর্যায়ে এমনভাবে পৌঁছে যাবে যাকে মিথ্যা বলে ধারণা করা যায়না।

---

৫৮. ছহীহ বুখারী, ১/৫৩১, ছহীহ মুসলিম, ২/২৮৯,জামে' তিরমিযী, ২/২২২
হাফিয আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দিল্লাহ আল-হাকিম নিসাপুরী, আল মুস্তাদরাক 'আলাছ ছাহীহাইন, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১১/১৯৯০) ৩/৬২৭

৫৯. The new Encyclopeadia of Islam (London : Luzac and co. New Edd : 1960) p-40

৬০. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব (দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ১৪০৮/১৯৮৮) ৩০৯ পৃ:

৬১. নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা (জেদ্দাহ : দারুল আন্দালুস, ১৪১১/১৯৯১) ১/২৭৭

কিন্তু শামবাসীর চাঁদ দেখার সংবাদ কুরাইব (রা:) কর্তৃক অত্র চার পদ্ধতির কোন পদ্ধতিতেই ইবনু আব্বাস (রা:) এর নিকট উপস্থাপিত হয়নি। তাই শরয়ী বিচারে তিনি উক্ত সংবাদ গ্রহণ করেননি।

আট : আল্লামা ইবনু কুদামাহ (র:) তার 'মুগনী' কিতাবে এবং শাইখুল হিন্দ হোসাইন আহমদ মাদানী 'মা'আরিফুল মাদানিয়া'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, যদিও ইবনু আব্বাস (রা:) এর সাথে কুরাইব (রা:) এর আলোচনা হয়েছিল রামাদানের চাঁদ দেখা নিয়ে কিন্তু এর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়েছিল অত্যাসন্ন ঈদুল ফিতরের উপর। কারণ উক্ত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরাইব (রা:) রামাদানের শেষের দিকে শাম থেকে মাদিনায় এসেছিলেন। আর শরীয়তের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমপক্ষে দু'জনের সাক্ষী ছাড়া সাওম ছেড়ে ঈদ করা যায়না। তাই ইবনু আব্বাস (রা:) একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ না করে বলেছিলেন فَلَا نَزَالُ نَصُوْمُ حَتَّى نُكْمِلُ ثَلَاثِيْنَ অর্থাৎ আমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অথবা শাওয়ালের চাঁদ দেখা পর্যন্ত সাওম রাখবো। (দেখুন: তানযীমুল আশতাত, খন্ড-২, পৃ:-৪১, মিফতাহুন্নাজ্জাহ, খন্ড-১, পৃ:-৪৩২, মায়ারিফুল মাদানিয়া, খন্ড-৩, পৃ:-৩২-৩৫)

পর্যালোচনা : হযরত কুরাইব (রা:) কর্তৃক বর্ণিত অত্র হাদীছটি মাননীয় লেখকের মতের প্রতিকূলে হওয়ায় এ ছহীহ হাদীছিটিকে প্রত্যাখানের উদ্দেশ্যে অত্র সাত ও আট নং পয়েন্টে পরিষ্কার আকাশে পবিত্র রামাযানের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য শরয়ী পদ্ধতিগুলো অনেক মেধা-শ্রম ব্যয় করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীছের মর্মার্থে বুঝা যায় সিরিয়ার চাঁদ দেখার সংবাদ প্রত্যাখানের কারণ এটি নয়।

বিষয়টি ইমাম নবুবী (র:) স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন-

قال النبوى هذا حديث ظاهر الدلالة على إنهم إذا رأو الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم - وقال بعض أصحابنا : تعم الرؤية فى موضع جميع أهل الارض ، فعلى هذا تقول : إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد ، لكن ظاهر حديثه انه لم يرده لهذا وانما رده لان الرؤية لم يثبت حكمها فى حق البعيد -

'ইমাম নবুবী (র:) বলেন, এ হাদীছ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য প্রযোজ্য নয় অধিক দূরত্বের কারণে। ইমাম নবুবী (র:) আরো বলেন, আমাদের কতিপয় সাথী এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত হতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলেই তা সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) কুরাইবের সংবাদ অনুযায়ী ছিয়াম পালন করেননি,

তার কারণ একজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে। কিন্তু হাদীছের স্পষ্ট মর্মার্থ এমনটি নয়। বরং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) সিরিয়ায় চাঁদ দেখা অনুযায়ী ছিয়াম পালনের বিষয়টি প্রত্যাখান করেছেন এ জন্য যে, অধিক দূরত্বের কারণে অন্য দেশের চাঁদ দেখার হুকুম প্রযোজ্য হয় না'। [৬২]

নয় : ইবনে আব্বাস (রা:) এর আমলকে দলীল গ্রহণ করে, যে সকল পূর্ববর্তী আলেমগণ এলাকা ভিত্তিক আমলের স্বপক্ষে মতামত দিয়েছেন তারা প্রায় সকলেই একথা বলেছেন যে, নিকটবর্তী দেশ বা অঞ্চলে চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে না। এক স্থানের দেখা দ্বারাই সকল স্থানে আমল করতে হবে। আর যদি চাঁদ দেখার দেশটি চাঁদ না দেখার দেশ থেকে অনেক দূরে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে যার যার দেখা অনুযায়ী আমল করতে হবে। একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে সকলের নিকটই একথা সূর্যালোকের মত পরিষ্কার যে, এক দেশের চাঁদ দেখার সংবাদ অন্য দেশ থেকে গ্রহণ করা না করার দিক থেকে ঐ সকল সম্মানিত ওলামায়ে কিরাম পৃথিবীকে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী এ দু'ভাগে ভাগ করার কারণ হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা। তাদের যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে তাদের এ মতামত ঐ যুগের জন্য যুক্তিযুক্ত এবং যথার্থ ছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী সম্মানিত ওলামায়ে কিরামের ঐ মতামত বর্তমানে দু'টি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

এক: যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে বর্তমান পৃথিবীর বিপরীত মেরুতে দেশ দু'টিও তাদের যুগের পাশপাশি অবস্থিত দু'টি জেলা শহরের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং আজকের যোগাযোগ ব্যবস্থায় দূরবর্তী দেশ বলতে আর কোন কথা নেই।

দুই: তারা যে ওজর বা বাধ্যবাধকতার কারণে এ মতামত দিয়েছেন আজকের বিশ্ব ব্যবস্থায় সে ওজর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

পর্যালোচনা : মাননীয় লেখকের ব্যাখ্যা 'ইবনু আব্বাস (রা:)-এর আমল দলীল গ্রহণ করে যে সকল পূর্ববর্তী আলেমগণ এলাকা ভিত্তিক আমলের স্বপক্ষে মতামত দিয়েছেন, তারা প্রায় সকলেই একথা বলেছেন যে, নিকবর্তী দেশ বা অঞ্চলে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে না। একস্থানে চাঁদ দেখা দ্বারাই সকল স্থানে আমল করতে হবে। আর যদি চাঁদ দেখার দেশটি চাঁদ না দেখায় থেকে অনেক দূরে হয়

৬২. শায়খুল হাদীছ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মিরআতুল মাফাতীহ। ইমাম মহীউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারফ আন-নবুবী, ছহীহ মুসলিম বিশারহি নবুবী, (কায়রো : আল মাকতাবুছ ছাকাফী, তাবি) ৭/১৯৬, তুহ্ফাতুল আহওয়াযী, ৩/১০৮

তাহলে সে ক্ষেত্রে যার যার দেখা অনুযায়ী আমল করতে হবে'। মাননীয় লেখকের উপরোক্ত ব্যাখ্যা সঠিক এবং এর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে যদিও মাননীয় লেখক তা উল্লেখ করেননি। যেমন- ইমাম নবুবী (র:) বলেন-

إن الرؤية لاتعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لاتقصر فيها الصلاة و قيل : إن إتفق المطلع لزمهم، وإن إتفق الاقليم وإلا فلا

'কোন অঞ্চলে চাঁদ দেখাটা সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে দেখা হিসেবে গণ্য হবে না বরং এটি নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট হবে, যেস্থান পর্যন্ত সফর করলে ছালাত ক্বছর করতে হয় না। আরও বলা হয়, যদি চাঁদের উদয়স্থল ও ইক্বলীম (পৃথিবীর ভূভাগের সাত ভাগের এক ভাগ) অভিন্ন হয়, তাহলে একদেশের চাঁদ দেখা অন্যদের জন্য প্রযোজ্য হবে, আর উদয়স্থল ও ইক্বলীম ভিন্ন হলে প্রযোজ্য হবে না'।[৬৩]

আল্লামা ইবনু আব্দিল বার্র বলেন-

أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس -

'এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে, খুরাসান ও স্পেনের মধ্যকার যে বিশাল দূরত্ব এমন দূরত্বের দেশসমূহে একদেশে চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে না'।[৬৪]

আল্লামা ইবনু কুদামা তার 'আল-মুগনী' গ্রন্থে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন যে-

إن كان بين البلدين مسافة قرية، لاتختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة، لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال فى أحدهما، وان كان بينهما بعد، كالعراق والحجاز والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم -

'কাছাকাছি দেশের মধ্যে চন্দ্র উদয়ের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে না। যেমন বাগদাদ ও বছরা। এমন দূরত্বের শহরসমূহে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। কিন্তু দু'শহরের মধ্যকার দূরত্ব যদি অনেক হয়, যেমন ইরাক, হিজায, শাম। তাহলে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীকে স্ব-স্ব ভাবে চাঁদ দেখতে হবে'।[৬৫]

যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে নিকটবর্তী দেশ বা অঞ্চল ও দূরবর্তী দেশ বা অঞ্চলের মাঝে বিধানগত পার্থক্য হয়েছে বলে মাননীয় লেখক যে দাবী করেছেন তা

---

৬৩. শরহে নবুবী, ৭/১৯৬, নায়লুল আওত্বার ৪/২৬৭, তামামুল মিন্নাহ ৩৯৮ পৃ.।

৬৪. তুহ্ফাতুল আহওয়াযী, ৩/১০৮, আওনুল মা'বুদ ৬/৩৩৫, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী, মা'আরিফুস্ সুনান, (করাচী, সাইদ কম্পানী, ১৪০৭ হি:) ৫/৩৪০, নায়লুল আওত্বার, ৩/২৬৯

৬৫. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, রিয়ায : দারু আলামুল কুতুব, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৭ হি:/১৯৯৭ ইং) ৪/৩২৮

আদৌ সঠিক নয়। কেননা নিকটবর্তী দেশ বা অঞ্চল ও দূরবর্তী দেশ বা অঞ্চলের মাঝে চাঁদ দেখার বিধানের বিষয়ে যে ব্যবধান হয়েছে তা চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতার কারণে। যেমন বাংলাদেশে চট্টগ্রামে আকাশ মেঘমুক্ত থাকায় সেখানে চাঁদ দেখা গেল কিন্তু রাজশাহীতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সেখানে চাঁদ দেখা গেল না। এ ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের চাঁদ উদিতের নিশ্চিত সংবাদের ভিত্তিতে রাজশাহীসহ সারা দেশবাসী ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করতে পারবে। কেননা সারা দেশ যখন মেঘমুক্ত থাকে তখন একই দিনে চট্টগ্রাম-রাজশাহীসহ সারা দেশে চাঁদ দেখা যায় এটাই বাস্তব ও সত্য। কিন্তু বাংলাদেশে ও সৌদী আরবের মত বিশাল দূরত্বের দেশে উভয় দেশের আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর জন্ম থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোন দিনই সৌদী আরব ও বাংলাদেশে একই দিনে চাঁদ উদিত হয়নি এবং কোনদিন হবেও না, এটা বাস্তব ও চিরন্তন সত্য। সুতরাং সৌদী আরবের মত দূরবর্তী দেশ সমূহে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে বাংলাদেশে ছিয়াম-ঈদ পালন করা যাবে না, উদয় স্থলের এ বিশাল ব্যবধানের কারণে।

দশ : এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় :

প্রথম বিষয় হচ্ছে: ইবনে আব্বাস (রা:) কুরাইবকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নিজে চাঁদ দেখেছ? যদি শাম দেশের চাঁদ দেখা মদীনাবাসীদের জন্য গ্রহণযোগ্য না হতো তাহলে ইবনে আব্বাস (রা:) এই প্রশ্ন কেন করলেন? দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে: কুরাইব বলেন, মু'আবিয়ার চাঁদ দেখা ও সিয়াম পালন করা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? এতে বুঝা যায়, এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য গ্রহণযোগ্য, এটা সকলেরই জানা ছিল। আর সেকারণেই কুরাইব উপরোক্ত কথাগুলো বললেন।

তৃতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে: ইবনে আব্বাস (রা:) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদেরকে এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশটি কি? কোথায় আছে? তা কিন্তু তিনি বলেন নাই। হতে পারে তিনিও উপরে বর্ণিত প্রথম হাদীস صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ 'তোমরা চাঁদ দেখে সাওম রাখ এবং চাঁদ দেখে সাওম ছাড় (ঈদ করো)'। এই হাদীসের উপর ইজতিহাদ করে উক্ত ফতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে আব্বাসের এই ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এর বিপরীতে রাসূল (সা:) এর নিজের আমলের অনেক সহীহ ও সরীহ হাদীস রয়েছে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণেই মুসলিম মিল্লাতের অনেক বড় বড় ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ ইবনে আব্বাস (রা:) এর ইজতিহাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

পর্যালোচনা : ১. মাননীয় লেখক যুক্তি প্রদর্শন করে প্রশ্ন রেখেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা:) কুরাইবকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নিজে চাঁদ দেখেছ? যদি শাম দেশের চাঁদ দেখা মদীনাবাসীদের জন্য গ্রহণযোগ্য না হতো তাহলে ইবনে আব্বাস (রা:) এই প্রশ্ন করলেন কেন?

বাহ! চমৎকার যুক্তি, এরূপ অবান্তর যুক্তি তো আরোও আছে। তার জবাব কি হবে? যেমন- আট নং পয়েন্টে লিখেছেন, 'যদিও ইবনু আব্বাস (রা:) এর সাথে কুরাইব (রা:) এর আলোচনা হয়েছিল রামাযানের চাঁদ দেখা নিয়ে কিন্তু এর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়ছিল অত্যাসন্ন ঈদুল ফিতরের উপর। কারণ উক্ত হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরাইব (রা:) রামাযানের শেষের দিকে শাম থেকে মদীনায় এসেছিলেন। আর শরীয়তের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমপক্ষে দু'জনের সাক্ষী ছাড়া ছাওম ছেড়ে ঈদ করা যায় না।' তা হলে আমাদের জিজ্ঞাসা হল- যেহেতু দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতীত ঈদের চাঁদ দেখার বিধান প্রযোজ্য হবে না, তা হলে ইবনে আব্বাস (রা:) কেন কুরাইব (রা:) কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কি নিজে চাঁদ দেখেছ? কুরাইব (রা:) নিজে চাঁদ দেখলেও তো সেটা প্রযোজ্য হবে না। তারপরেও কেন ইবনু আব্বাস (রা:) তাকে এরূপ প্রশ্ন করলেন? এর জবাব আছে কি আপনাদের নিকট? নিশ্চয়ই নেই। মূলতঃ ইবনু আব্বাস (রা:)-এর উদ্দেশ্য তো এই নয় যে, চাঁদ উদিতের সাক্ষ্যদাতা কয়জন সেটা জানা। কেননা তিনি সিরিয়ার চাঁদ দেখা প্রত্যাখান করেছেন অধিক দূরত্ব ও চাঁদ উদিতের ভিন্ন মাতলার কারণে। [৬৬]

২. এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য কিনা সেটা কুরাইব (রা:) এর সঠিক জানা ছিলনা বলেই তিনি ইবনে আব্বাস (রা:) জিজ্ঞেস করছিলেন মু'আবিয়ার চাঁদ দেখা ও ছিয়াম পালন করা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি?

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) এর উক্তি - هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم এর সরল অর্থ হল, মদীনা ও শামের মত বিশাল দূরত্বের শহরের ক্ষেত্রে একদেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছা:) আমাদেরকে এমনই আদেশ দিয়েছেন। আর গরল অর্থ করলে তো যে যার মতো করে অর্থ করতেই পারে। ইতোপূর্বের আলোচনায় দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি ইবনে আব্বাস (রা:) এর ইজতেহাদ ছিলনা। বরং এটি হল মারফু হাদীছ। [৬৭] সুতরাং বিভিন্ন খোঁড়া যুক্তি দিয়ে এ হাদীছটি প্রত্যাখান করা মানেই রাসূলুল্লাহ (ছা:) কে প্রত্যাখান করা।

---

৬৬. শরহে নববী, ৭/১৯৬, মির'আতুল মাফাতীহ, তুহ্ফাতুল আহওয়াযী, ৩/১০৮

৬৭. তুহ্ফাতুল আহওয়াযী, ৩/১০৮-১০৯, আওনুল মা'বুদ, ৬/৩৩৫, নায়লুল আওত্বার, ৩/৩৬৮, ফাতহুল মুলহিম, ৩/১১৩

এগার : চার মাযহাবের সুবিজ্ঞ ইমামগণের প্রত্যেকেই হাদীস শাস্ত্রে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। অতএব কুরাইব (রা:) এর বর্ণিত হাদীস তাদের জানা ছিলনা এমনটা ভাবা যায়না। তাই তারা জেনে বুঝেই রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আমলমূলক হাদীসের উপর ফাতওয়া দিয়েছেন যা সার্বজনীন আইন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। আর তারা কুরাইব (রা:) এর হাদীসকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে গণ্যকরে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং রসূলুল্লাহ (সা:) এর নিজ আমলের ভিত্তিতে ফাতওয়া দিয়েছেন যে, 'চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং পৃথিবীর যে কোন স্থানে প্রথম চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীতে এক কেন্দ্রিক তারিখ গণনা করতে হবে এবং একই দিনে সকলের উপর আমল করা জরুরী হবে।'

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ইমাম যায়লায়ী (রহ:) ৬ষ্ঠ স্তরের ফকীহ। তাই তিনি মুজতাহিদ ফিদ দ্বীন নন বরং একজন মুকাল্লিদ। অতএব একজন মুকাল্লিদ হিসেবে নিজ ইমামের সিদ্ধান্তের অনুসরণই তার জন্য যুক্তিযুক্ত। তিনি নিজেই قاله اكثر المشائخ বলে স্বীকার করেছেন যে বেশীর ভাগ ফকীহ উক্ত মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার সমসাময়িক সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে চাঁদ উদয়ের সংবাদ দেয়া-নেয়ার সমস্যার সমাধান কল্পেই তিনি নিকটবর্তী দেশ এবং দূরবর্তী দেশ অনুসরণের ফাতওয়া দিয়েছিলেন। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন অসুবিধা না থাকায় সম্মানিত ইমামগণের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক মূল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমলের কোন বিকল্প নেই।

পর্যালোচনা : চার মাযহাবের সুবিজ্ঞ ইমামগণের প্রত্যেকেই বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের ব্যাপারে ফাতাওয়া দিয়েছেন, এটি মাননীয় লেখকের কপোলকল্পিত অভিমত ও সম্মানিত ইমামগণের প্রতি চরম মিথ্যা অপবাদ বৈ অন্য কিছু নয়। চার মাযহাবের ইমামগণ প্রত্যেকেই বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের ব্যাপারে ফাতাওয়া দিয়েছেন এর প্রমাণ কোথায় আছে? এতবড় একটা কথা তিনি লিখলেন কিন্তু কোন দলীল পেশ করেননি কেন? দলীল থাকলে তো পেশ করবেন বরং দলীল রয়েছে তার বিপক্ষে। যেমন- আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী (র:) তার জগত বিখ্যাত ছহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'তে লিখেছেন,

إذا رؤى ببلدة لزم أهل البلاد كلها ، وهو مشهور عند المالكية لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه ، وقال : أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس -

‘যখন কোন অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখা যাবে, তখন সেটা প্রত্যেক দেশবাসীর দেখা হিসেবে গণ্য হবে। **আর এটা মালেকী মাযহাবীদের প্রসিদ্ধ অভিমত।** কিন্তু মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আল্লামা ইবনু আব্দিল বার্র উপরোক্ত অভিমতের বিপরীত ইজমা হয়েছে, এমনটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে যে, খুরাসান ও স্পেনের মত এমন বিশাল দূরত্বের দেশের জন্য একদেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে না’। [৬৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের বিষয়টি মালেকী মাযহাবীদের অভিমত। তাও আবার মালেকী মাযহাবের সকলেই এ অভিমতে বিশ্বাসী নয় এবং মানতেও রাজী নয়। যেমন মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম ইবনু আব্দিল বার্ব এর বিপরীত তথা একদেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে না এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে রাহমানী ছাহেব কুরাইব (রা:) বর্ণিত হাদীছকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন। বাহ! মাননীয় লেখককে দেখছি এদেশের রাজনীতিবিদদের চরিত্রাদর্শ গ্রহণ করে নিয়েছেন। পত্রিকায় প্রকাশ- প্রতিদিন এদেশে ২০ থেকে ২৫ জন লোক খুন হচ্ছে। অথচ আমাদের রাজনীতিবিদগণ ও আইন শৃংখলাবাহিনী বলছে ‘এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র’। মাননীয় লেখকের প্রতি আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা হাদীছও কি তাহলে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়?

মাননীয় লেখক লিখেছেন, **চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।** এটি একটি হাস্যকর উক্তিই বটে। কারণ এটি চিরন্তন সত্য যে ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল থেকে চাঁদ উদিত হয়। ইহা আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি বৈচিত্রের অপার লীলা। আল্লাহ তা‘আলার এ শাশ্বত-চিরন্তন সৃষ্টি বৈচিত্রকে অস্বীকার করার সাধ্য কার? যারা এ সৃষ্টি বৈচিত্রকে মানতে নারাজ তাদের তো এ বলে আন্দোলন করা উচিত যে, সৌদীতে চাঁদ উদিত হয় একদিন, বাংলাদেশে উদিত হয় অন্যদিন এটা মানিনা, মানবো না! সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের তিন ঘন্টা সময় পার্থক্য কেন, শীতকালে দিন হয় ছোট, গ্রীষ্মকালে বড় কেন? মানি না, মানবোনা!! বাংলাদেশে যখন দিন,আমেরিকায় তখন রাত কেন? মানি না, মানবো না!!! এভাবে যদি বিশ্বের সমস্ত মানুষ শ্লোগান দিতে থাকে, তাহলে কি কোন দিন সৌদী আরব এবং

---

৬৮. ইমামুল হাফিয আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী, ফাতহুল বারী বিশারহি ছহীহ আল-বুখারী। (কায়রো, দারুল হাদীছ, ১৪২৪ হি:/ ২০০৪ ইং) ৪/১৪৫, ফাতহুল মুলহিম, ২/১১৩, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/১০৮, আওনুল মা‘বুদ, ৬/৩৩৫ পৃ:

বাংলাদেশে একদিন চাঁদ উদিত হবে? সৌদী আরব ও বাংলাদেশের সময়ের ব্যবধান মিটে যাবে? শীত-গ্রীষ্মের দিনের আকার সমান হবে? বাংলাদেশ ও আমেরিকায় এক সাথে রাতদিন হবে? উত্তর আসবে কখনো না। কেননা আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্রের পরিবর্তন ঘটেনা। অনুরূপ "اختلاف المطالع" "চাঁদ উদয়ের ভিন্নতা" কেউ মানলেও ঠিক, না মানলেও ঠিক। ইহা কারো মানা না মানার তোয়াক্কা করে না। যদিও কিছু কিছু মনীষী আবেগের বশবর্তী হয়ে "اختلاف المطالع" কে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। কিন্তু তাদের চেয়ে বেশী সংখ্যক মনীষী এটাকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত পোষণ করেছেন। আর প্রকৃত কথা হল- ছহীহ হাদীছ যেখানে "اختلاف المطالع" এর স্বপক্ষে এসেছে, সেখানে কারো মত বা অভিমত মূল্যহীন।

মাননীয় লেখক লিখেছেন, **বরং পৃথিবীর যে কোন স্থানে প্রথম চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীতে এক কেন্দ্রিক তারিখ গণনা করতে হবে এবং একই দিনে সকলের উপর আমল করা জরুরী হবে।**

কিন্তু মাননীয় লেখকসহ এ অভিমত পোষণকারী কেউ তো এটা মানেন না। তারা মুখে একথা বললেও তারা আমল করেন সৌদী আরবের চাঁদ উদিতের ভিত্তিতে। কিন্তু সৌদী আরবে চাঁদ উদিতের আগেও যে অন্যদেশে চাঁদ উদিত হয় এটা তো ছহীহ হাদীছ দ্বারাই প্রমাণিত।[৬৯] যার বাস্তব প্রমাণ ‘এ বছর ২০১৩ ইং সনে উত্তর আমেরিকাতে ৮ জুলাই দিবাগত রাতে চাঁদ দেখা গেছে এবং ৯ জুলাই (মঙ্গলবার) প্রথম ছিয়াম পালিত হয়েছে’। তাহলে সৌদী আরবকে কেন আপনারা মানদন্ড হিসেবে গণ্য করছেন? চাঁদ তো পশ্চিমে সর্বপ্রথম উদিত হয় আমেরিকা মহাদেশে। আপনাদের এ দ্বিমুখী নীতিই কি আপনাদের দাবীর অসারতা প্রমাণে যথেষ্ট নয়? [৭০] অনুরূপ ‘গত ২০০৯ সালের রামাযানের ছিয়াম সৌদী আরবের পশ্চিম দিকের দেশ লিবিয়া, চাঁদ, বসনিয়া প্রভৃতি দেশে শুরু হয়েছে ২১শে আগস্ট তারিখে। সৌদী আরবে হয়েছে ২২শে আগস্ট এবং পূর্ব দিকের দেশ পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশে হয়েছে ২৩শে আগস্ট তারিখে। একইভাবে ঈদও হয়েছে যথাক্রমে ১৯, ২০ ও ২১ শে সেপ্টেম্বর’।[৭১]

ইমাম যায়লায়ী (র:) মাননীয় লেখকের অভিমতের বিপক্ষে ফাতাওয়া দেয়াতে তাঁর প্রতি তার খুবই ক্ষোভ। তিনি লিখেছেন, **‘একজন মুকাল্লিদ হিসেবে নিজ ইমামের**

---

৬৯. ছহীহ মুসলিম, ১/৩৪৮ হা. ২৫৮০, জামে‘ তিরমিযী, ১/১৪৮, হা-৬৯৩, আবু দাউদ, হা-২৩২৯, নাসাঈ, হা-২১১০, মুসনাদে আহমাদ, ১/২০৬ পৃ:

৭০. মাসিক আত-তাহরীক, আগস্ট/২০১৩ ইং ৩৩ পৃ: সূত্র : ইন্টারনেট।

৭১. প্রাগুক্ত, সেপ্টেম্বর/২০১৩ ইং, ৭ পৃ:

সিদ্ধান্তের অনুসরণই তার জন্য যুক্তিযুক্ত’। ভাবখানা এই, মুক্বাল্লিদ হওয়াটা খুবই গৌরবের বিষয়। আদৌও কোন প্রকৃত মুসলিম কি মুক্বাল্লিদ হতে পারে? মুক্বাল্লিদ শব্দটি তাক্বলীদ শব্দের اسم فاعل আর তাক্বলীদ শব্দটি ‘ক্বালাদাহ’ শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। আভিধানিক অর্থ গলাবন্ধ, রশি ইত্যাদি। যেমন বলা হয়, ‘ক্বাল্লাদাহ বাঈরা’ সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে। [৭২] পারিভাষিক অর্থ- মোল্লা আলী ক্বারী (হানাফী) (র:) বলেন,

التقليد هو قبول الغير بلا دليل فكأنه لقبوله جعله قلادة فى عنقه -

তাক্বলীদ হল- ‘বিনা দলীলে অন্যের কথা মেনে নেয়া, আর তার মেনে নেয়াটা এমন, যেন সে নিজ স্কন্ধে সে রশি বেঁধে নিয়েছে’।

ইমাম শাওকানী (র:) বলেন, التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ‘বিনা দলীলে অন্যের কথায় আমল করাকে তাক্বলীদ বলে’। [৭৩]

পক্ষান্তরে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন দলীল ভিত্তিক ফাতাওয়া গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী-

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ- بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ -

‘যদি তোমরা কোন বিষয়ে না জান, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, প্রামাণ্য দলীলের ভিত্তিতে’। [৭৪]

বিনা দলীলে কোন ইমাম-মুজতাহিদের কথা তো দূরের কথা, এক ছাহাবী অন্য ছাহাবীর কথা মানতেন না দলীল প্রমাণ ছাড়া। যেমন-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَتَانَا اَبُوْ مُوْسى قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَىَّ أَنْ أتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ إِنِّى أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّ عَلَىَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا إِسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلى عُمَرَ فَشَهِدْتُّ - متفق عليه

---

৭২. আল মু‘জামুল ওয়াসীত্ব ৭৫৪ পৃ: আল-মুনজিদ, ৬৪৯ পৃ:

৭৩. ইমাম শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা, ১৩৪০ হি:) ১৪ পৃ:, আব্দুল আলী, ফাওয়াতেহুর রাহমূত শারহে মুসাল্লামুছ ছুবূত (নওলকিশোর, লাক্ষ্ণৌ : ১২৯৫/হি: ১৮৭৮) ৬২৪ পৃ:

৭৪. সূরা নহল ৪৩-৪৪

‘হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আবু মুসা আশআরী (রা:) আমার কাছে এসে বললেন, আমীরুল মু’মিনীন হযরত উমর (রা:) আমাকে তাঁর কাছে যেতে নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তখন আমি তার ঘরের দুয়ারের কাছে যেয়ে তিনবার সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব না দেওয়ায় আমি ফিরে এলাম। এরপর (যখন তার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটল, তখন) তিনি বললেন, কোন বিষয় তোমাকে আমার কাছে আসা থেকে নিবৃত্ত করেছিল? তখন আমি বললাম, আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম এবং আপনার ঘরের দরজায় তিনবার সালাম দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমার সালামের জবাব দেননি। তাই ফিরে এসেছি। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন (কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে) তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে, এরপর তাকে অনুমতি না দেয়া হয়, তখন যেন সে ফিরে আসে। জবাবে হযরত উমর (রা:) বললেন, (উক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিসৃত বাণী হওয়ার ব্যাপারে) প্রমাণ (সাক্ষী) পেশ কর। (তুমি কি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত? বর্ণনাকারী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, সুতরাং আমি উঠে হযরত আবু মুসা আশআরী (রা:) এর সাথে আমীরুল মু’মিনীন হযরত উমর (রা:) এর কাছে গেলাম এবং এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলাম’। [৭৫]

কোন ইমাম বা মুজতাহিদের কথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রতিকূলে হলেও সেটা মানতে হবে, এটা কোন মুমিনের কর্ম নয় বরং ইহুদী নাসারাদের কর্ম। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী- إِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ‘তারা তাদের ধর্মনেতা ও সন্ন্যাসীদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে’।[৭৬]

ইমাম শাফেঈ (র:) বলেছেন-

أذا رأيتم كلامى يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامى الحائط

‘যখন আমার কোন কথা হাদীছের বিপরীত দেখবে তখন হাদীছ অনুযায়ী আমল করবে এবং আমার কথাকে দেয়ালে ছুঁড়ে মারবে’।[৭৭]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র:) বলেন,

لا تقلدنى ولا تقلدن مالكا و لا الأوزاعى ولا النخعى ولا غيرهم خذ الاحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة -

---

৭৫. বুখারী, মুসলিম,মিশকাত হা. ৪৪৬১

৭৬. সূরা তাওবা-৩১, বিস্তারিত দেখুন, তাফসীরুল কাবীর, ৫/৭, ফাতহুল কাদীর, ২/৩৫৩

৭৭. ইমাম আব্দুল ওয়াহ্হাব শা‘রানী, কিতাবুল মীযান (দিল্লী : আকমানুল মাতাবে প্রেস, ১২৮৬/১৮৭০) ১/৬৩

‘তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না এবং ইমাম মালেক, আওযাঈ, ইবরাহীম নাখয়ী প্রমূখ কারোরও তাক্বলীদ করো না এবং অন্য কারোরও না। বরং শরীয়তের বিধি-বিধান চয়ন কর তারা যেভাবে কুরআন-সুন্নাহ থেকে চয়ন করেছেন’। [৭৮]

ইমাম আবু হানিফা (র:) বলেন-

اذا صح الحديث (اى من بعدى) فهو مذهبى-

‘আমার ফাতওয়ার বিপক্ষে পরবর্তীতে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে, সেটাই আমার অভিমত বা ফাতওয়া’।[৭৯]

ইমাম আবু হানিফা (র:) আরও বলেন-

لايحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه -

‘ঐ ব্যক্তির জন্য আমাদের কোন বক্তব্য গ্রহণ করা হালাল হবে না, যে জানে না আমরা উহা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি’। [৮০]

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, কারো অন্ধ অনুকরণ তথা তাক্বলীদ করা কোন সত্যিকার মু’মিনের কাজ নয় বরং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করাই সত্যিকার মু’মিনের কাজ।

‘ইমাম যায়লায়ী (র:) সমসাময়িক সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে চাঁদ উদয়ের সংবাদ দেয়া নেয়ার সমস্যা সমাধান কল্পেই তিনি নিকটবর্তী দেশ ও দূরবর্তীদেশ অনুসরণের ফাতওয়া দিয়েছিলেন’। মাননীয় লেখকের উপরোক্ত মন্তব্যও সঠিক নয়। কেননা যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে এমন ফাতওয়া দেননি। বরং চাঁদ উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণেই এমন ফাতওয়া দিয়েছিলেন। [৮১]

বার : যদি সমস্ত বাহাছ তর্ক পরিহার করে হাদিসে কুরাইব-এর ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দিনে সাওম ও ঈদ মেনে নেওয়া হয় এবং কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের উল্লেখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাওম, ঈদ, কুরবানীসহ চাঁদের তারিখ সংশ্লিষ্ট

---

৭৮. শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদে ওয়াত তাক্বলীদ, (লাহোর : ছিদ্দীকী প্রেস, তাবি) ৮৬ পৃ:

৭৯. ইবনু আবেদীন, শামী (বৈরুত ছাপা), ১/৬৭ পৃ:, আব্দুল ওয়াহহাব শা‘রানী, মীযানুল কুবরা, (দিল্লী : ১২৮৬ হি:), ১/৩০ পৃ:

৮০. হাফিয ইবনুল ক্বাইয়্যিম, ইলামুল মুয়াক্কেয়ীন আন রাব্বিল ‘আলামীন, (বৈরুত) দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, ১৯৯৩/১৪১৪ হি:) ২/৩০৯ পৃ:, মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দিন আলবানী, ছিফাত ছালাতিন নাবী (ছা:) মিনাত তাকবীর ইলাত তাসলীম কাআন্নাকা তারাহু (রিয়ায : মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১৯৯১/১৪১১ হি:) ৪৬ পৃ:

৮১. শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে বা’য, মাজমাউ ফাতওয়া, ১৫/১০৪

ইবাদত সমূহ সমগ্র বিশ্বে একই দিনে অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এমন সব জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে যার কোন সমাধান নেই।[৮২]

পর্যালোচনা : হাদীছে কুরাইবের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের কারণে কোনই সমস্যা সৃষ্টি হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছা:) থেকে শুরু করে বর্তমান অবধি দেড় হাজার বছর যাবত স্ব-স্ব দেশ বা অঞ্চলে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালিত হয়ে আসছে। এত দীর্ঘ সময়ে যেহেতু কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি, তাই ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর কোন সমস্যা সৃষ্টি হবেনা, ইন্‌শাআল্লাহ। বরং হাদীছটি না মানলে ছহীহ হাদীছকে পদদলিত করা হবে এবং অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে যার কোন সমাধান নেই।

পরিশেষে বলা যায় উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনায় একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আলোচিত ছহীহ হাদীছটিকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণের জন্য মাননীয় লেখক বারটি পয়েন্টে কপোলকল্পিত যেসব যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তার সব গুলোই অগ্রহণযোগ্য, অসত্য, বাস্তবতা বিবর্জিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। হাদীছটি তাদের অভিমতের প্রতিকূলে হওয়ায় দিশেহারা হয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন এটাকে অকার্যকর প্রমাণ করতে। তাই হাদীছটিকে মাওকুফ, ইবনু আব্বাসের উক্তি, ইবনু আব্বাসের নিজস্ব ইজতেহাদ, মুযতারিব, একজনের সাক্ষ্য, ঈদ-উল ফিতরের প্রতি প্রতিক্রিয়া, উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়, যোগাযোগ ব্যবস্থার ডিজিটাল উন্নতি, বিচ্ছিন্ন ঘটনা, ইমাম যায়লায়ী (র:) মুক্বাল্লিদ না হওয়ায় হতাশা ও চরম ক্ষোভ প্রকাশ, সবশেষে জটিল সমস্যা সৃষ্টির যুজুর ভয় প্রদর্শন করেছেন।

স্বীয় অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মাননীয় লেখক আলোচিত ছহীহ হাদীছটিকে অযথাই এটা না তো ওটা, ওটা না তো সেটা, এভাবে নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত করে ক্ষত-বিক্ষত করতে অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু সবগুলোই চরম ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়েছে। (ফালিল্লাহিল হামদ)

মাননীয় লেখকের উদাহরণ ঐ কিশোর গল্পকারের ন্যায় যে তার অন্য কিশোর বন্ধুর সাথে গল্প করছিল, জানিস মামাদের বাড়ীর আঁড়ার মধ্যে পাঁচ হাজার বাঘ আছে (!) তখন তার বন্ধু বলল, আরে বেআক্কল পাঁচ হাজার বাঘ তো সুন্দর বনেও নেই। তখন সে কতক্ষণ ভেবে বলল, পাঁচ হাজার না হয় তো এক হাজার তো হবেই। তখন তার বন্ধু বলল, না-রে একটা বাড়ীর আঁড়ার মধ্যে এক হাজার বাঘ থাকা সম্ভব না। এবার সে আরেকটু ভেবে বলল, এক হাজার না হলেও একশ তো হবেই। তখন বন্ধু বলল,

৮২. সিয়াম ও ঈদ, ৫৪-৫৯ পৃষ্ঠা

আঁড়ার মধ্যে একশ বাঘ থাকলে তো লোকজন দেখতে পেত, তোদের মামার বাড়ীর আঁড়ার মধ্যে বাঘ দেখছে এমনটিতো কোনদিন শুনিনি। তখন গল্পকার কিশোরটি বলল, একশটি যদি নাও থাকে একটি তো আছেই এবং এ ব্যাপারে আমি একশ ভাগ নিশ্চিত। তখন তার বন্ধু বলল, একটি বাঘ থাকলেও তো মাঝে মাঝে গবাদি পশু অথবা মানুষজনের উপর আক্রমণ করতো, কৈ এমন সংবাদ তো কোনদিন শুনিনি। সবকিছুতে ব্যর্থ হয়ে গল্পকার কিশোরটি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, তা হলে আঁড়ার মধ্যে খুছ্খুছায় কি?

মাননীয় লেখকও ঠিক এ গল্পকার কিশোরটির মত প্রথমে লিখলেন হাদীছটি মাওকুফ। কিন্তু যখন তিনি বুঝলেন এটা বিশ্বাসযোগ্য হবে না, তখন তিনি লিখলেন, এটা ইবনু আব্বাস (রা:) এর নিজস্ব উক্তি। যখন বুঝলেন, এটিও ধোপে টিকবে না তখন তিনি লিখলেন, হাদীছটি মুযত্বারিব, তার পর বললেন, না, এটা ইবনু আব্বাস (রা:) এর নিজস্ব ইজতিহাদ। এভাবে একের পর এক কথা বদলালেন। কিন্তু কোনটিই যখন বাস্তবতায় ও যুক্তিতে টিকবে না, তখন তিনিও হয়ত ঐ কিশোরের মতই বলবেন, তাহলে আমার মনের আঁড়ার মধ্যে খুছ্খুছায় কি? হে আল্লাহ আমাদের সকলকেই সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

(গ) মনীষীদের ফাতাওয়া বিকৃতি করণের নমুনা ও তার পর্যালোচনা :

(১) ইবনু হাজার আসক্বালানী (র:)-এর অভিমত :

সিয়াম ও ঈদ গ্রন্থের প্রণেতা ‘ফাতহুল বারী’ থেকে আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী (র:) এর উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। উদ্ধৃতি পেশের ক্ষেত্রে আরবী ইবারত হুবহু উপস্থাপন করছেন বটে, কিন্তু বাংলা অনুবাদের সময় "وهو من يثبت به ذلك" অংশটুকুর অনুবাদ বাদ দিয়েছেন। ঠিক যেমনিভাবে ইহুদী আলেমগণ তাদের অভিমতের প্রতিকূল অংশটুকু হাত দিয়ে ঢেকে ফাতওয়া দিয়ে থাকে। ‘ফাতহুল বারী’ ছহীহ বুখারীর শতাধিক ভাষ্যগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও শীর্ষস্থানীয় ভাষ্যগ্রন্থ এবং আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী (র:)ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য মনীষী। সুতরাং ‘ফাতহুল বারী’ থেকে যদি আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী (র:)-এর অভিমত প্রমাণ করা যায় যে, কতিপয় লোকে চাঁদ দেখলে তা বিশ্বের সকলের জন্যই প্রযোজ্য হবে। তা হলেই তো কেল্লা ফতেহ। এমনটি ভেবেই মাননীয় লেখক "وهو من يثبت به ذلك" অংশটুকুর অনুবাদ করেননি। এ অংশটুকুর যদি অনুবাদ করতেন তাহলে বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকগণ বুঝতে পারতেন যে, ‘কতিপয়ের চাঁদ দেখাই বিশ্বের

সকলের জন্য প্রযোজ্য’ এ অভিমতটি আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানীর নয়। বরং এটি তাদের অভিমত যারা কতিপয়ের চাঁদ দেখা দ্বারা বিশ্বের সকলের চাঁদ দেখার দলীল গ্রহণ করে থাকে। আর তিনি তাদের এ অভিমতটি স্বীয় ভাষ্যগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। এভাবে তিনি অনেকগুলো অভিমত পেশ করেছেন যেগুলো মাননীয় লেখক উল্লেখ করেননি তার মধ্যে এটাও আছে যে,

وقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب : أحدهما : لأهل كل بلد رؤيتهم ، وفى صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما يشهد له ، وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم واسحاق ، وحكاه الترمذى عن أهل العلم ولم يحك سواه ، وحكاه الماوردى وبها للشافعية ، وثانيها : مقابله إذا رؤى ببلدة لزم أهل البلاد كلها ، وهو المشهور عند المالكية ، لكن حكى ابن عبد البر : الإجماع على خلافة ، وقال : أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيها بعد من البلاد كخراسان والأندلس-

‘আলেমগণ এ ব্যাপারে দু’টি অভিমতে বিভক্ত হয়েছেন। তাদের একদলের অভিমত হল : প্রত্যেক দেশবাসীকেই নতুন চাঁদ দেখতে হবে। ছহীহ মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রা:) এর হাদীছ তাই সাক্ষ্য দেয়। ইবনু মুনযির ইকরামা, কাসিম, সালিম, ইসহাক প্রমুখ থেকেও এমনটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র:)ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি অন্যকিছু বর্ণনা করেননি। এর স্বপক্ষে ইমাম মাওয়ার্দী শাফেয়ীদের একটি অভিমত বর্ণনা করেছেন। তাদের দ্বিতীয় দলের অভিমত হল এর বিপরীত অর্থাৎ : যখন কোন দেশে নতুন চাঁদ দেখা যাবে, তখন প্রত্যেক দেশবাসীর উপর সে অনুযায়ী আমল করা অত্যাবশ্যক হয়ে যায়। আর এটি মালেকী মাযহাবীদের প্রসিদ্ধ অভিমত। কিন্তু মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা ইবনু আব্দিল বার্র বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত মতের বিপরীত ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, খুরাসান ও স্পেনের মত বিশাল দূরত্বের দেশের ক্ষেত্রে একদেশের নতুন চাঁদ দেখা অন্য দেশবাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে না’।[৮৩]

(২) ইমাম নবুবী (র:) -এর অভিমত :

রাহমানী ছাহেব ইমাম নবুবী (র:)-এর বক্তব্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে বিকৃতি করেছেন। যেমন-

قوله صلى الله عليه و سلم (صوموا الرؤيته وأفطروا لرؤيته) المراد رؤية بعض المسلمين ولايشترط رؤية كل إنسان بل يكفى جميع الناس رؤية عدلين ، وكذا

৮৩. ফাতহুল বারী, ৪/১৪৫, আওনুল মা‘বুদ, ৬/৩৩৫, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/১০৮ পৃ:

عدل على الأصح هذا فى الصوم وأما الفطر يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء -

উক্ত উক্তির অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে-

‘এবং চাঁদ দেখার প্রমাণ সাপেক্ষে তোমরা সাওম ছাড়, ঈদ কর।’ এর অর্থ হলো কিছু মুসলিমের দেখার মাধ্যমে উদয় প্রমাণিত হওয়া। এ শর্ত করা যাবে না যে প্রত্যেক মানুষেরই চাঁদ দেখতে হবে। বরং যে কোন দেশের যে কোন দু’জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির দেখাই সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। বরং সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে সাওমের ক্ষেত্রে একজন সৎ ব্যক্তির দেখাই সকলের আমলের জন্য যথেষ্ট। আর অধিকাংশ ফকীহগণের মতে শাওয়ালের নতুন চাঁদ প্রমাণের জন্য একজনের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না। (সিয়াম ও ঈদ একই দিবসে পালন করা সম্ভব কি?, ৩৪-৩৫ পৃ:)

পর্যালোচনা : মাননীয় লেখক অনুবাদের মধ্যে অত্যন্ত সুক্ষ্মকারচুপি করে দু’টি ‘যে’ অক্ষর বৃদ্ধি করেছেন মাত্র। আর এতেই সম্পূর্ণ অর্থ পাল্টে তার অভিমতের স্বপক্ষে দলীল হয়ে গেছে। যেমন তিনি লিখেছেন ‘যে কোন দেশের যে কোন দু’জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির দেখাই সকল মানুষের জন্য যথেষ্টে হবে’। মূলত: ইমাম নবুবী (র:) এর উক্ত উক্তির মর্মার্থ হল কোন দেশের দু’জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চাঁদ দেখা সে দেশের সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। যার বাস্তব প্রমাণ হল- তিনি ছহীহ মুসলিমে কুরাইব (রা:) বর্ণিত হাদীছের বাব লিখেছেন-

باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم

‘প্রত্যেক দেশবাসীর জন্য সে দেশবাসীর চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে এবং যখন একদেশের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখবে, তখন তার হুকুম তাদের থেকে দূরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না’। [৮৪]

অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেছেন-

الصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لاتعم الناس بل تختص بمن قريب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة -

৮৪. ছহীহ মুসলিম ১/৩৪৮

'আমাদের সাথীদের নিকট বিশুদ্ধ অভিমত হল, কোন স্থানে চাঁদ দেখা গেলেই সেটা সার্বজনীন হিসেবে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে না। বরং এ দেখা এমন দুরত্বের মাঝে নির্দিষ্ট হবে যে দূরত্বের মাঝে ছালাত ক্বছর পড়তে হয় না'।[৮৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাননীয় লেখক ইমাম নববী (র:) এর উক্তির অনুবাদ যেভাবে করেছেন তা আদৌ সঠিক নয়।

(৩) ইমাম আবু হানিফা (র:)-এর অভিমত :

রাহমানী ছাহেব মুকাদ্দামা তিরমিযির যে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন তার পুরোটাই ইমাম আবু হানিফা (র:) এর অভিমত নয়। সম্মানিত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তা হুবহু উপস্থাপন পূর্বক পর্যালোচনা করা হল-

باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم نقل فى مذهب إمامنا أبى حنيفة (رح) ثلث روايات الأول عدم إعتبار رؤية أهل بلد على أهل بلد اخر والثانى إعتبارها منظور والثالث الإعتبار فى مقام الاحتياط مثل هلال رمضان وعدم الإعتبار فى مقام عدم الضرورة والاحتياط مثل الافطار من رمضان لكن الأشهر الروايات هى الاوسط وعليه مجرى مذهب -

'প্রত্যেক দেশের মানুষ নিজ নিজ দেশের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল করবে কিনা? এ প্রসংগে ইমাম আবু হানিফা (র:) থেকে তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে। ১) এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশে গ্রহণীয় হবে না। ২) এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশে গ্রহণীয় হবে। ৩) বিশেষ সতর্কতা, যেমন সাওম রেখে ইবাদতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে গ্রহণীয় তবে, অন্যথায় গ্রহণীয় হবে না। কিন্তু এ তিনটি মতের মধ্যে প্রসিদ্ধতম হলো ২য়টি এবং এমতের উপর-ই হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত।' (তিরমিযি শরীফ মুক্বাদ্দমা ২২ পৃ:)

পর্যালোচনা : প্রিয় পাঠক, গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। উপরোক্ত তিনটি অভিমত ইমাম আবু হানিফা (র:) এর। আর একই বিষয়ে তিনি তিনটি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু এ তিনটি মতের মধ্যে প্রসিদ্ধতম হল ২য়টি। একথা ইমাম আবু হানিফা (র:) এর নয়। বরং এটি মুক্বাদ্দামা তিরমিযী তথা তাকরীরে তিরমিযীর লেখক ভারত বর্ষের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মাহমুদ হাসানের। উদ্ধৃতির শেষাংশে তিনি দাবী করেছেন, এ মতের উপরই হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত। এ দাবী সম্পূর্ণ বাস্তবতা

৮৫. ছহীহ মুসলিম বিশারহি নববী, ৭/১৯৬
নায়লুল আওত্বার ৪/২৬৭ পৃ: তামামুল মিন্নাহ, ৩৯৮ পৃ:

বিবর্জিত, কাল্পনিক ও অসত্য। হানাফী মাযহাবের শতকরা একভাগ লোকও একদেশের চাঁদ দেখার সংবাদ শুনে অন্য দেশে ছিয়াম-ঈদ পালন করে না। অন্য দেশের কথা বাদই দিলাম। আমাদের এ দেশের হানাফী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত মাযার ও কবর পূজায় আকন্ঠ নিমজ্জিত কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন সত্যিকার হানাফী মাযহাবের অনুসারী সৌদী আরবের সাথে মিলিয়ে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করে না। [৮৬]

মাননীয় লেখক তাকরীরুত তিরমিযীর ২২ পৃষ্ঠা থেকে ইমাম আবু হানিফা (র:) এর অভিমত স্বীয় বইয়ে সন্নিবেশিত করেছেন। কিন্তু তার পরের লাইনে ইমাম শাফেয়ী (র:)-এর অভিমত থাকা সত্ত্বেও তা তার বইয়ে সন্নিবেশিত করেননি তার অভিমতের বিপরীত হওয়ার কারণে। আর তা হল-

وعند الشافعى (رح) لا يعتبر روية أهل بلد على أهل بلد اخر مالم يروا الا أهل بلد قريب يلزمهم رؤية أهل بلد اخر قريب لهم واماالبعيد فلا والحديث يوافق الشافعى ظاهرا -

ইমাম শাফেয়ী (র:) এর অভিমত হল- 'একদেশের চাঁদ দেখা অপর দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে দেশে চাঁদ দেখা না যাবে। তবে নিকটবর্তী দেশসমূহে একদেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে। কিন্তু চাঁদ দেখা যাওয়ার দেশটি যদি অপর দেশ থেকে অনেক দূরবর্তী হয় তবে অপর দেশে চাঁদ দেখার বিধান প্রযোজ্য হবে না। আর স্পষ্টই ইমাম শাফেয়ী (র:) এর অভিমতটি হাদীছের অনুকূলে'।[৮৭]

হানাফী মাযহাবের অনেক মনীষী বিশ্বব্যাপী একই দিবসে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের বিপক্ষে ফাতওয়া দিয়েছেন। প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ আলাউদ্দনি আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী বলেন- 'দু'শহরের দুরত্ব যদি ব্যাপক হয় সে ক্ষেত্রে এক শহরবাসী অন্য শহরবাসীর চাঁদ দেখার হুকুম মানতে বাধ্য নন। কেননা দূরবর্তী শহর সমূহের মাঝে চাঁদের উদয়স্থলে ভিন্নতা রয়েছে। এমতবস্থায় প্রত্যেক শহরবাসী স্ব-স্ব শহরের চাঁদ দেখে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করবে। তারা অন্য শহরের চাঁদ দেখার হুকুম মানতে বাধ্য নন'। [৮৮]

প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ইমাম যায়লায়ী ও অনুরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন। [৮৯]

---

৮৬. প্রথম আলো, অনলাইন ডেক্স, ১৬.১১.২০১০, আমাদের সময় ১৯.৮.২০১২

৮৭. মাওলানা মাহমুদ হাসান, তাকরীরু লিত-তিরমিযী (ইন্ডিয়ান ছাপা), ২২ পৃ:

৮৮. বাদায়ে ওয়াসানায়িরা, ২/৮৩

৮৯. শারহু কানযুদ দাকায়েক, ১/৩২১ পৃ:, আল আরফুশ শাযী, ২/১৪৫ পৃ:

(৪) ইবনু তায়মিয়া (র:)-এর ফাতওয়া :

‘পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ঈদুল ফিতর আরাফা ঈদুল আযহা আশুরা পালন সম্পর্কিত সংশয় নিরসন’ গ্রন্থের মাননীয় লেখক ৪২ পৃষ্ঠায় শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (র:) এর একটি অভিমত স্বীয় মতের স্বপক্ষে উপস্থাপন করেছেন। সেটি হল- ‘নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ যত দূরে পৌঁছবে ততদূর পর্যন্ত সিয়াম পালনের আওতাভুক্ত হবে’। (ফাতওয়ায়ে ইবনে তায়মিয়া, ২৫/১০৭ পৃষ্ঠা)

পর্যালোচনা : অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, মাননীয় লেখক আল্লামা ইবনু তায়মিয়া (র:) এর নুতন চাঁদ সম্পর্কিত প্রায় ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী ফাতওয়ার মধ্যে শুধু ১০৭ পৃষ্ঠার তার মতের স্বপক্ষের দুই লাইনই দেখেছেন বাকী পৃষ্ঠাগুলো হয়তবা দেখেননি বা দেখে থাকলেও তার মতের বিপরীত হওয়ায় তা উল্লেখ করেননি। আল্লামা ইবনু তায়মিয়া (র:) নতুন চাঁদ সম্পর্কিত ফাতওয়ার প্রথম লাইনেই লিখেছেন,

مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجمعها فيها اضطراب -

‘কোন দেশে চাঁদ দেখা সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী অভিমত রয়েছে’। [৯০] এমনকি আল্লামা ইবনু তায়মিয়া (র:) এর নিজেরও পরস্পর বিরোধী ফাতওয়া রয়েছে। যেমন- একবিংশ শতাব্দীর জগতবিখ্যাত আলেম শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ছালেহ আল উছাইমীন (র:) الشرح الممتع على زاد المستقنع গ্রন্থে ইবনু তায়মিয়া (র:)-এর অভিমত লিখেছেন- فإن اتفقت لزم الصوم ، وإلا فلا

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র:) বলেন- ‘চাঁদ উদয়ের স্থান যদি একই হয় তা হলে একজনের চাঁদ দেখাই সকলের জন্যই প্রযোজ্য হবে অন্যথা প্রযোজ্য হবে না’।[৯১]

(৫) আল-ফিকহ্ আলা মাযাহিবিল আরবা‘আ-এর ফাতওয়া :

বর্তমান আলোচিত বইয়ের ৪৪ পৃষ্ঠায় মাদানী ছাহেব ‘আল-ফিক্হ আলা মাযাহিবিল আরবা‘আ’ এর ১ম খন্ডের ৫৫০ পৃষ্ঠা থেকে স্বীয় মতের স্বপক্ষে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন কিন্তু ঐ একই পৃষ্ঠায় তার বিপরীত ফাতওয়া আছে, সেটি তিনি গোপন করেছেন। যেমন-

---

৯০. শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইবনে তায়মিয়া, মাজমাউ ফাতওয়া (মুদ্রণ স্থান ও তারীখ উল্লেখ নেই), ২৫/১০৩ পৃ:)

৯১. শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে ছালেহ আল উছাইমীন, আশ-শারহুল মুমতিঈ‘ আলা যাদিল মুসতাকনিঈ‘ (রিয়ায : মুয়াসসাসাতু আসাম), ৬/৩২১

إذا تثبت رؤية الهلال فى جهة وجب على أهل الجهة القربية منها من كل ناحية ان يصوموا بناء على هذا للثبوت، والقرب بحصل باتحاد المطلع بان يكون بينهما أقل من أربعة وعشرين فرسخا تحديدا ، أما أهل الجهة البعيدة ، فلا يجب عليهم الصوم لهذه الرؤية لاختلاف المطلع -

'যখন কোন অঞ্চলে চাঁদ দেখা যাবে উক্ত চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ঐ একই উদয়স্থলের নিকটবর্তী চব্বিশ ফারসাখ পর্যন্ত অধিবাসীদের প্রতি ছিয়াম পালন করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি চাঁদ দেখার অঞ্চলটি অনেক দূরের হয় তা হলে উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণে তাদের উপর ছিয়াম পালন করা ওয়াজিব হবে না'।

(৬) ফিকহুস সুন্নাহ এর ফাতওয়া :

মাননীয় লেখক ফিকহুস সুন্নাহ থেকেও নিজ মতের স্বপক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একই পৃষ্ঠায় তার বিপরীত ফাতওয়া থাকলেও সেটি তিনি চেপে রেখেছেন। যেমন- انه يعتبر كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم

'যে দেশে চাঁদ দেখা যাবে সেটি সেদেশের জন্যই প্রযোজ্য হবে, এর বিধান অন্য দেশবাসীর উপর বর্তাবে না'। [৯২]

(৭) ইমাম শাওকানী (র:)-এর অভিমত :

মাননীয় লেখক তার সুবিধা মাফিক 'নায়লুল আওত্বার' নামক গ্রন্থ থেকে ইমাম শাওকানী (র:) এর বক্তব্যের আংশিক তাও আবার কিছুটা বিকৃত করে উল্লেখ করে নিজ মতের স্বপক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, ইমাম শাওকানী (র:) এর নতুন চাঁদ সম্পর্কিত প্রায় দুই পৃষ্ঠাব্যাপী ফাতওয়ার মধ্যে মাননীয় লেখকের দৃষ্টি শুধু ঐ অংশের প্রতিই পড়েছিল যেখানে তার মতের স্বপক্ষে দলীল রয়েছে। নয়তবা তিনি তার বিপরীত অংশ দেখেও না দেখার ভান করেছেন। যেমন-

قال الشوكانى فى النيل بعد ذكر الأقوال التى ذكرها الحافظ ما لفظه : وحجة أهل هذه الأقوال حديث كريب هذا ، وقال اخر الحديث : هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد اخر - واعلم أن الحجة أنما هى فى المرفوع من رؤية ابن عباس لافى إجتهاده الذى فهم عنه الناس المشار اليه بقوله

৯২. সইয়্যেদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ, (কায়রো : আল-ফাতহুনিল আ'লামুল আরাবী, ১৯৯০/১৪১১ হি:) ১/৪৬৫ পৃ:

: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم هو قوله : فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه -

'ইমাম শাওকানী (র:) 'নায়লুল আওত্বার' গ্রন্থে হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (র:) উল্লিখিত অভিমতসমূহ বর্ণনার পরে বলেছেন, কুরাইব (রা:) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীছটিই এদের দলীল। এর দ্বারা এরূপ প্রমাণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখানুযায়ী আমল করলেন না এবং হাদীছের শেষাংশে বললেন যে, রাসুলুল্লাহ (ছা:) আমাদের এরূপই আদেশ করেছেন। অতএব এ কথাটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য যথেষ্ট হয় না। এ বিষয়ে তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছা:) হতে প্রমাণ পেয়েছেন। আরোও জেনে রাখুন যে, প্রমাণিত বিষয় যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) এর হাদীছটি মারফু, এটি তাঁর গবেষণালব্ধ ইজতিহাদ নয়, যেমনটি সাধারণ মানুষ বুঝেছে। তার কথা 'আমরা ছাওম ত্রিশটি পূর্ণ না করে অথবা শাওয়ালের নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ছিয়ামব্রত পালন করেই যাব' এ বিষয়টি ইবনু আব্বাস (রা:) এর উক্তি 'রাসূলুল্লাহ (ছা:) আমাদেরকে এরূপই আদেশ করেছেন' এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে'। [৯৩]

(৮) শায়খ ইবনু বা'য (র:)-এর ফাতওয়া :

বিংশ শতাব্দীর জগতশ্রেষ্ঠ তিনজন মুহাদ্দিছের অন্যতম একজন মুসলিম বিশ্বের গ্রান্ড মুফতি শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রাহমান ইবনে বা'য (র:) কে মাদানী ছাহেব তাঁর স্বপক্ষে প্রমাণ করার জন্য তাঁর প্রতি ও তাঁর ফাতাওয়া সমূহের প্রতি চরম মিথ্যাচার করেছেন। কুরআন-হাদীছের কোন অস্পষ্ট বিষয়কে অন্যান্য প্রামাণ্য দলীলের আলোকে গবেষণা করে তথা ইজতেহাদের মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা নি:সন্দেহে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও ছাওয়াবের কাজ। ইজতেহাদের এ দুয়ার কিয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে। আর এ ইজতেহাদ করতে গিয়ে একজন মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারে আবার ভুল সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারে।[৯৪] ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে একটি ছাওয়াব এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দ্বিগুণ ছাওয়াব পাওয়া যাবে। [৯৫]

তবে শর্ত হল, মুজতাহিদকে নিরপেক্ষ মনমানসিকতা নিয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইজতেহাদ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিজ দলীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা বা

৯৩. তুহফাতুল আহওয়াবী, ৩/১০৮-১০৯, নায়লুল আওত্বার, ৩/২৭৮, ফাতহুল মুলহিম, ৩/১১৩

৯৪. ছাদরুশ শারী'আহ, তাওযীহ শারহু তানক্বীহুল উছূল (কলিকাতা : মাযহারুল আজাইব প্রেস, ১২৭৮ হি:/১৮৬১ ইং)।

৯৫. সুনানে নাসাঈ হা. ৫৩৮৩ 'আদাবুল কুযাত' অধ্যায়, মিশকাত হা. ৩৭৩২

নিজ ব্যক্তিত্বকে জাহির করা উদ্দেশ্য হলে ছাওয়াবের পরিবর্তে পাপ হবে এবং সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। মাননীয় লেখকদ্বয় ও দু'শ্রেণীর মুজতাহিদের মধ্যে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সে বিচারের ভার সুবিজ্ঞ পাঠকমন্ডলীর প্রতিই রইল। মাননীয় লেখকের ইজতেহাদের নামে মিথ্যাচারের নমুনা সুবিজ্ঞ পাঠকমন্ডলীর সম্মুখে উপস্থাপন করা হল। নিম্নে তার লেখা হুবহু উল্লেখ করে তা পর্যালোচনা করা হল।

আল্লামা শায়খ ইব্‌ন বা'য (র:)-কে (১৩৩০-১৪০হি./১৯১৩-১৯৯৯ খৃ:) এই বিষয় সম্পর্কে ২৭টি প্রশ্ন করা হয়, তার উত্তর তিনি যখন প্রদান করেন, তার তারিখ উল্লেখ রয়েছে। যদিও তাঁর ফাতওয়ার বিপরীত মত পাওয়া যায়, তাঁর নিম্ন ফাতওয়ার তারিখ ছিল ০২/০৯/১৪১৯ হিজরী। এর কয়েক মাস পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। নিম্নে তার প্রশ্নোত্তর দেয়া হল :

প্রশ্ন : পৃথিবীতে একাধিক সময়ে নতুন চাঁদ দেখা দিলে জনসাধারণ কিভাবে সিয়াম পালন করবে? সৌদী আরবে চাঁদ দেখলে, দূর দূরান্তের দেশ যেমন আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াবাসীর উপরও কি সিয়াম পালন করা ফরয হবে, যেহেতু তাদের দেশে নতুন চাঁদ সুষ্ঠভাবে দেখা যায়না?

উত্তর : সৌদী আরবের নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে তারা সিয়াম পালন করবে, একাধিক সময় উদিত হওয়ার লক্ষ্য করবেনা। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখাকে (এবং তার নিখুঁত সংবাদ পাওয়াকে) কেন্দ্র করে সিয়াম পালন করতে ও তা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য নির্ণয় করেননি। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত : নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন আরম্ভ করবে, আবার যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকবে, মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ না দেখা গেলে মাসের গণনা ত্রিশ করে নাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন : তোমরা নতুন চাঁদ না দেখে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ না পেয়ে) সিয়াম পালন করনা অথবা গণনা পূর্ণ কর এবং নতুন চাঁদ না দেখে সিয়াম পালন থেকে বিরত থেকনা অথবা গণনা পূর্ণ কর। (নাসায়ী, হাদীস নং ২১৬২) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ একাধিক সময় উদিত হওয়ার কথা

অবগত ছিলেন, তথাপি তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করেননি। (দ্র: মাজমূ‘ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওয়াহ ১৫তম খণ্ড, সংকলনে :: ড. মুহাম্মাদ ইব্ন সা‘দ, পৃষ্ঠা ৮৩)

পর্যালোচনা : শায়খ ইবনে বা‘য (র:) প্রশ্নের জবাবে প্রথমে লিখেছেন- الصواب اعتماد الرؤية। ‘সঠিক অভিমত হল তারা চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করবে’। তবে কোন দেশের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করবে সৌদী আরবের নাকি আমেরিকার? সে বিষয়ে শায়খ ইবনে বা‘য কিছুই উল্লেখ করেননি। অথচ মাননীয় লেখক এর অনুবাদ করেছেন, ‘সৌদী আরবের নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে তারা সিয়াম পালন করবে’। অথচ উক্ত লাইনে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলেও العربية السعودية কথাটি পাওয়া যাবে না। সুতরাং এটা মিথ্যাচার ছাড়া আর কি? আর এর চেয়েও চরম মিথ্যাচার হল, মাননীয় লেখক শায়খ ইবনে বা’য (র:)-এর ফাতাওয়ায় যে অংশ তাদের মতবাদের স্বপক্ষে শুধু সেটুকু উল্লেখ করেছেন আর যে অংশটুকু বিপক্ষে তা উল্লেখ করেননি। সেটুকু উল্লেখ করলে তো সাধারণ মানুষ গোলক ধাঁধায় পড়তো না, আসল বিষয়টি বুঝতে পারত। বিষয়টি প্রায় এমনই যে, কথিত আছে, মদের নেশায় ও নারী আসক্তে আকণ্ঠ নিমজ্জিত জনৈক পীর ছাহেব হঠাৎ ফাতওয়া দিয়ে বসলেন যে, ছালাত আদায় করতে হবে না, আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ছালাতের ধারে কাছেও যেওনা’। পীর ছাহেবের ফাতাওয়া সরলমনা আশেকানরা বিশ্বাস করে মেনে নিল। মেনে না নেয়ারই বা কি কারণ থাকতে পারে? পীর ছাহেব বলেছেন, তাও আবার কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে, সুতরাং ইহা নি:সন্দেহে সত্য। কিন্তু সরলমনা ভক্ত আশেকানরা জানতেও পারল না যে, পীর ছাহেব পুরো আয়াতের উদ্ধৃতি না দিয়ে শুধু মাত্র তার সুবিধামাফিক আয়াতের প্রথমাংশ উল্লেখ করেছেন আর তাতেই আয়াতের মর্মার্থ সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেছে। মূলত আয়াতটি হল-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ -

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছালাতের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ’।[৯৬]

ঠিক অনুরূপই মাননীয় লেখক শায়েখ ইবনু বা’য (র:)-এর ফাতাওয়ার প্রথমাংশ উল্লেখ করে সরলমনা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের চোখে ধূলো দিয়ে নিজ মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সত্য অনুসন্ধিচ্ছু পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে শায়খ ইবনে

---

৯৬. সূরা নিসা-৪৩

বা'য (র:) এর উক্ত ফাতাওয়াটি প্রশ্নসহ হুবহু উল্লেখ করে তার সরল অনুবাদ করা হল-

س : كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع؟ وهل يلزم أهل البلاد البعيدة كأمريكا وأستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة . لأنهم لا يتراءون الهلال؟

ج : الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع فى ذلك لأن النبى صلى الله عليه و سلم أمر باعتماد الرؤية ولم يفصل فى ذلك ، وذلك فيما صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : "صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق على صحته . وقوله صلى الله عليه و سلم : "لاتصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة" والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة.

ولم يشر صلى الله عليه و سلم إلى اختلاف المطالع , وهو يعلم ذلك ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع . واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه لم يعمل برؤية أهل الشام ، وكان فى المدينة رضى الله عنه، وكان أهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذلك فى عهد معاوية رضى الله عنه، أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة السبت، فقال ابن عباس رضى الله عنهما لما أخبره كريب برؤية أهل الشام وصيامهم : "نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة" واحتج بقول النبى صلى الله عليه و سلم : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" الحديث. وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية جمعا بين الأدلة، والله ولى التوفيق .

প্রশ্ন : চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন হলে মানুষেরা কিভাবে ছিয়াম পালন করবে? সৌদী আরবের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে দূরবর্তী দেশ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বাসীর উপর কি ছিয়াম পালন অত্যাবশ্যক হবে? কেননা তারা নতুন চাঁদ দেখতে পায় নি।

উত্তর : 'সঠিক অভিমত হল তারা নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করবে এবং এ ব্যাপারে চন্দ্রোদয়ের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। কেননা নবী করীম (ছা:) নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই বর্ণনা করেননি, এ ব্যাপারে তাঁর থেকে বিশুদ্ধ সনদে হাদীছ এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছা:) ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম শুরু কর এবং নতুন চাঁদ দেখেই ছিয়াম ভঙ্গ কর। যদি তোমাদের নিকট আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে মাস ত্রিশ

পূর্ণ করে নাও’। এ হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছা:) আরোও ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ছিয়াম পালন করবে না অথবা মাস ত্রিশ পূর্ণ করবে আবার নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ছিয়াম ভঙ্গাও করবে না অথবা মাস ত্রিশ পূর্ণ করবে’ আর এ মর্মে অনেক হাদীছ রয়েছে।

আর রাসূল (ছা:) চন্দ্রোদয়ের ভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত করেননি অথচ এ ব্যাপারে তিনি অবগত ছিলেন। আর বহু বিদ্বান এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, যখন চন্দ্রোদয়ের স্থল ভিন্ন ভিন্ন হবে তখন প্রত্যেক দেশবাসীকেই নতুন চাঁদ দেখতে হবে, তাঁরা ইবনু আব্বাস (রা:) থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন, তিনি মদীনায় অবস্থানকালে সিরিয়াবাসীর নতুন চাঁদ দেখানুযায়ী আমল করেননি। সিরিয়াবাসীগণ মু‘আবিয়া (রা:) এর যুগে শুক্রবার রাতে নতুন চাঁদ দেখে শনিবারে ছিয়াম পালন করেছিলেন। আর মদীনাবাসী শুক্রবারে নতুন চাঁদ দেখতে পায়নি তারা শনিবারে চাঁদ দেখে ছিয়াম পালন করেছিলেন। অত:পর কুরাইব (রা:) যখন সিরিয়াবাসীর চাঁদ দেখা ও ছিয়াম পালন করার সংবাদ ইবনু আব্বাস (রা) কে দিলেন, তখন তিনি বললেন, ‘আমরা শনিবার রাতে নতুন চাঁদ দেখেছি, সুতরাং শাওয়ালের নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত অথবা মাস ত্রিশ পূর্ণ না করা পর্যন্ত ছিয়াম পালন করেই যাব।’ আর ইবনু আব্বাস (রা:) এ ব্যাপারে নবী করীম (ছা:) থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ‘তোমরা নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম পালন কর আবার নতুন চাঁদ দেখেই ছিয়াম ভঙ্গ কর’ আল-হাদীছ। আর এটি শক্তিশালী অভিমত। আর এ অভিমতের ভিত্তিতেই সৌদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ এ প্রসঙ্গে প্রমাণাদী একত্র করে ফাতাওয়া দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনই সঠিক পথ প্রদর্শনের মালিক’। [৯৭]

সুবিজ্ঞ পাঠক! শায়খ ইবনু বা’য (র:) এর ফাতাওয়াটি নিরপেক্ষ মনমানসিকতা নিয়ে সুক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করুন, তাহলেই সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করবে। এর সরল মর্মার্থ বুঝায় স্ব-স্ব দেশের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করবে, তিনি একথা বলেননি যে সৌদী আরবের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করবে। ব্যতিক্রম শুধু চন্দ্রোদয়ের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। যে তিনটি হাদীছের উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন তারও মর্মার্থ হল নতুন দেখেই কেবল ছিয়াম পালন ও ভঙ্গ করতে হবে। মদীনা ও সিরিয়ার মত দূরবর্তী দেশের ক্ষেত্রে একদেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। আর সবচেয়ে প্রামাণ্য দলীল হল- সৌদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ প্রামাণ্য দলীলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে,

৯৭. মাজমাউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাও‘য়াহ, ১৫/৮৩-৮৪

Contents

চন্দ্রোদয়ের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য এবং প্রত্যেক দেশবাসী স্ব-স্ব দেশে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করতে হবে। বিষয়টা পরিষ্কারভাবে এসেছে আলোচ্যমান ফাতাওয়ার পরের ফাতাওয়ায়। উক্ত ফাতওয়ায় সর্বশেষ সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে-

وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية بان لكل أهل بلد رؤيتهم، لحديث ابن عباس المذكور وما جاء فى معناه -

'হাদীছে ইবনু আব্বাসের মর্মার্থের ভিত্তিতে সৌদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, প্রত্যেক দেশবাসী স্ব-স্ব দেশে নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করবে'। [৯৮]

এবার দেখা যাক শায়খ বিন বা'য (র:) আরো দু'টো প্রশ্নের জবাবে কি ফাতাওয়া দিয়েছেন।

س : إذا ثبت دخول شهر رمضان فى احدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وأعلن ذلك ولكنه فى الدولة التى أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان فما الحكم هل نصوم بمجرد ثبوته فى المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى ما أعلنوا دخول شهر رمضان وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال "أى يوم العيد" ما الحكم إذا اختلف الأمر فى الدولتين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء .

ج : على المسلم أن يصوم معها الدولة التى هو فيها ويفطر معها ، لقول النبى صلى الله عليه و سلم : "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون" وبالله التوفيق .

১. প্রশ্ন : যখন সৌদী আরবের মত কোন ইসলামী রাষ্ট্রে রামাযান মাস শুরু হওয়া সাব্যস্ত হয় এবং সেটি অন্যান্য দেশেও প্রচারিত হয় কিন্তু আমরা যে দেশে অবস্থান করছি সেদেশে চাঁদ উদিতের সংবাদ প্রচারিত হয়নি, এমতাবস্থায় আমরা কি সৌদী আরবের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে এককভাবে ছিয়াম পালন করব? নাকি যখন সে দেশে রামাযান মাসের চাঁদ উদিতের সংবাদ প্রচারিত হবে তখন তাদের সাথে ছিয়াম পালন ও ছিয়াম ভঙ্গ করব? এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি? অনুরূপভাবে শাওয়াল মাসের চাঁদ (তথা ঈদ-উল ফিতরের চাঁদ) দুইদেশে ভিন্ন ভিন্ন দিনে উদিত

৯৮. প্রাগুক্ত - ৮৫ পৃ:

হয় তাহলে তার বিধান কি? আল্লাহ আপনাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

উত্তর : মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যে দেশে অবস্থান করছে সে দেশবাসীর সাথে ছিয়াম পালন করা এবং ছিয়াম ভঙ্গ করা, নবী করীম (ছা:) এর এ কথার ভিত্তিতে ‘ছিয়াম হলো সে দিন যে দিন তোমরা ছিয়ামরাখ, ঈদুল ফিতর হল সেদিন যেদিন তোমরা তা পালন কর এবং ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর।’[৯৯] (আবু দাউদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল, হা-৯০৫, ৪/১১ পৃ:)

এবার জানা যাক আমাদের এ উপমহাদেশবাসীদের জন্য শায়খ ইবনু বা‘য (র:) এর ফাতাওয়া কি?

س : ذكرتم أن الرؤية فى الباكستان لهلال رمضان وشوال تتأخر بعد السعودية يومين وسألتم هل تصومون مع السعودية أو مع الباكستان؟

ج : الذى يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم ، لأمرين :

أحدهما : قول النبى صلى الله عليه و سلم : "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون" خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، فأنت واخوانك مدة وجودكم فى الباكستان ينبغى أن يكون صومكم معهم حين يصومون وإفطاركم معهم حين يفطرون، لأنكم داخلون فى هذا الخطاب، ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع . وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس رضى الله عنهما إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم .

الأمر الثانى : إن فى مخالفتكم المسلمين لديكم فى الصوم والإفطار تشويشا ودعوة للتساؤل والإستنكار وإثارة للنزاع والخصام، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف، ولهذا قال تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وقال النبى لله لما بعث معاذا وأبا موسى رضى الله عنهما إلى اليمن : "بشرا ولاتنفرا وتطاوعا ولا تختلفا" .

২. প্রশ্ন : আপনারা বর্ণনা করেছেন যে পাকিস্তানে রামাযান এবং শাওয়ালের নতুন চাঁদ সৌদী আরব থেকে দুইদিন বিলম্বে উদিত হয় এবং জানতে চেয়েছেন যে, আপনারা সৌদী আরবের সাথে মিলিয়ে ছিয়াম পালন করবেন, নাকি পাকিস্তানীদের সাথে ছিয়াম পালন করবেন?

৯৯. মাজমাউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাও‘য়াহ, ১৫/১০২ পৃ:

উত্তর : পবিত্র শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আপনারা যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশের মুসলমানদের সাথে আপনাদের ছিয়াম পালন উচিত। দু'টো কারণে :-

প্রথম কারণ : নবী করীম (ছা:) -এর বাণী, 'ছিয়াম হল সেদিন যেদিন তোমরা ছিয়াম পালন কর এবং ঈদুল ফিতর হল সেদিন যেদিন তোমরা ঈদুল ফিতর পালন কর এবং ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর'। হাদীছটি ইমাম আবু দাউদ (র:) এবং অন্যান্যরা হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আপনি এবং আপনারা সাথীবর্গ পাকিস্তানে অবস্থানকালে পাকিস্তানীদের সাথে ছিয়াম পালন করা উচিত যখন তারা ছিয়াম পালন করে এবং তাদের সাথে ছিয়াম ভঙ্গ করা উচিত, যখন তারাও ছিয়াম ভঙ্গ করে। কেননা উক্ত হাদীছের সম্বোধনে আপনারাও সম্বোধিত। কারণ চন্দ্রোদয় স্থলের পার্থক্যের জন্য চন্দ্রোদয়ের পার্থক্য ঘটে। আর এ অভিমত হল অনেক মনীষীদের, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:)। তাঁর মতে প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের চাঁদ দেখতে হবে।

দ্বিতীয় কারণ : ছাওম ও ইফতারে আপনাদের বৈপরিত্যের কারণে আপনাদের ওখানকার মুসলিমগণের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে, প্রশ্নবিদ্ধ হবে, ঘৃণা জন্মাবে, বিতর্ক ও ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি হবে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শরী'আত ঐকমত্য, ঐক্যবদ্ধ হতে এবং সৎ ও আল্লাহ ভীতির কাজে পারস্পারিক সহযোগিতা করণে এবং বিতর্ক ও মতানৈক্য পরিহারের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে। আর এ বিষয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন- 'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা'। (সূরা আল-ইমরান ১০৩) আর নবী করীম (ছা:) মুয়ায (রা:) এবং আবু মুসা আল আশয়ারী (রা:)-কে ইয়ামানে প্রেরণকালে বলেন- 'তোমরা তাদেরকে সুসংবাদ দিবে আতংকিত করবেনা, ঐক্যবদ্ধ থাকবে বিচ্ছিন্ন হবেনা'। [১০০]

(৯) শায়খ উছাইমীন (র:)-এর অভিমত :

মাননীয় লেখক মাদানী ছাহেব আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুফতী শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ছালেহ আল-উছাইমীন (র:) কে তাদের মতবাদের পক্ষে আনার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি শায়খ উছায়মীন (র:) এর লেখা 'মাজালিসে শাহরি রামাযান' নামক বিশাল গ্রন্থ থেকে মাত্র দু'টো লাইনের মনগড়া অনুবাদ করে তাঁকে তাদের মতবাদের পক্ষের লোক প্রমাণের অপচেষ্টা চালিয়েছেন। কারো লেখা বিশাল গ্রন্থ থেকে মাত্র দু'টো লাইনের মনগড়া অনুবাদ করে (তাও আবার মূল আরবী ইবারত উল্লেখ না করে) প্রমাণ করা যায় কি তাঁর অভিমত এটাই? বিষয়টি

১০০. মাজমাউ ফাতওয়া ও মাকালাত মুতানাও'য়াহ, ১৫/১০৩-১০৪

কয়েক অন্ধের হাতি দেখার মতই হয়েছে। একবার কোন এক অন্ধ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের কয়েকজন অন্ধের হাতি দেখতে ইচ্ছে হল। তাই তারা কয়েকজন মিলে হাতি দেখতে গেল। হাতিওয়ালা তাদের একজনকে হাতির পিঠে উঠিয়ে দিল, একজনকে হাতির শুড় ধরিয়ে দিল, একজনকে হাতির পা ধরিয়ে দিল, আর একজনকে হাতির কান ধরিয়ে দিল, তারা একেকজন হাতির একেক অঙ্গ স্পর্শ করে হাতির আকৃতি অনুমান করে বিদ্যালয়ে ফেরার পর অন্যান্য অন্ধগণ বলল, হাতি দেখতে কেমন? এবার যে অন্ধ লোকটি হাতির পিঠে উঠেছিল সে বলল, হাতি ঘরের চালের মত। যে হাতির শুড় ধরেছিল সে বলল, হাতি পাইপের মত। যে হাতির পা বুলিয়েছিল সে বলল, হাতি গাছের কান্ডের মত। আর যে হাতির কান বুলিয়েছিল যে বলল, হাতি কুলার মত। অর্থাৎ হাতির অঙ্গ যে যতটুকু স্পর্শ করেছিল সে ততটুকুকেই পূর্ণাঙ্গ হাতি মনে করেছিল। মূলত: তারা কেউ পুরো হাতি দেখেনি তাই হাতির আকৃতি সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানে না। মাননীয় লেখকও অনুরূপ শায়খ উছাইমীন (র:) এর অসংখ্য বই হতে 'মাজালিসে শাহরি রামাযান' গ্রন্থের দু'টো লাইন পড়েই ধরে নিয়েছেন শায়খ উছাইমীন (র:) তাদের পক্ষের লোক এবং তিনি বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের পক্ষে ফাতওয়া দিয়েছেন। মাননীয় লেখকের নিকট আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা, আপনি 'মাজালিসে শাহরি রামাযান' গ্রন্থখানা স্বচোখে দেখেছেন কি? নিজে পুরোটা পড়েছেন কি? নাকি ঐ দুইলাইন অন্য কোন চটি বই থেকে হাওলাত করেছেন? আমার আরোও জিজ্ঞাসা আপনি শায়খ উছাইমীন (র:) এর লেখা 'আশ-শারহুল মুমতিঈ' আলা যাদিল মুসতাকনিঈ'', 'ফিকহুল ইবাদাত', 'ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম' প্রভৃতি বইগুলো পড়েছেন কি? না পড়ে থাকলে দয়া করে পড়ে নিবেন তাহলেই শায়খ উছাইমীন (র:) এর সঠিক অভিমত জানতে পারবেন। মূলত: 'মাজালিসে শাহরি রামাযান' নামক গ্রন্থের কোথাও 'বিশ্বব্যাপী একইদিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করতে হবে' এমন কোন ফাতাওয়া বা অভিমত নেই।

'আশ-শারহুল মুমতিঈ' আলা যাদিল মুসতাক্বনিঈ' নামক গ্রন্থে শায়খ উছাইমীন (র:) নতুন চাঁদের বিধান সম্পর্কে চারটি দিক নির্দেশনামূলক অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং চারটি অভিমতের স্বপক্ষেই দলীল ও যুক্তি প্রদান করেছেন। তবে বিশেষ কোন অভিমতকে তিনি প্রাধান্য দেননি।[১০১] সুতরাং শায়খ উছাইমীন (র:) এর উক্ত দিকনির্দেশনা থেকে বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের পক্ষে বা বিপক্ষে ফাতাওয়া গ্রহণ করার কোন অবকাশ নেই। তবে 'ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম' এর ৩৯৩ ও ৩৯৪ নং ফাতাওয়ায় বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি

১০১. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ছালেহ আল-উছাইমীন, আশশারহুল মুমতিঈ' আল যাদিল মুসতাকনিঈ' (রিয়ায : মুয়াসসাতু আসাম) ৬/৩২০-৩২৩ পৃ:)

পালনের বিপক্ষে ফাতাওয়া এসেছে। নিম্নে ফাতাওয়া দু'টো প্রশ্নসহ হুবহু উল্লেখ করা হল-

السوال : هناك من ينادى بربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصا على وحدة الأمة فى دخول شهر رمضان المبارك وغيره فما رأى فضيلتكم؟

الجواب : هذا من الناحية الفلكية مستحيل, لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تختلف بإتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الاخرى والنظرى أن يجعل لكل بلد حكمه.

أما الدليل الأثرى فقال الله تعالى : "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (سورة البقرة : ١٨٥) فإذا قدر أن أناسا فى أقصى لأرض ما شهدوا الشهر - أى الهلال - وأهل مكة شهدوا الهلال فكيف يتوجه الخطاب فى هذه الأية إلى من لم يشهدوا الشهر؟ وقال النبى صلى الله عليه و سلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه.

فإذا رأه أهل مكة مثلا فكيف يلزم أهل باكستان ومن ورائهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع فى أفقهم، والنبى صلى الله عليه و سلم علق ذلك بالرؤية.

أما الدليل النظرى فهو القياس الصحيح الذى لا تمكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع فى الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية فهل يلزمنا أن نمسك ونحن فى ليل؟ الجواب : لا وإذا غربت الشمس فى الجهة الشرقية ولكننا نحن فى النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟

الجواب : لا إذ الهلال كالشمس تماما، فالهلال توقيته توقيت شهرى، والشمس توقيتها توقيت يومى. والذى قال : "احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون" (سورة البقرة : ١٨٧)

وهو الذى قال : "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (سورة البقرة : ١٨٥) فمقتضى الدليل الأثرى والنظرى أن يجعل لكل مكان حكما خاصا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذالك بالعلامةالحسية التى جعلها الله فى كتابه وجعلها نبيه محمد صىلى الله عليه و سلم فى سننه الا وهو شهود القمر، وشهود الشمس او الفجر،

প্রশ্ন : মুসলিম জাতির ঐক্য স্থাপনের লক্ষ্যে রামাযান ও অন্যান্য মাসের নব চন্দ্রোদয়ের বিষয়টিকে কেউ কেউ মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট করতে আহবান জানায়। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : 'ইহা মহাকাশ গবেষণার দিক থেকে অসম্ভব। কেননা চন্দ্রোদয়ের স্থল বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমনটি শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়্যাহ (র:) বলেছেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বানগণ একমত পোষণ করেছেন যে, চন্দ্রোদয়স্থল বিভিন্ন হয়ে থাকে। যখন চন্দ্রোদয় স্থল বিভিন্ন হবে তখন এর বিধানও প্রত্যেক দেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। আর এ অভিমতের দলীল কুরআন হাদীছ ও সাধারণ যুক্তি। আর এ বিষয়ে প্রামাণ্য দলীল হল, মহান আল্লাহর বাণী- 'অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে উপনীত হবে সে যেন ছিয়াম পালন করে'। (সূরা আল বাকারা-১৮৫)

যদি পৃথিবীর শেষ প্রান্তের লোকেরা এ মাসে উপনীত না হয় তথা নতুন চাঁদ না দেখে এবং মক্কাবাসীগণ যদি নতুন চাঁদ দেখে, তাহলে কিভাবে তারা এ আয়াতে সম্বোধিত হবে, যারা এ মাসে উপনীতই হয়নি? নবী (ছা:) বলেছেন, 'তোমারা নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম শুরু কর এবং নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর'। (বুখারী-মুসলিম)

যখন মক্কাবাসীগণ নতুন চাঁদ দেখে তখন সে বিধান পাকিস্তান ও পূর্ববর্তী অঞ্চল সমূহের জন্য কিভাবে প্রযোজ্য হবে যে তারা ছিয়াম পালন করবে? আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, তাদের অঞ্চলে নতুন চাঁদ উদিতই হয়নি। আর নবী (ছা:) ছিয়াম রাখার বিষয়টি নতুন চাঁদ দেখার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। যুক্তিগত দলীল হল, বিশুদ্ধ কিয়াস যার বিরোধিতা করার উপায় নেই। আর আমরা জানি যে, পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের পূর্বেই পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট ফজর উদিত হয়। যখন পূর্বাঞ্চলে ফজর উদিত হয় তখনই কি আমরা পানাহার থেকে বিরত থাকব? অথচ আমাদের এখানে রাত্রির অনেকাংশ অবশিষ্ট রয়েছে। উত্তর : না। যখন পূর্বাঞ্চলে সূর্য অস্তমিত হয় অথচ তখনও আমাদের এখানে দিনের অনেকটাই অবশিষ্ট থাকে। তাহলে ঐ সময় আমাদের জন্য ইফতার করা জায়েয হবে?

উত্তর : কখনই না। অতএব চাঁদও সম্পূর্ণভাবে সূর্যের মতই। আর নতুন চাঁদ মাসের হিসাব নিরূপক এবং সূর্য দিবসের হিসাব নির্ধারক। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন 'ছিয়ামের রজনীতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্ম প্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা

Contents

থেকে আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অত:পর ছিয়াম পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা ই‘তিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে সহবাস করোনা। এই হলো আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের আয়াত সমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা সংযত হতে পারে’। (সূরা বাকারা-১৮৭)

সেই মহান সত্তা আরোও ইরশাদ করেন, ‘অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন ছিয়াম পালন করে’। (সূরা বাকারা-১৮৫)

অতএব, যুক্তি ও প্রামাণ্য দলীলের ভিত্তিতে ছিয়াম ও ইফতার সংশ্লিষ্ট বিধান প্রত্যেক স্থানের জন্য স্বতন্ত্র তথা আলাদা হবে। যার সম্পর্ক হবে বাহ্যিক আলামত বা চিহ্ন দ্বারা যা আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে এবং নবী (ছা:) স্বীয় হাদীছে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে চাঁদ দেখা এবং সূর্য বা ফজর প্রত্যক্ষ করা’।[১০২]

السوال : إذا إنتقل الصائم من بلد إلى بلد و أعلن فى البلد الأول رؤية هلال شوال فهل يفطر تبعا لهم علما بأن البلد الثانى لم ير فيه هلال شوال؟

الجواب : إذا إنتقل الإنسان من بلد إسلامى وتأخر إفطار البلد الذى إنتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، ولأضحى يوم يضحى الناس، وهذا وإن زاد عليه يوما أو كثر فهو كما لو سافر إلى بلد أخر يتأخر فيه غروب الشمس فانه قد يريد على اليوم المعتاد ساعتين، أو ثلاثا، أو اكثر، ولأنه إذا إنتقل إلى البلد الثانى فإن الهلال لم ير فيه، وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن لا نصوم إلا لرؤيته و كذالك قال : (أفطروا لرؤيته)

وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم ويقضى ما فاته من رمضان، إن فاته من رمضان، إن فأته يوم قضى يوما، وإن فاته يومان قضى يومين، وقلنا يقضى فى الثانية لأن الشهر لايمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوما.

أو يزيد على الثلاثين يوما وقلنا له أفطروا إن لم تتم تسعة وعشرين يوما، لأن الهلال رؤي فإذا رؤى فلا بد من الفطر ولما كنت ناقصا عن تسعة وعشرين،

১০২. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, ফাতাওয়া নং ৩৯৩

لأن الشهر لايمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوما لزمك أن تتم تسعة وعشرين بخلاف المسألة الأولى فانك لاتفطر حتى ير الهلال، فإن لم ير فانك لاتزال فى رمضان، فكيف تفطر فليزمك الصيام وان زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات فى اليوم.

প্রশ্ন : যখন কোন ছিয়াম পালনকারী একদেশ থেকে অন্য দেশে গমন করবে এমতাবস্থায় আগের দেশে শাওয়ালের নতুন চাঁদ তথা ঈদুল ফিতরের চাঁদ উদয়ের ঘোষণা হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় দেশে তখনও শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখা যায়নি। সে কি ছিয়াম ভঙ্গ করবে?

উত্তর : ‘কোন লোক যদি এক ইসলামী রাষ্ট্র থেকে অন্য ইসলামী রাষ্ট্রে গমন করে এবং উক্ত রাষ্ট্রে যদি ছাওম ভঙ্গের সময় না হয়ে থাকে, তবে সে তাদের সাথে ছিয়াম অব্যাহত রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা ছিয়াম ভঙ্গ করে। কেননা ছিয়াম হল যেদিন মানুষ ছিয়াম পালন করে। ঈদুল ফিতর হল যেদিন মানুষ ঈদুল ফিতর উদযাপন করে এবং ঈদুল আযহা হল যেদিন মানুষ কুরবানী করে। যদিও তার জন্য একদিন বা তার চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। যেমন কোন লোক ছিয়াম রেখে পশ্চিম দিকের কোন দেশে ভ্রমণ শুরু করল, সেখানে সূর্য অস্ত যেতে বিলম্ব হচ্ছে, তখন সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবশ্যই সে অপেক্ষা করবে। যদি সময় সাধারণ দিনের চেয়ে দু’ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা বা তার চেয়েও বেশী হয়। কেননা দ্বিতীয় শহরে যখন সে পৌঁছেছে তখন ঈদের নতুন চাঁদ দেখা যায়নি সুতরাং নতুন চাঁদ উদিত হওয়া পর্যন্ত ছিয়াম অব্যাহত রাখবে। কেননা নবী (ছা:) আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন চাঁদ না দেখে ছিয়াম পালন না করি অনুরূপভাবে চাঁদ না দেখে যেন ছিয়াম ভঙ্গও না করি। পক্ষান্তরে কেউ যদি এমন দেশে ভ্রমণ করে যেখানে আগের দেশের চেয়ে আগে নতুন চাঁদ দেখা গেছে, এমতাবস্থায় সে ঐ দেশবাসীর সাথে ছিয়াম ভঙ্গ করবে, ঈদ উদযাপন করবে এবং রামাযানের যে কয়টি ছিয়াম তার বাদ পড়েছে রামাযান শেষে সে তার কাযা আদায় করে নিবে। চাই তা একদিন বা দু'দিন হোক না কেন। কেননা আরবী মাস উনত্রিশ দিনের কম হয় না অথবা ত্রিশ দিনের বেশীও হয় না। আমরা তাকে বলব, তার ছিয়াম উনত্রিশটি পূর্ণ না হলেও সে ছিয়াম ভঙ্গ করে ঈদ উদযাপন করবে কেননা তার গমনকৃত দেশে নতুন চাঁদ দেখা গেছে আর (শাওয়ালের) নতুন চাঁদ দেখা গেলে ঈদুল ফিতর উদযাপনের বিকল্প নেই। আর তার ছিয়াম ঊনত্রিশের কম হয়ে থাকলে রামাযান শেষে তা কাযা করে নিবে, কেননা আরবী মাস ঊনিত্রিশ দিনের কম হয় না। কিন্তু পূর্বের মাসয়ালাটি এর বিপরীত। কেননা তুমি নতুন চাঁদ না দেখে ছিয়াম রাখা বন্ধ করতে পারবে না। কেননা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রামাযান

মাস বহাল থাকে। নতুন চাঁদ না দেখেই তুমি কিভাবে ছিয়াম পালন বন্ধ করবে অথচ তোমার জন্য ছিয়াম পালন করা অত্যাবশ্যক। যদি তোমার ছিয়াম বেশী হয়ে যায়,তবে সেটা একদিনের কয়েক ঘন্টা বেশী হওয়ার মত'।[১০৩]

উপরোক্ত ফাতাওয়া দু'টো থেকে প্রমাণিত হল যে, শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ছালেহ আল উছাইমীন (র:) বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের স্বপক্ষে ফাতাওয়া দেননি। বরং স্ব-স্ব দেশে নতুন চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের জন্য ফাতাওয়াত দিয়েছেন।

(১০) আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (র:) এর অভিমত :

মাননীয় লেখক মিশকাতের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যকার শায়খুল হাদীছ আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (র:)কেও নিজ অভিমতের স্বপক্ষে প্রমাণ করতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, "এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারফু হাদীস নয় এবং কোন সাহাবীরও উক্তি নয়। বরং এটা কোন ফকীহর ব্যক্তিগত উক্তি। সেজন্য এই কথাটি সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য হবে না"। তাঁর লিখিত কিতাব "রামাযানুল মুবারক কে ফাযায়েল ওয়া আহকাম"। বেনারস (সালাফীয়া ছাপা) পৃষ্ঠা নং ৯। সূত্র: শায়খ আইনুল বারী, সিয়াম ও রামাযান (কলিকাতা ১৯৯২ঈসায়, পৃষ্ঠা ২৬)

পর্যালোচনা :

১. উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে,মাননীয় লেখক আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (র:)-এর 'রামাযানুল মুবারককে ফাযায়েল ওয়া আহকাম' গ্রন্থটি পড়েননি। তিনি আল্লামা আইনুল বারী আলিয়াভীর 'সিয়াম ও রামাযান' নামক বই থেকে উক্ত লাইন দু'টো হাওয়াত করেছেন। আর এ দু'টো লাইন পড়েই তিনি ধরে নিয়েছেন যে, আল্লামা মুরাবকপুরী (র:) তার মতবাদের স্বপক্ষের লোক। তিনি যদি 'রামাযানুল মুবারককে ফাযায়েল ওয়া আহকাম' গ্রন্থ খানা এবং তাঁর লিখিত মিশকাতের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ 'মির'আতুল মাফাতীহ শারহে মিশকাতুল মাছাবীহ' নামক গ্রন্থ দু'টো পড়তেন তা হলেই আল্লামা মুবারকপুরীর আসল অভিমত জানতে পারতেন। ইমাম নববী (র:)-এর উক্তি-

لكل أهل بلد رؤيتهم وأنهم إذا راوا الهلال ببلد لايثبت حكمه لما بعدعنهم -

১০৩. প্রাগুক্ত, মাসয়ালা নং ৩৯৪

২. ‘প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের নতুন চাঁদ দেখতে হবে। আর যখন একদেশে নতুন চাঁদ দেখবে তা হতে দূরের দেশের জন্য সে হুকুম সাব্যস্ত হবে না’।

উক্ত উক্তিটি যে কোন হাদীছ নয় এটা তো ধ্রুবসত্য। আজ পর্যন্ত কোন মনীষী এটাকে হাদীছ বলেছেন এমনটি আমাদের জানা নেই। আল্লামা মুবারকপুরী (র:) উক্ত সত্যকথাটিই ‘রামাযানুল মুবারককে ফাযায়েল আহকাম’ নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। আর এ সত্যটি প্রকাশ করার কারণেই কি তিনি বিশ্বব্যাপী একই দিন ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের স্বপক্ষের লোক হয়ে গেলেন? আমরাও তো উক্ত সত্যটি স্বীকার করি তা বলেই কি আমরাও বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের স্বপক্ষের লোক হয়ে গেলাম? মূলতঃ উক্ত উক্তিটি ছহীহ মুসলিমের ‘তরজামাতুল বাব’ এর লেখক আল্লামা নবুবী (র:)[১০৪]-এর এবং ইমাম তিরমিযী (র:)-এর। তাঁরা দু’জনই হযরত কুরাইব (রা:) বর্ণিত নতুন চাঁদ সম্পর্কিত হাদীছের শিরোনামে এটি লিখেছেন। তবে হাদীছের সাথে শিরোনামটি পুরোপুরিই সামঞ্জস্য রয়েছে।

৩. ছহীহ হাদীছের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল হওয়া সত্যেও মাদানী ছাহেব তার বইয়ের ১৮-১৯ পৃষ্ঠায় ইমাম নবুবী (র:)-কে শাফেয়ী মাযহাবের শক্ত অনুসারী বলে অভিমতটিকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলেছেন। আর অনেকের অভিমত কুরআন–হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া সত্বেও নিজেদের অভিমতের স্বপক্ষে হওয়ায় তা সযত্নে স্বীয় কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন।

ইমাম নবুবী (র:) শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হওয়ায় তাঁর উক্তিটিকে প্রত্যাখান করলেন কিন্তু একই উক্তি করেছেন ইমাম তিরমিযী (র:)[১০৫] তাঁর উক্তি কি বলে ছুড়ে ফেলবেন? তিনি তো কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন مجتهد فى الدين ‘দ্বীনের একজন মুজতাহিদ’। জামে‘ তিরমিযীর জগতবিখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন-

إن بعض العلماء الحنفية زعموا أن الامام أبا عيسى الترمذى كان شافعى المذهب - وبعضهم قالوا إنه كان حنبلى المذهب وهذا قولهم بأفواههم وباطل ما يزعمون والحق أنه لم يكن شافعيا ولاحنبليا كما أنه لم يكن مالكيا ولاحنفيا - بل كان هو رحمه الله تعالى من أصحاب الحديث متبعا للسنة عاملا بها مجتهدا غير مقلد لاحد من الرجال وهذا ظاهر لمن قرأ جامعه وامعن النظر وتدبرفيه -

১০৪. জালালুদ্দিন জালালবাদী, মিফতাহুল উলূম ওয়াল ফুনূন. ৫৮ পৃষ্ঠা

১০৫. জামে‘ তিরমিযী ১/১৪৮ পৃ: তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/১০।

والعجب أنهم كيف زعموا أنه كان شافعيا أو حنبليا الم يعلموا أنه لوكان شافعيا مقلدا للإمام الشافعى لرجع مذهب إمامه فى جميع المواقع المختلف فيها أو أكثرها على مذهب غيره ونصره وايده كما هو شان المقلدين لكنه لم يفعل ذلك بل رد فى بعض المواقع من كتابه قول الشافعى .... قلت كان ابو عيسى الترمذى من أهل الحديث وكان مذهبه أهل الحديث -

‘কতিপয় হানাফী বিদ্বান দাবি করেন যে, ইমাম আবু ঈসা আত তিরমিযী (র:) শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আবার তাদের কতিপয় দাবি করেন তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এটা তাদের কপোলকল্পিত কথামালা মাত্র এবং তাদের এ দাবী বাতিল বলে গণ্য। প্রকৃত কথা হলো, তিনি শাফেয়ীও ছিলেন না এবং হাম্বলীও ছিলেন না। তেমনিভাবে তিনি মালেকী কিংবা হানাফী ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন আসহাবুল হাদীছ তথা আহলুল হাদীছ, সুন্নাতের পাবন্দ ও সুন্নাতানুযায়ী আমলকারী। তিনি কোনো ইমামের মুক্বাল্লিদ বা অন্ধানুসারী ছিলেন না; বরং তিনি নিজেই মুজতাহিদ ছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁর চিন্তা গবেষণা ও তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁর সংকলিত “জামে‘ আত তিরমিযী” অধ্যয়ন করবে তার নিকট এ কথা দিবালোকের ন্যায় পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে যে, তিনি কোনো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা তাঁকে কিভাবে শাফেয়ী বা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবি করে। তারা কি জানে না যে, একজন মুক্বাল্লিদের বৈশিষ্ট্য হলো স্বীয় মাযহাবকে সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া, সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা এবং স্বীয় ইমামের অভিমতকে শক্তিশালী করা। তিনি যদি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হতেন, তবে অবশ্যই যাবতীয় মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে স্বীয় ইমাম, ইমাম শাফেয়ীকে প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি; বরং তিনি স্বীয় জামে‘ তিরমিযীতে অনেক জায়গায় ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের প্রতিবাদ করেছেন। সুতরাং এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, ইমাম তিরমিযী (র) আহলে হাদীছ তথা কুরআন ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন এবং আহলে হাদীছদের অভিমতই ছিল তাঁর অভিমত’।[১০৬]

৪. এবার দেখা যাক যে, নতুন চাঁদের বিধান সম্পর্কে আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর অভিমত কি?

‘মির‘আতুল মাফাতীহ বিশারহি মিশকাতুল মাছাবীহ’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন-

وعندى كلام الشوكانى مبنى على التحامل يرده ظاهر سياق الحديث والشام فى الجهة الشمالية من المدينة مائلا إلى المشرق (المغرب) وبينها قريب من سبع

১০৬. মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী ১/২৭৮, আত তুহফাতি লিতালিলি হাদীছ- ৫১।

مائة ميل فالظاهر أن ابن عباس رضى الله عنه انما لم يعتمد على رؤية أهل الشام واعتمد اختلاف المطالع لأجل هذا لبعد الشاسع واختلف القائلون بإعتبار والإختلاف المطالع فى تحديد مسافة التى يعتبر فيها اختلاف المطالع وأكثر الفقهاء على أنها مسيرة شهر كما تقدم، وفى تحديد هذه المسافة بالميال أشكال لا يخفى وينبغى أن يرجع لـذلك إلى علم الهيئة الجديدة ويعتمد على الجغرافيا الحديثة وقد قالوا إن كان الهلال فى بلد على إرتفاع ثمان درجات من الأفق عند غروب الشمس يعنى إن كان إرتفاعه من الأفق عند غروبها بحيث أنه لا يغرب إلا فى إثنين وثلاثين دقيقة فلا بد أن يكون فوق الأفق فى جميع البلاد الشرقية الى خمس مائة ميل وستين وميلا من ذالك البلاد ويرى فى جميع هذه البلاد الشرقية الكائنة فى هذه المسافة الطويلة، لو لا المانع من الغيم والقتر ونحوهما، قالوا يزيد وينقص درجة واحدة على كل سبعين ميلا فيكون الهلال على إرتفاع سبع درجات فى موضع هو على سبعين ميلا فى المشرق من بلد الرؤية وعلى تسع درجات فى موضع هو على سبعين ميلا فى المغرب من بلد الرؤية فإذا حصلت رؤية الهلال فى بلد وثبتت يكون تحقق الرؤية فى البلاد الواقعة فى المغرب من ذلك البلد من مسلمات علم الهيئة وقد ظهر هذا أن الهلال إذا رؤى فى بلد غربى ينبغى أن تعتبر هذه الرؤية إلى خمس مائة ميل وستين ميلا فى جهة المشرق من ذلك البلد وأما فى البلاد الغربية منه فتعتبر مطلقا أى من غير تقييد بمسافة معينة والله تعالى أعلم .

‘আমার নিকট ইমাম শাওকানী (র:) এর সম্ভাবনাময় মন্তব্য (কুরাইব (রা:) কর্তৃক বর্ণিত) অত্র হাদীছ সুস্পষ্টভাবে উক্ত সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর শাম (সিরিয়া) মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে সাতশত মাইল দূরে অবস্থিত। সুতরাং সুস্পষ্ট বিষয় হল ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) এ কারণেই সিরিয়াবাসীর চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করেননি এবং অধিক দূরত্বের কারণে তিনি চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতার উপর নির্ভর করেছেন। আর ওলামায়ে কেরামগণ চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন এবং অধিকাংশ ফক্বীহ অভিমত পোষণ করেছেন যে, এক মাসের দূরবর্তী দেশ বা অঞ্চলের (এ দূরত্বের হিসাব তখনকার সময়ের উট বা ঘোড়ার সওয়ারী হয়ে যাওয়ার হিসাব) চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন হবে। তবে এ দূরত্ব নিরূপণ করা দূরুহ ব্যাপার। তাই এ ব্যাপারে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা এবং বর্তমান ভৌগলিক হিসাবের প্রতি নির্ভর করা উচিত। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, সূর্য অস্তমিত হওয়া সময় থেকে আট দারাজ পরিমাণ উর্ধ্বাকাশে চাঁদ উদয় অর্থাৎ সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় থেকে ৩২ মিনিট পূর্বে সূর্যের স্থানে চাঁদের উদয় হয়, বিধায় পশ্চিম দিগন্তে ভূ-

পৃষ্ঠ থেকে চাঁদের উদয় কালের উচ্চতার পশ্চিম অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিমাঞ্চলসহ সেখান থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দুরত্বে পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ প্রযোজ্য হবে। যদি আকাশ মেঘ-বৃষ্টিমুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। তারা আরও বলেন, প্রত্যেক সত্তর মাইলে এক দারাজ (৪ মিনিট) কমবেশী হতে থাকবে। অতএব সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় থেকে সাত দারাজ (৪×৭=২৮ মিনিট) উর্ধ্বাকাশে কোন স্থানে চাঁদ উদিত হয় তাহলে ঐ চাঁদ থেকে অন্যূন সত্তর মাইল দূরত্বের পূর্ব শহরের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় থেকে নয় দারাজ (৪×৯=৩৬ মিনিট) পরিমাণ উর্ধ্বাকাশে যে কোন স্থানে চাঁদ উদিত হলে ঐ চাঁদ অন্যূন সত্তর মাইল দূরত্বের পশ্চিমের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যখনই কোন শহরে চাঁদ দেখা যায় তখন মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাবানুসারে পশ্চিম শহরের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ প্রযোজ্য হবে। আর একথাও প্রকাশ যে, যখনই পশ্চিমের কোন শহরে চাঁদ দেখা যায় তখন অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বের পূর্বে অধিবাসদের জন্য সেটা প্রযোজ্য হবে। আর পূর্বাঞ্চলের কোন শহরে চাঁদ দেখা গেলে সেটা নির্দিষ্ট সীমারেখা ছাড়াই পশ্চিমাঞ্চলের সকল শহরের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত’।[১০৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ‘আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (র:) ‘বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের স্বপক্ষে ফাতওয়া দিয়েছেন’ এ দাবী সত্য নয়।

(১১) আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী (র:) এর অভিমত ও তার পর্যালোচনা :

আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী (র:) সকল আহলে হাদীছদের নিকট একজন শ্রদ্ধাভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। তাই তাঁর থেকে যদি বিশ্বব্যাপী এক দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের ফাতওয়া পেশ করা যায় তাহলে আহলে হাদীছদেরকে সহজেই মাদানী ছাহেবদের মতাদর্শে আনা যাবে। এই মানসেই মাদানী ছাহেব আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী (র:) এর ফাতওয়াকে বিকৃত করে সুবিধা মাফিক তার আংশিক উল্লেখ করে আহলে হাদীছদেরকে ধোঁকা দিয়ে বিভ্রান্ত করতে প্রয়াস চালিয়েছেন। একথা সকলেরই জানা যে, সত্য প্রকাশে কেউ কোনদিন মিথ্যাশ্রয় গ্রহণ করে না। কিন্তু মাদানী ছাহেব তাদের কপোলকল্পিত মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মিথ্যাশ্রয় গ্রহণ করেছেন। (আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করুন)

১০৭. মির‘আতুল মাফাতীহ, ১৯৮৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা।

আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী (র:) কখনও বিশ্বব্যাপী একইদিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের ব্যাপারে ফাতওয়া দেননি।

বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ পালন করা যাবে কি-না এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্নও করা হয়নি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল 'এক প্রদেশের চাঁদ দেখা অন্য প্রদেশের জন্য প্রযোজ্য কি-না? এ প্রশ্নের জবাব তিনি বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন, যা 'ফাতওয়া ও মাসায়েল' নামক গ্রন্থে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী বিদৃত হয়েছে। এতে তিনি এ বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন মনীষীর অভিমত উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু মাদানী ছাহেব তাদের মতবাদের অনুকূলের অংশটুকু তার বইয়ের উল্লেখ করেছেন এবং তাদের মতবাদের প্রতিকূলের অংশটুকু অপকৌশলে বাদ দিয়েছেন। যদি তাঁর পুরো ফাতাওয়াটি উল্লেখ করা হত তবে অবশ্যই জানা যেত যে, আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী (র:) বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের পক্ষে ফাতাওয়া দেননি বরং তিনি এক প্রদেশের চাঁদ দেখা অন্য প্রদেশের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে এ ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর একথা সূর্যালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, দেশ ও প্রদেশ এক না। তিনি এ ফাতাওয়াটি দিয়েছিলেন ১৩৭০ হিজরীতে অর্থাৎ ১৯৫১ ইং সনে যখন বাংলাদেশ পাকিস্তানের একটি প্রদেশ ছিল। আর এটিকে পুঁজি করে মাদানী ছাহেব হাজার হাজার মাইল দূরের দেশ সৌদী আরবের সাথে মিলিয়ে বিশ্বব্যাপী এক সাথে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের জন্য ফাতাওয়া দিচ্ছেন আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী (র:) তাঁর ফাতাওয়ায় স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, 'একদল বলেন দূরত্বে নিবন্ধন হিজায, ইরাক ও খুরাসানের মত যদি চক্রচালের (মত্লঅ) বিভিন্নতা ঘটে, তাহা হইলে এক প্রদেশের রূয়ত, অন্য প্রদেশের জন্য কার্যকরী হইবে না, কিন্তু বাগদাদ, কুফা, রয় ও কযবীনের মত শহর পাশাপাশি হইলে কার্যকরী হইবে। দ্বিতীয় দলের অভিমত অনুসারে যতটুকু দূরত্বে নামায কসর করা হয়, রূয়ত সম্বন্ধেও সেই দূরত্ব নির্ভরযোগ্য। ইমামুল হারামায়েন, গাযযালী ও বগভী ইহাকেই সঠিক বলিয়াছেন। তৃতীয় দল ইকলীমের অভিন্নতা ও বিভিন্নতাকে দূরত্বের মান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ভূ-ভাগের সপ্তমাংশ সচরাচর এক একটি ইকলীম রূপে পরিচিত। চতুর্থ দল বলেন যে, মদীনা হইতে খুরাসান বা স্পেনের মত সুদূরে অবস্থিত প্রদেশে অন্য স্থানের রূয়ত গ্রাহ্য হইবে না। ইবনুল মন্যর এই উক্তি সম্বন্ধে ইজমার দাবী করিয়াছেন। ইবনুল মাজশুন বলেন, চন্দ্রোদয়ের সংবাদ প্রচারিত হইয়া থাকিলে দূরবর্তীগণের প্রতিও উহা প্রযোজ্য হইবে। প্রদেশ পালের নিকট উদয় প্রমাণিত হইয়া থাকিলে অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের প্রতি উহা প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক অর্থাৎ আমীরুল মু'মেনীনের নিকট উদয় প্রমাণিত হইয়া থাকিলে রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমুদয় স্থানেই উহা প্রমাণিত বলিয়া গণ্য হইবে। ইকরিমা,

কাসিম, সালিম ও ইসহাক বিনে রাহওয়ে এক প্রদেশের রূয়ত অন্য প্রদেশের জন্য কার্যকরী মনে করেন নাই'। [১০৮]

ফাতাওয়ার উল্লিখিত অংশটুকু মাদানী ছাহেবের মতবাদের প্রতিকূলে হওয়ায় তিনি তা উল্লেখ করেন নি। এর নামই কি সত্য প্রকাশ!

এইভাবেই মাদানী ছাহেব ও রাহমানী ছাহেব তাদের বইয়ে যত মনীষী ও গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন তার প্রায় সবগুলোতেই সুবিধা মাফিক তাদের মতবাদের অনুকূলের অংশটুকু উল্লেখ করে প্রতিকূলের অংশটুকু বাদ দিয়ে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষদের ধোঁকা দিয়ে বিভ্রান্ত করতে অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

পৃথিবীর কোন স্থানে সর্বপ্রথম চাঁদ উদিত হয়?

একথা বাস্তব সত্য ও সকলেরই জানা যে, সূর্য পূর্বাকাশে এবং চাঁদ পশ্চিমাকাশে উদিত হয়। সে কারণে সূর্য পৃথিবীর সর্বপূর্বের দেশ জাপানে সর্বপ্রথম উদিত হয় এবং পৃথিবীর সর্ব পশ্চিমের ভূখণ্ড আটলান্টিকের সন্নিকটবর্তী আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশে সর্বশেষ অস্তমিত হয়। চাঁদের বিষয়টি তার বিপরীত হওয়ায় পৃথিবীতে সর্বপ্রথম চাঁদ উদিত হয় আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশে এবং সর্বশেষ চাঁদ উদিত হয় জাপানে। আর এটাই ধ্রুবসত্য এবং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের চিরন্তন সৃষ্টি বৈচিত্র। আর যেদিন এ চিরন্তন সৃষ্টি বৈচিত্রের ব্যতিক্রম ঘটবে সেদিন আর পৃথিবীর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবেনা বরং সংঘটিত হবে কিয়ামত।[১০৯] কিন্তু রাহমানী ছাহেব দাবী করেছেন যে, **এ বিষয়ে ভৌগলিক গবেষণার ফলাফল হলো প্রতি চান্দ্র মাসের ১তারিখের চাঁদ সব সময়ই সর্বপ্রথম মধ্যপ্রাচ্যের কোন না কোন দেশে দৃষ্টিগোচর হবে।**[১১০]

এটি ভৌগোলিক বাস্তবতা বিবর্জিত ও একটি কাল্পনিক দাবী মাত্র। এতবড় একটি বাস্তবতা বিবর্জিত দাবীর স্বপক্ষে কোনই দালীলিক প্রমাণ তথা রেফারেন্স প্রদান করা হয়নি। আর রেফারেন্স প্রদান করবেনই বা কোথা থেকে রেফারেন্স থাকলে তো পেশ করবেন। বরং এর বিপক্ষে প্রমাণ রয়েছে।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (র:) বলেন-

---

১০৮. আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (র:) 'ফাতাওয়া ও মাসায়েল' (ঢাকা: আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ, ৯৮, নওয়াবপুর রোড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪২০ হি:/২০০০ ইং) ১৮৯-১৯০ পৃষ্ঠা।

১০৯. ছহীহ বুখারী (ইন্ডিয়ান ছাপা) ২/১০৫৪, ছহীহ মুসলিম পৃ-২৯১।

১১০. সিয়াম ও ঈদ- ৬৪ পৃ:

وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق لأنه يطلع من المغرب -

‘আর চন্দ্রোদয় হয় এবং তা দেখা যায় সর্ব পশ্চিমে। কেননা চাঁদ পশ্চিম থেকেই উদিত হয়’।[১১১] চন্দ্রোদয় স্থল সম্পর্কে আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞানীদের অভিমতের বিষয়ে আল্লামা ওবায়দুল্লাহ্ মুবারকপুরী (র:) ‘মির‘আতুল মাফাতীহ’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন-

ينبغى أن يرجع لذلك إلى علم الهيئة الجديدة ويعتمد على الجغرفية الحديثة وقد قالوا إن كان الهلال فى بلد على إرتفاع ثمان درجات من الأفق عند غروب الشمس يعنى إن كان إرتفاعه من الأفق عند غروبها بحيث أنه لايغرب إلافى اثنين وثلاثين دقيقة -

‘আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভৌগলিক হিসাবের প্রতি আমাদের নির্ভর করা উচিত। তারা বলেছেন, সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় থেকে আট দারাজ পরিমাণ উর্ধ্বাকাশে চাঁদ উদয় হয় অর্থাৎ সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় থেকে বত্রিশ মিনিট পূর্বে সূর্যের স্থানে চন্দ্রোদয় ঘটে’।[১১২]

অথচ রাহমানী ছাহেব তাঁর বইয়ের ৬৪ পৃষ্ঠায় দাবী করেছেন, **‘চাঁদ ও সূর্য উদয়টি পূর্বাকাশ থেকে উদিত হয়ে পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়’।** এটিও একটি অবাস্তব ও কাল্পনিক দাবী মাত্র। বিশ্ববিখ্যাত মনীষী শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (র:), আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (র:) ও আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, চাঁদ পশ্চিমাকাশ থেকে উদিত হয় এবং এটাই বাস্তব ও সত্য। আর রাহমানী ছাহেব দাবী করলেন, চাঁদ ও সূর্য উভয়টিই পূর্বাকাশ থেকে উদিত হয়। অথচ তার কোন প্রমাণ বা রেফারেন্স নেই। এবার সুবিজ্ঞ পাঠকগণই বিচার করবেন কার দাবী সত্য। রাহমানী ছাহেবের? নাকি ইবনু তায়মিয়া (র:), ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (র:) ও আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের? রাহমানী ছাহেবের নিকট আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা, এই গবেষণার গবেষক কে? গবেষণার এ ফলাফল আপনি কোন বই থেকে সংগ্রহ করেছেন, তার রেফারেন্স প্রদান করেননি কেন? নাকি এ গবেষণার গবেষক স্বয়ং আপনিই। যদি এ গবেষণার গবেষক যদি আপনিই হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের বাংলাদেশীদের জন্য বিরাট গৌরবের বিষয়তো বটেই। আমাদের আলেম সমাজের নিকট আরও গৌরবের বিষয়। কেননা এতবড় একটি ভৌগলিক সূত্র আবিষ্কার

১১১. মাজমাউ ফাতওয়া, ২৫/১০৫।
১১২. মির'আতুল মাফাতীহ, ১৯৮৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা।

Contents

করেছেন। আগামীতে আপনি বিজ্ঞানে নবেল পুরুস্কার পাবেন, এ ব্যাপারে আমি শতভাগ আশাবাদী। আর যদি এর গবেষক অন্য কোন বিশ্ববিখ্যাত ভৌগলিক বা বৈজ্ঞানিক হয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে আগামী সংস্করণে আপনার বইয়ে তাঁর পরিচয় এবং রেফারেন্স উল্লেখ করবেন। রাহমানী ছাহেবের উপরোক্ত দাবী যে, অসত্য, অবাস্তব, কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন যার জ্বাজ্জল্য প্রমাণ হল 'এ বছর ২০১৩ইং রামাযান মাসের চাঁদ মধ্যপ্রাচ্যের একদিন পূর্বে উত্তর আমেরিকাতে ৮জুলাই সন্ধ্যায় দেখা গেছে এবং ৯জুলাই প্রথমছিয়াম পালিত হয়েছে। ২০০৯ সালের রামাযানের ছিয়াম সৌদী আরবের পশ্চিম দিকের লিবিয়া, চাঁদ, আলবেনিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি দেশে শুরু হয়েছে ২১ আগস্ট তারিখে। সৌদী আরবে হয়েছে ২২ আগস্ট এবং পূর্ব দিকের দেশ পাকিস্তান, ভারত,বাংলাদেশে হয়েছে ২৩ আগস্ট তারিখে'।[১১৩]

রাহমানী ছাহেব যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, যদি সেটাই মেনে নেয়া হয় তাহলেও প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হবে আটলান্টিক সংলগ্ন আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশে। যেমন তিনি লিখেছেন, 'চান্দ্র মাসের প্রথম দিনে চাঁদ এবং সূর্য প্রায় একই সময়ে পূর্ব দিগন্তে (জাপানে) উদিত হয় এবং উদয় স্থলের পূর্ণ বিপরীত মেরুতে (দক্ষিণ-পশ্চিম আটলান্টিকে) সূর্য অস্ত যাওয়ার প্রায় ৪৯ মিনিট পরে চাঁদ অস্ত যায়। অর্থাৎ সর্ব পশ্চিম দিগন্তে প্রথম তারিখের চাঁদ সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেও প্রায় ৪৯ মিনিট আকাশে থাকে। এ সময় সূর্যাস্তের পর দিগন্তে চাঁদের যে কিঞ্চিত অংশটুকু সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত হয় তাকেই আমরা নুতন চাঁদ হিসেবে দেখি। প্রথম দিনের চাঁদ সূর্যের ৪৯ মিনিট পরে অস্ত যায় বলেই দ্বিতীয় দিনের চাঁদ সূর্য উদয়ের ৪৯ মিনিট বিলম্বে পূর্বাকাশে উদিত হয়। কারণ আকাশের যে দিগন্ত রেখা আটলান্টিকের জন্য অস্তস্থল, আবার সে দিগন্ত রেখাই জাপানের জন্য উদয়স্থল। এভাবে প্রতি দিনই উদয়ের বিলম্বতায় ৪৯ মিনিট করে যুক্ত হতে থাকে'।[১১৪] উপরোক্ত তথ্য থেকেই প্রমাণিত হল যে, চাঁদ সর্বপ্রথম দেখা যাবে আটলান্টিকে। আর আটলান্টিক মহাসাগর মধ্যপ্রাচ্যে নয়, বরং দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার সন্নিকটে। এটা জানার জন্য ভূগোল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের প্রয়োজন নেই। বিশ্ব মানচিত্র দেখলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

---

১১৩. মাসিক আত-তাহরীক, আগস্ট/১৩, ৩৩ পৃ: সেপ্টেম্বর/১৩, ৭ পৃ:।
১১৪. সিয়াম ও ঈদ- ৬৪।

বিশ্বব্যাপী একই দিবসে ছিয়াম, ঈদ, লাইলাতুল ক্বদর আশুরা প্রভৃতি পালন করা সম্ভব কি?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের চিরন্তন সৃষ্টি বৈচিত্রের বাস্তবতার নিরিখে বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ, লাইলাতুল ক্বদর, আশুরা প্রভৃতি পালন করা আদৌও সম্ভব নয়। কারণ পূর্বের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। চান্দ্র মাসের প্রথম চাঁদ দেখা যাবে সর্ব পশ্চিমের দেশ আটলান্টিক সংলগ্ন আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশে। সে হিসাবে আমাদের পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আমেরিকায় চাঁদ উদয়ের সংবাদের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী একইদিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করা সম্ভব কি-না? আমেরিকায় (জিএমটি-৬) চাঁদ উঠেছে কি না তা জানতে কোরিয়ার (জিএমটি+৯) মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হবে অন্তত: ১৫ ঘণ্টা। অর্থাৎ আমেরিকায় সন্ধ্যা ৬-টায় উদিত হওয়া চাঁদের সংবাদ কোরিয়ার মুসলমানরা পাবে স্থানীয় সময় পরদিন দুপুর ১১টায়। এমতাবস্থায় তারা ‘একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ’ উদযাপনের মূলনীতি অনুসারে উক্ত ছিয়ামটি আদায় করবে কিভাবে, আর কিভাবেই বা সেদিনের তারাবীহ পড়বে? আরও পূর্বের দেশ নিউজিল্যান্ডের সাথে আমেরিকার সর্বপশ্চিম তথা আলাস্কার সময়ের পার্থক্য প্রায় ২৪ ঘণ্টা। তাহলে আমেরিকার চাঁদ ওঠার খবর নিউজিল্যান্ডবাসী পাবে পরদিন রাতে। তাহলে তাদের উপায় কি হবে? এমনকি বাংলাদেশেও আমেরিকার চাঁদ উঠার সংবাদ জানতে অপেক্ষা করতে হবে পরদিন ভোর ৬টা পর্যন্ত। অর্থাৎ সেই একই ঘটনা। তারা সেদিনের ছিয়ামও পাবে না, তারাবীহও পাবে না। ঠিক একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে ভারত, পাকিস্তান, চীন, নেপাল, ভূটান, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশের ক্ষেত্রেও। সুতরাং সুস্পষ্ট হল যে, বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের চেষ্টা ভ্রান্তিবিলাস মাত্র। আর যদি রাহমানী ছাহেবের যুক্তি ও হিসাব মেনেও নেয়া হয় অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্য তথা সৌদী আরবকে চন্দ্রোদয়ের মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তবুও বিশ্বব্যাপী একইদিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন অসম্ভব। যেমন- মনে করি আজ ২৯শে শা‘বান সৌদী আরবে সূর্যাস্ত ৬টা ৩০ মিনিটে। সৌদী আরবের আকাশে রামাযানের নতুন চাঁদ দেখা গেল। নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার পর সেটি নিশ্চিত হয়ে সরকারীভাবে ঘোষণা করতে কমপক্ষে ৩০ মিনিট সময় লাগবে। অর্থাৎ সন্ধা ৭টায় সৌদী আরবে সরকারীভাবে রামাযান মাসের নতুন চাঁদ দেখার সংবাদ প্রচারিত হল। অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা ও সিডনিসহ অন্যান্য শহরের সৌদী আরব থেকে সময়ের

ব্যবধান ৮ ঘণ্টা। অর্থাৎ উপরোক্ত শহরে তখন রাত ৩টা। ফিজির সাথে সময়ের পার্থক্য ৯ ঘণ্টা অর্থাৎ ফিজিতে তখন ভোর ৪টা। তাহলে উপরোক্ত শহরের মুসলমানগণ তারাবীহর ছালাত আদায় করবে কখন এবং সাহরী খাবে কখন? নিউজিল্যান্ডের মুসলমানগণ এ সংবাদ পাবে সূর্যোদয়ের মাত্র আধা ঘন্টা পূর্বে অর্থাৎ ভোর ৫টা ৮ মিনিটে। তাহলে কি নিউজিল্যান্ডবাসী সাহরী না খেয়েই ছিয়াম পালন করবে? সৌদী আরবের চাঁদ উদিতের সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ, কানাডা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে পাবে স্থানীয় সময় পরদিন সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে।

সৌদী আরবের পূর্ব দিকের দেশ বাংলাদেশ, ভূটান, চীন প্রভৃতি দেশে সংবাদ পৌঁছবে রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে। আরোও পূর্বের সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে সংবাদ পৌঁছবে রাত দেড়টায়। রাত দেড়টায় সংবাদ পৌঁছবে জাপানের রাজধানী টোকিওতে। তারও পূর্বের শহরগুলোতে সংবাদ পৌছবে রাত ২টার পর। উপরোক্ত দেশবাসীগণ সৌদী আরবের চাঁদের সংবাদ জানার জন্য সারা রাত জেগে থেকে টিভি সেটের সামনে অথবা রেডিও, মোবাইল কানের কাছে নিয়ে বসে থাকবে কি? এটাই কি ইসলামের বিধান? রাসূলুল্লাহ (ছা:), ছাহাবায়ে কেরাম রামাযানের চাঁদ উদয়ের সংবাদ জানার জন্য এভাবে সারা রাত জেগে টিভি সেটের সামনে অথবা রেডিও, মোবাইল নিয়ে বসে থাকতেন কি? উত্তরে রাহমানী ছাহেব ও মাদানী ছাহেব বলবেন, তখন তো টিভি, রেডিও, মোবাইল ইত্যাদি ছিল না। আর এ উত্তর শতভাগ সত্য। তাহলে রাহমানী-মাদানী ছাহেবদের নিকট আমার জিজ্ঞাসা যে, রাসূলুল্লাহ (ছা:), ছাহাবায়ে কেরাম, খুলাফায়ে রাশেদা, উমাইয়া যুগ, আব্বাসীয় যুগ, ইমাম চতুষ্টয়ের যুগ, হাদীছ শাস্ত্রের সংকলক মুহাদ্দিছদের যুগে তাঁরা কিভাবে সৌদী আরবের রামাযানের চাঁদ উদয়ের সংবাদ, ইরাক, ইরান, সিরিয়া, লিবিয়া, মিশর, সুদান, ইয়ামেন, ফিলিস্তিন, ইন্দোনেশিয়া, পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিমদের নিকট পৌঁছাতেন? আদৌও কি তারা একদেশের চাঁদ উদয় হলে অন্য দেশে পৌঁছাতেন এর কোন প্রমাণ হাদীছ বা ইতিহাসে আছে কি? যদি না থেকে থাকে তা হলে সারাবিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের পেছনে আপনাদের উদ্দেশ্য কি? উপরিউক্ত দেশসমূহের চরাঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল, নিবিড় পল্লী গ্রামে তথ্য-প্রযুক্তি যথেষ্ট ব্যবহার নেই, সেসব অঞ্চলে এত গভীর রাতে চাঁদ উদয়ের সংবাদ পৌঁছানো সম্ভব কি? কিছুতেই সম্ভব নয়। দেখা যাবে একই দেশে কেউ কেউ ছাওম রেখেছে আবার অনেকেই সংবাদ জানতে না পেরে ছাওম রাখতে পারেনি। যারা সংবাদ না জানার কারণে ছাওম রাখতে পারবে না, তাদের ছাওমের দায়ভার কে

নেবে? তাই একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের চেষ্টা ভ্রান্তিবিলাস, কল্পনাবিলাস নয়তো স্বপ্নবিলাস। কারো সাধ্যাতীত বিধান ইসলাম কারোর উপর চাপিয়ে দেয়নি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেছেন-

لاَيُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا -

'আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না'।[১১৫]

রাসূলুল্লাহ (ছা:) ইরশাদ করেছেন- عَلَيْكُمْ مَا تُطِيْقُوْنَ مِنَ الْأَعْمَالِ 'সাধ্যানুযায়ী আমল করাই তোমাদের কর্তব্য'।[১১৬]

রামাযানের চাঁদ উদয়ের সংবাদ প্রচারের বিষয়টা মাত্র একরাতের ব্যাপার বিধায় এটা বাদই দিলাম। ঈদুল আযহা অনুষ্ঠিত হয় জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে। অর্থাৎ চাঁদ উদয় হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছা:), ছাহাবায়ে কেরাম, খুলাফায়ে রাশেদার খলীফাগণ, উমাইয়া, আব্বাসীয় খলীফাগণের হাতে জিলহাজ্জের চাঁদ উদয়ের সংবাদ প্রচার করার মত দশদিন সময় থাকত। তাঁদের কেউ কি অন্য দেশ-প্রদেশে দূত মারফত বা অন্যকোন উপায়ে সংবাদ প্রেরণ করেছেন এমন কোন নযীর আছে কি? নিশ্চয়ই নেই। রাসূলুল্লাহ (ছা:) হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১১৭]

তিনি আরোও ইরশাদ করেছেন- مَنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখাত'।[১১৮]

রাসূলুল্লাহ (ছা:) আরোও ইরশাদ করেছেন-

وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ -

'আর দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজনের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। কারণ প্রতিটি নতুন সংযোজনই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী'।[১১৯]

---

১১৫. সূরা আল বাকারা-২৮৬
১১৬. ছহীহ বুখারী হা-১০৮৪
১১৭. ছহীহ মুসলিম হা-১৭১৮
১১৮. ছহীহ বুখারী হা-২৬৯৭, ছহীহ মুসলিম হা-১৭১৮, মিশকাত হা-১৪০

নতুন চাঁদ সম্পর্কে সঠিক বিধান

(ক) কুরআনুল কারীমের বিধান :

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেছেন-

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ -

‘হে রাসূল! তারা আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন এটি মানুষের জন্য সময়সমূহ নির্ধারক ও হজ্জের সময় নির্ধারণকারী’।[১২০]

উক্ত আয়াতে اَلْأَهِلَّةُ শব্দটি اَلْهِلَالُ শব্দের বহুবচন। অর্থ- নতুন চাঁদ সমূহ। مَوَاقِيْتُ শব্দটি مِيْقَاتٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ- সময়সমূহ নির্ধারক বা নিরূপক। প্রোক্ত আয়াতে اَلْأَهِلَّةُ (নতুন চাঁদ সমূহ) এবং مَوَاقِيْتُ (সময়সমূহ নির্ধারক) বহুবচন ব্যবহার করে চাঁদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন দ্ব্যার্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিশ্বের কোন প্রান্তে নতুন চাঁদ দেখা গেলে সেটাই গোটা বিশ্ববাসীর জন্য সময় নির্ধারক হবে না। বরং বিশ্বে যে অঞ্চলে যে দিন নতুন চাঁদ দেখা যাবে সেটি সে অঞ্চলের জন্যই সময় নির্ধারক। বিশ্বের কোন প্রান্তে নতুন চাঁদ দেখা গেলে যদি সেটাই গোটা বিশ্ববাসীর জন্য সময় নির্ধারক হতো, তবে আল্লাহ তা'য়ালা اَلْأَهِلَّةُ ও مَوَاقِيْتُ শব্দ দু’টো বহুবচন ব্যবহার না করে একবচন هِلَالٌ ও مِيْقَاتٌ ব্যবহার করতেন। সুতরাং বিশ্বের যে অঞ্চলে রামাযানের নতুন চাঁদ উদয় হবে, সে নতুন চাঁদ শুধু সে অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হবে, গোটা বিশ্ববাসীর জন্য নয়।

বিষয়টি আরোও স্পষ্ট হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ‘তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি (রামাযান) মাস পাবে, সে যেন এ মাসে ছাওম রাখে’।[১২১]

প্রোক্ত আয়াতাংশে مَنْ (যে ব্যক্তি) مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্য হতে) শব্দ দু’টো ব্যবহারের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, বিশ্বের সকল মানুষ একই দিনে রামাযান মাসে উপনিত হবে না। বরং একেক অঞ্চলের মানুষ একেক দিন রামাযান মাসে উপনিত হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে আয়াতাংশে مَنْ ও مِنْكُمْ শব্দ দু’টো ব্যবহার অর্থহীন হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করেছেন এমনটি কোন মু’মিন মুসলমান বিশ্বাস তো দূরের কথা কল্পনাও করতে পারে না।

---

১১৯. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা-১৬৫,সনদ ছহীহ।

১২০. সূরা আল-বাকারা-১৮৯

১২১. সূরা আল-বাকারা-১৮৫

‘চাঁদের বিধান বিশ্বজনীন এবং সূর্যের বিধান স্থানিক’ এমন মন্তব্য বিভ্রান্তিমূলক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। যা আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক-

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

‘সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে সময় গণনার জন্য’।[১২২]

উক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, সূর্য ও চন্দ্রের কার্যক্রম একই। আর তা হল সময় গণনা করা। আর এ সময় গণনার ক্ষেত্রে চাঁদের বিধান যদি বিশ্বজনীন হয় তবে সূর্যের বিধানও বিশ্বজনীন হবে। চাঁদের বিধান যদি স্থানিক হয় তবে সূর্যের বিধানও স্থানিক হবে। সূর্যের বিধান স্থানিক আর চাঁদের বিধান বিশ্বজনীন এমন কথা কুরআন-হাদীছে কোথাও নেই। বরং সূর্য ও চন্দ্রের বিধান যে একই সেটাই প্রমাণিত হয়েছে উক্ত আয়াত দ্বারা।

সুতরাং চাঁদের বিধান বিশ্বজনীন হিসাবে মেনে সৌদীআরবের সাথে মিলিয়ে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করতে চাইলে ছালাতের ক্ষেত্রেও সৌদী আরবকে অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ সৌদী আরবে যখন ফজরের ছালাত আদায় করবে তখন বাংলাদেশের মানুষকেও ফজরের ছালাত আদায় করত হবে। (তখন বাংলাদেশের সময় সকাল ৮টা), সৌদী আরবের মুসলমানেরা যখন সাহরী খাবে ঐ সময়েই বাংলাদেশীদেরকেও সাহরী খেতে হবে। (তখন বাংলাদেশের সময় সকাল সাড়ে সাতটা)

এভাবে সৌদী আরবের সাথে মিলিযে বাংলাদেশের মুসলিমগণ সকাল ৮টায় ফজরের ছালাত আদায় করলে এবং সকাল সাড়ে সাতটায় সাহরী খেয়ে ছিয়াম পালন করলে সেটি জায়েয হবে কি? এর উত্তরে নিশ্চয়ই সকলেই সমস্বরে বলবেন যে, কিছুতেই না। তাই যদি হয়, তাহলে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের ক্ষেত্রে সৌদী আরব বা মধ্য প্রাচ্যকে অনুসরণ করতে হবে কেন? ছিয়াম শুরু ও শেষ করতে হবে সৌদী আরব বা মধ্যপ্রাচ্যের সাথে মিলিয়ে আবার সেই ছিয়ামের সাহরী ও ইফতার খেতে নিজ নিজ দেশের সময় অনুযায়ী এমনটি স্ববিরোধী। এমন বিভাজন কুরআন-হাদীছে অণুবিক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, স্ব-স্ব অঞ্চলের সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী যেমনভাবে ছালাত আদায় করতে হয়, সাহরী খেতে হয়, ইফতার করতে হয় তেমনিভাবে স্ব-স্ব অঞ্চলের চাঁদ উদয়ের ভিত্তিতে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করতে হবে। আর এটাই বাস্তব সত্য ও চিরন্তন বিধান।

---

১২২. সূরা আর-রাহমান-৫

(খ) ছহীহ হাদীছের বিধান :

নতুন চাঁদের বিধান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছা:) বলেছেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ -

‘আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম (ছা:) বলেছেন- তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার তথা ছিয়াম ভঙ্গ করবে। তোমাদের নিকট আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে শা‘বান মাসের গণনা ত্রিশ দিন পুরা করবে’।[১২৩]

উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখতে হবে এবং নতুন চাঁদ দেখেই ছিয়াম ভঙ্গ করে ঈদুল ফিতর পালন করতে হবে। নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত আবেগবশবতী হয়ে কিছুতেই রামাযানের ছিয়াম রাখা যাবে না। ইবনু উমর (রা:) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ বিষয়টিকে আরোও দৃঢ় করেছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْ لَهُ -

‘আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ছা:) রামাযানের ব্যাপারে আলোচনা করে বললেন, নতুন চাঁদ না দেখে তোমরা ছিয়াম পালন করবে না এবং নতুন চাঁদ না দেখে ইফতারও করবে না। যদি তোমাদের নিকট আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় (ত্রিশদিন) পূর্ণ করে নাও’।[১২৪]

উপরিউক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা কাম্য নয়। নিজ অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখা না যাওয়া সত্ত্বেও ছিয়াম পালন করতে হবে এমন বিধান রাসূল (ছা:) দেননি। বরং فَإِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ (যদি তোমাদের নিকট আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে মাসটি ত্রিশদিন পূর্ণ কর) এ কথা বলে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, ১. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে নতুন চাঁদ উদয় হল কি হল না এ ব্যাপারে পেরেসান বা চিন্তিত হওয়ার কোনই কারণ নেই। ২. যে অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখা যাবে, সেটি সে অঞ্চলের জন্যই প্রযোজ্য হবে, অন্য যে অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখা যায়নি সে অঞ্চলের জন্য নয়। কেননা এ কথা দিবালোকের

---

১২৩. ছহীহ বুখারী হা-১৯০৯, আধুনিক প্রকাশনী, হা- ১৭৭৪, ই.ফা ১৭৮৫, ছহীহ মুসলিম হা-১০৮১, মিশকাত হা-১৯৭০

১২৪. ছহীহ বুখারী হা-১৯০৬, ছহীহ মুসলিম হা-১০৮০, আহমাদ হা-৫২৯৪

ন্যায় সত্য যে, বিশ্বের সকল দেশে একই দিনে চাঁদ উদয়কালীন সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে এমনটি কল্পনাও করা যায় না। বিশ্বের সকল দেশ তো দূরের কথা, আমরা বাস্তবে দেখি অনেক সময় একই এলাকায় একই গ্রামের এক অংশে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে অথচ অন্য অংশে ঝক্‌ঝকে দিন। চাঁদ উদয়কালীন সময়ে বিশ্বের সকল দেশের আকাশ যেহেতু একসাথে মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, সেহেতু হাদীছ দু'টো দ্বারা গোটা বিশ্বব্যাপী একই সাথে সম্বোধিত নয়।

একদেশে উদিত চাঁদ অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য নয় একথাটি দ্ব্যার্থহীন ভাষায় এসেছে কুরাইব (রা:) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা।

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ اخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِىْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ رَوَاهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُوْمُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِيْنَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَلَا تَكْتَفِىْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -

'কুরাইব (রা:) হতে বর্ণিত, উম্মুল ফজল বিনতে হারেছ (রা:) তাকে সিরিয়ায় মু'আবিয়া (রা:) এর নিকট কোন প্রয়োজনে প্রেরণ করলেন। তিনি বলেন: আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম এবং তার দেওয়া প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পন্ন করলাম এবং আমি সিরিয়া থাকাবস্থায়ই রামাযানের চাঁদ উদিত হল। আমি জুমূ'আর (বৃহস্পতিবার দিবাগত) রাতে চাঁদ দেখলাম। অত:পর রামাযান মাসের শেষদিকে মদীনায় আসলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) আমাকে রামাযানের চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমরা সিরিয়ায় কখন চাঁদ দেখেছ? তখন আমি বললাম, আমরা চাঁদ দেখেছি জুমু'আর রাতে। তখন তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, মানুষেরা চাঁদ দেখেছে এবং ছাওম রেখেছে। মু'আবিয়া (রা:) ছাওম রেখেছেন। অত:পর ইবনে আব্বাস (রা:) বললেন কিন্তু আমরাতো চাঁদ দেখেছি শনিবার রাতে। অত:পর আমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অথবা শাওয়ালের চাঁদ দেখা পর্যন্ত ছাওম রাখবো। তখন (আমি কুরাইব) বললাম মু'আবিয়া (রা:) এর চাঁদ দেখা ও তাঁর ছাওম রাখা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? ইবনে আব্বাস (রা:) বললেন, না! আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা:) এমনটাই নির্দেশ করেছেন'। [১২৫]

---

১২৫. ছহীহ মুসলিম (ইন্ডিয়ান ছাপা) ১/৩৪৮ হা-১০৮৭ জামে' তিরমিযী (ইন্ডিয়ান ছাপা) ১/১৪৮ পৃ: হা-৬৯৩, আবু দাউদ হা- ২৩২৯, নাসাঈ হা-২১১০ মুসনাদে আহমাদ ১/২০৬।

শাম তথা সিরিয়া মদীনা থেকে সাতশত মাইল দূরের দেশ। সময়ের ব্যবধান ১৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ড মাত্র। এত অল্প সময়ের ব্যবধান হওয়া সত্ত্বেও মদীনার একদিন পূর্বে সিরিয়ায় নতুন চাঁদ দেখা গিয়েছিল। এক দেশের চাঁদ অন্য না দেখা দেশের জন্য প্রযোজ্য নয় বিধায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা:) সিরিয়ার চাঁদ দেখাকে গ্রহণ করেননি। আর এ শিক্ষাটি তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছা:) থেকে গ্রহণ করেছেন।[১২৬]

মদীনা থেকে সিরিয়ার দূরত্ব মাত্র ৭০০ মাইল, সময়ের ব্যবধান মাত্র ১৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ড যা আমাদের বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি থেকে রাজশাহীর দূরত্বের ন্যায়। রাঙ্গামাটি থেকে রাজশাহীর সময়ের ব্যবধান ১৫ মিনিট। আর অধিকাংশ সময় মদীনা ও সিরিয়ায় একই দিনে চাঁদ উদিত হয় কিন্তু হাদীছে বর্ণিত ঐ বছর মদীনার একদিন আগে সিরিয়ায় চাঁদ দেখা গিয়েছিল বিধায় ইবনু আব্বাস (রা:) এবং তৎকালীন মদীনার ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ সিরিয়ার চাঁদ দেখাকে গ্রহণ করেন নাই। এ এত কম দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও যদি সিরিয়ার চাঁদ মদীনায় গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে নিম্নোক্ত দেশ সমূহের দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধান তার চেয়ে অনেক বেশী। তাহলে এ সমস্ত দেশে সৌদী আরবের দেখা চাঁদ কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে? মক্কা হতে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের দূরত্ব ২০৫২.৮৩ মাইল, সময়ের পার্থক্য ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীর দূরত্ব ২৩৮১.৬১ মাইল, সময়ের পার্থক্য ২ ঘন্টা ২৭ মিনিট ৪ সেকেন্ড। ঢাকার দূরত্ব ৩২১১.৯৬ মাইল, সময়ের পার্থক্য ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড। জাপানের রাজধানী টোকিও-এর দূরত্ব ৫৪৪৬.২৫ মাইল, সময়ের পার্থক্য ৬ ঘণ্টা ২৮ মিনিট। আরোও এমন দেশ আছে যার দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধান এ সমস্ত দেশের চেয়েও বেশী।

সুতরাং এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, সৌদী আরবের সাথে মিলিয়ে এ সমস্ত দেশে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করা শরীয়ত সম্মত নয়।

এবার দেখা যাক উপরি উল্লিখিত কুরাইব (রা:) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ থেকে প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণ কি বুঝেছেন। মুহাদ্দিছগণ উক্ত হাদীছে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এভাবে-

(১) ইবনু নববী (র:) ছহীহ মুসলিমের অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم ‘প্রত্যেক শহরের

১২৬. নায়লুল আওত্বার, ৩/২৬৮, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/১০৯, ফাতহুল মুলহিম, ৩/১১৩, ফিকহুল ইসলামী, ৩/১৬৬১, আওনুল মা‘বুদ ৬/৩৩৪

জন্য শহরবাসীর চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে এবং যখন এক শহরের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখবে, তখন তার হুকুম তাদের থেকে দুরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না’।[১২৭]

(২) ইমাম তিরমিযী (র:) লিখেছেন, لكل أهل بلد رؤيتهم ‘প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য স্ব স্ব চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে’।

অত:পর কুরাইব বর্ণিত উপরের হাদীছটি বর্ণনা শেষে ইমাম তিরমিযী (র:) বলেন, العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيته ‘এই হাদীছের উপর আমল জারি আছে বিদ্বানগণের নিকট যে, প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য স্ব-স্ব চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে’।[১২৮]

(৩) ইমাম আবু দাঊদ (র:) উপরোক্ত হাদীছের আলোকে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب رؤى الهلال فى بلد قبل الاخرين بليلة ‘যখন এক শহরে অন্য শহরের এক রাত্রি পূর্বে চাঁদ দেখা যায়’।[১২৯]

(৪) ইমাম নাসাঈ (র:) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب اختلاف أهل الافاق فى الرؤية ‘নতুন চাঁদ দেখা বিষয়ে ভিনদেশীদের ভিন্নতা প্রসঙ্গে’। [১৩০]

(৫) ইমাম ইবনু খুযায়মা লিখেছেন, باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم ‘প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য স্ব স্ব চন্দ্রদর্শন অনুযায়ী রামাযানের ছিয়াম রাখা ওয়াজিব। যা অন্যদের জন্য প্রযোজ্য নয়’।

তবে কোন দেশ বা শহরের প্রত্যেক মুসলিমকেই চাঁদ দেখতে হবে এমনটি নয়। বরং রামাযানের ছিয়ামের জন্য একজন এবং ঈদের জন্য দুইজন ঈমানদার লোকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। নিম্নোক্ত হাদীছ দু’টো দ্বারা সেকথাই প্রমাণিত হয়।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهَ صلى الله عليه وسلم أَنِّىْ رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

‘ইবনু ওমর (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, লোকেরা রামাযানের চাঁদ দেখল। তখন আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছা:) কে বললাম, আমি চাঁদ দেখেছি। ফলে তিনি ছিয়াম রাখলেন ও লোকদের ছিয়াম রাখতে আদেশ করলেন’।[১৩১]

---

১২৭. ছহীহ মুসলিম ১/৩৪৮,হা-১০৮৭

১২৮. জামে‘ তিরমিযী ১/১৪৮, হা-৬৯৩

১২৯. আবু দাউদ (ইন্ডিয়ান ছাপা), ৩১৯ পৃ: হা-২৩২৯

১৩০. নাসাঈ (ইন্ডিয়ান ছাপা) হা-২১১০

عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِخْتَلَفَ النَّاسُ فِىْ اخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ عَرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِاللهِ لَأَهَلَّا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلنَّاسَ عَنْ يُّفْطِرُوْا زَادَ خَلَفُ فِىْ حَدِيْثِهِ وَأَنْ يَّغْدُوْا إِلَى مُصَلَّاهُمْ -

‘রিবঈ ইবনে হিরাশ রাসূলুল্লাহ (ছা:)-এর জনৈক ছাহাবী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, লোকেরা রামাযানের শেষ দিন ঈদের চাঁদ দেখা সম্পর্কে মতভেদ করল। এ সময় দু’জন বেদুঈন ব্যক্তি নবী করীম (ছা:)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলল, আল্লাহর কসম! গতকাল সন্ধ্যায় তারা ঈদের চাঁদ দেখেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছা:) সকলকে ছিয়াম ভঙ্গের নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী খাল্‌ফ তার হাদীছে আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা:) আরও নির্দেশ দেন, যেন তারা সবাই ঈদগাহে চলে যায়’।[১৩২]

তবে উল্লিখিত হাদীছ দু’টো দ্বারা বিশ্ববাসী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের দলীল গ্রহণের কোনই সুযোগ নেই। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা:) মদীনায় বসবাসকারী রাসূল (ছা:) এর অতি নিকটতম লোক। আরব বেদুইন দু’জনও মদীনা বা মদীনার আশ-পাশের লোক। তারা অন্য দেশ থেকে চাঁদ দেখে এসে রাসূলুল্লাহ (ছা:)-এর নিকট সাক্ষ্য দেননি। আর ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তখনকার যুগে অন্য দেশ থেকে চাঁদ দেখে এসে সাক্ষ্য দেয়ার মত কোনই সুযোগ ছিলনা। সুতরাং হাদীছ দু’টো থেকে বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া নিজ অঞ্চলে চাঁদ উদয় না হওয়া সত্ত্বেও আবেগবশবতী হয়ে রামাযান মাসকে এগিয়ে আনতে রাসূলুল্লাহ (ছা:) কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন’।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَاتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَهُ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ -

‘হুযায়ফা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: রামাযানের চাঁদ দেখা না গেলে অথবা শা‘বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ না হলে তোমরা ছাওমকে এগিয়ে আনবে না। রামাযানের চাঁদ দেখা গেলে অথবা শা‘বানের (ত্রিশ) দিন পূর্ণ হলেই ছাওম রাখা আরম্ভ করবে এবং যে পর্যন্ত শাওয়ালের চাঁদ দেখা না

---

১৩১. আবু দাউদ আওনসহ ৬/৩৪৪, হা-২৩৩৯, সনদ ছহীহ, দারেমী, হা-১৬৯১, ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা-২৪৪৭, মুসতাদরাকে হাকেম, ১/৪২৩, মুসলিমের শর্তে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, আল্লামা যাহাবী ইহাকে সমর্থন করেছেন, সুনানে কুবরা লি বায়হাকী, ৪/২১২, ইরওয়াউল গালীল লিল আলবানী, ৪/১৬। মিশকাত, হা-১৯৭৯

১৩২. আবূ দাউদ আওন সহ ৬/৩৪১, হা-২৩৩৬, শায়খ আলবানী (র:) হাদীছটি ছহীহ বলেছেন, ছহীহ সুনানে আবূ দাউদ, হা-২৩৩৮, সুনানে বায়হাক্বী, ৪/২৪৭, সুনানে দারাকুতনী, হা-২১৭১, ২১৭২

যায় অথবা ছাওম (ত্রিশ) দিন পূর্ণ না হয় সে পর্যন্ত ছাওম রেখে যাবে’।[১৩৩] অন্য হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ -

‘আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা:) এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন রামাযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে ছিয়াম না রাখে। তবে যদি কেউ অভ্যস্ত থাকে, সে-ই কেবল ঐদিন ছিয়াম রাখতে পারে’।[১৩৪]

আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী (র:) উক্ত হাদীছ বর্ণনা শেষে মন্তব্য করেছেন-

قال العلماء : معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط الرمضان، قال الترمذى لما أخرجه : العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان -

‘আলেমগণ বলেছেন, হাদীছটির মর্মার্থ হল- এহতিয়াত্ব তথা সাবধানতার নিয়তে রামাযান মাসের ছিয়ামকে এগিয়ে আনা যাবে না। ইমাম তিরমিযী (র:) হাদীছটি বর্ণনা শেষে বলেছেন, এ বিধানানুযায়ী মুসলিম মনীষীগণ আমল করে চলছেন। রামাযান মাস আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই রামাযানের নিয়তে তাড়াতাড়ি করে ছিয়াম পালন করাকে তাঁরা অপছন্দ করেছেন’।[১৩৫]

আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (র:) ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’ গ্রন্থে লিখেছেন-

والحكمة فى النهى أن لايختلط صوم الفرض بصوم نفل قبله ولا بعده حذرا مما صنعت النصارى فى الزيادة على افترض عليهم برأيهم الفاسد -

‘অধিক সাবধানতার লক্ষ্যে রামাযানের ছিয়াম দু’একদিন এগিয়ে আনা নিষিদ্ধ হওয়ার হিকমত হল খৃস্টান জাতি তারা যেভাবে নিজেদের কপোলকল্পিত মতবাদের ভিত্তিতে ফরয বিষয়ের উপর অতিরিক্ত আমল করত, মুসলমানগণ যেন অনুরূপ রামাযানের ফরয ছিয়ামের আগে-পিছে অতিরিক্ত ছিয়াম পালন না করে এ বিষয়ে সতর্ক করা’।[১৩৬]

---

১৩৩. আবূ দাউদ আওন সহ ৬/৩২৭ পৃ: হা-২৩২৩, আলবানী (র:) হাদীছটি ছহীহ বলেছেন, ছহীহ সুনানে আবূ দাউদ হা-২৩২৬, নাসাঈ ৪/২৪৪, হা-২১২৫, ইবনু হিব্বান হা-৩৪৫৮, ছহীহ ইবনে খুযাইমা, হা-১৯১১, সুনানে বায়হাক্বী, ৪/২০৮

১৩৪. ছহীহ বুখারী ফাতহুল বারীসহ, ৪/১৫০, হা-১৯১৪, ছহীহ মুসলিম শারহে নববীসহ ৭/১৯২, হা-১০৮২, আবু দাউদ হা-২৩৩২, তিরমিযী, হা-৬৮৪, ৬৮৫ ইবনু মাজাহ, হা-১৬৫০

১৩৫. ফাতহুল বারী, ৪/১৫১, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৯৭

১৩৬. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৯৭

২৯শে শা'বান চাঁদ উদয় হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করায় এ দিনটিকে يَوْمُ الشَّكِّ তথা 'সন্দেহের দিন' বলা হয়। এ সন্দেহের দিনে ছিয়াম পালন করা রাসূলুল্লাহ (ছা:) এর অবাধ্যচারণের নামান্তর। সৌদী আরবে যেদিন ছিয়াম শুরু হয় সেদিন আমাদের দেশে يَوْمُ الشَّكِّ । সুতরাং সৌদী আরবের সাথে মিলিয়ে ছিয়াম পালন করা রাসূলুল্লাহ (ছা:) এর অবাধ্যচারণের শামিল।

عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسَرٍ، فَأُتِىَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ : كُلُوْا، فَتَنَحَّى بَعْضَ الْقَوْمِ، فَقَالَ : إِنِّىْ صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارُ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يَشُكُّ فَيْهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -

'ছিলাহ ইবনে যুফার (র:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রখ্যাত ছাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা:) এর নিকট ছিলাম, ইত্যবসরে তাঁর নিকট ভূনা বকরী পরিবেশন করা হল। তখন তিনি (আমাদেরকে) বললেন, তোমরা এটা খাও। দলের কতিপয় খাওয়া থেকে বিরত রইল, অত:পর জনৈক লোক বলল, আমি ছিয়ামরত আছি। তখন আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা:) বললেন, যে ব্যক্তি এমনদিনে ছিয়াম পালন করে যেদিন সম্পর্কে মানুষ সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আবুল কাসিমের (রাসূলুল্লাহ (ছা:)-এর উপনাম) অবধ্যাচারণ করল'।[১৩৭]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (র:) বলেন-

قوله : (فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم) استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابى لايقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبل المرفوع -

'আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা:)-এর কথা (যে ব্যক্তি ইয়াওমুশশকে ছিয়াম পালন করল সে মূলত আবুল কাসিম তথা রাসূলুল্লাহ্ (ছা:) -এর অবাধ্যচারণ করল) ইহা দ্বারা 'ইয়াওমুশশকে' ছিয়াম পালন করা হারাম হিসাবে দলীল সাব্যস্ত হয়। কেননা ছাহাবী আম্মার (রা:) এ কথাটি নিজের মতে বলেননি বরং এটি তিনি মারফু তথা রাসূলুল্লাহ (ছা:) থেকে জেনেই বলেছেন'।[১৩৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সৌদী আরবে যেদিন ছিয়াম শুরু হয় সেদিন আমাদের দেশে يَوْمُ الشَّكِّ তথা সন্দেহের দিন, আর সন্দেহের দিনে ছিয়াম পালন করা হারাম ও রাসূলুল্লাহ্ (ছা:)-এর বিরুদ্ধাচরণের নামান্তর।

---

১৩৭. জামে' তিরমিযী, তুহফা সহ, ৩/৯৮, হা-৬৮৬, সনদ ছহীহ। আবু দাউদ আওনসহ, ৬/৩৩৬, হা-২৩৩১, নাসাঈ হা-২১৮৭, ইবনু মাজাহ্ হা-১৬৪৫। তা'লীকুল বুখারী ফাতহসহ, ৪/১৪০।

১৩৮. ফাতহুলবারী ৪/১৪১. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৯৯, আওনুল মা'বুদ, ৬/৩৩৬।

কোন দেশ বা অঞ্চলের কতিপয় ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন ভাবে অন্যদের পূর্বে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (ছা:) বলেছেন-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ -

'আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (ছা:) এরশাদ করেন, ছাওম হল যেদিন তোমরা ছিয়াম রাখো। ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা তা পালন কর এবং ঈদুল আযহা হ'ল যেদিন তোমরা সেটা কর'।[১৩৯]

অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে এক অঞ্চলের অধিবাসী সকলের একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের প্রতি। কোন বাংলাদেশী যদি প্রবাসে থাকেন অথবা কোন বিদেশী যদি বাংলাদেশে থাকেন, তাহলে প্রত্যেকে বসবাসরত দেশের মুসলমানদের সাথে একত্রে ছিয়াম ও ঈদ পালন করবেন, নিজ দেশের হিসাবে নয়।[১৪০]

(গ) মুসলিম মনীষীদের অভিমত বা ফাতওয়া :

স্ব-স্ব দেশ বা অঞ্চলে চন্দ্রোদয়ের ভিত্তিতে ছিয়াম ঈদ প্রভৃতি পালনের বিষয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীম ও ছহীহ হাদীছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকায় এ বিষয়ে মনীষীদের ফাতওয়া, অভিমত বা মন্তব্য উল্লেখ করাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কেননা কুরআন হাদীছের বিধান যেখানে সুস্পষ্ট সেখানে বিশ্বের সমস্ত ইমাম, মুহাদ্দিছ, মুজতাহিদ, মুফতি তার পক্ষে বা বিপক্ষে অভিমত বা ফাত্ওয়া দিলেও সেটি ইসলামী শরীয়তে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু মাদানী ও রাহমানী ছাহেব তাঁদের নিজ নিজ বইয়ে কোন কোন মনীষীর ফাতওয়া, অভিমত বা মন্তব্য আংশিক উপস্থাপন করার কারণে আবেগপ্রবন মুসলিমগণ গোলক ধাঁধায় পড়ে যেতে পারেন যে, এত সকল মনীষীগণ যেহেতু বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের বিষয়ে ফাতওয়া দিয়েছেন, তাহলে তো এটি সঠিক হতেই পারে, তাঁরা তো কুরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞ। তবে যতজন মনীষী বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালনের পক্ষে মত দিয়েছেন, তাদের থেকে অধিক সংখ্যক ও নির্ভরযোগ্য মনীষীগণ তার বিপক্ষে মত দিয়েছেন। তাই তাদের গোলক ধাঁধায় মোহাচ্ছন্ন মুসলিমগণকে স্বাভাবিক ও নিরপেক্ষ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে স্ব-স্ব দেশ বা অঞ্চলে

১৩৯. জামে' তিরমিযী,তুহফাসহ, ৩/১১৩ হা- ৬৯৭, হাদীছ ছহীহ, আবূ দাঊদ , আওনসহ, ৬/৩২৫, হা- ২৩২১, ইবন মাজাহ্, হা- ১৬৬০, সুনানে কুবরা লি বায়হাক্বী, ৪/২৫১, ২৫২,সুনানে দারকুত্বনী ইরয়াওল গালীল লিল আলবানী, ৪/১১,১২,১৩।

১৪০. ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, ফাতওয়া নং ৩৯৪।

চন্দ্রোদয়ের ভিত্তিতে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করতে হবে, এ বিষয়ে যাঁরা ফাত্ওয়া, অভিমত বা মন্তব্য পেশ করেছেন তাঁদের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন মনীষীর ফাতওয়া, অভিমত বা মন্তব্য সম্মানিতপাঠকগণের জ্ঞাতার্থে পেশ করার প্রয়াস পাব ইন্শাআল্লাহ্।

১. ইকরামা (র:)-এর অভিমত :

প্রখ্যাত তাবেয়ী বিদ্বান ইকরামা (র:) বলেন- لكل أهل بلد رؤيتهم 'প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের স্ব-স্ব দেশে নতুন চাঁদ দেখতে হবে'। [১৪১]

২. ইবনু তায়মিয়া (র:)-এর অভিমত :

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (র:) বলেন-

تختلف مطالع الهلال بإتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن إتفقت لزم الصوم، وإلا فلا.

'চন্দ্রোদয় স্থল বিভিন্ন হয়ে থাকে এ ব্যাপারে মহাকাশ গবেষণাকারীগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং যদি চন্দ্রোদয় স্থল অভিন্ন হয়, তবে সকলের প্রতি ছাওম পালন করা অপরিহার্য হবে আর যদি চন্দ্রোদয় স্থল ভিন্ন হয় তাহলে তা অন্যদেশবাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে না।' [১৪২]

৩. ইমাম যায়লায়ী (র:)-এর অভিমত :

ইমাম যায়লায়ী (র:) (হানাফী) 'শারিহুল কানয' গ্রন্থে লিখেছেন-

إن عدم عبرة اختلاف المطالع أنما هو فى البلاد المتقاربة لاالبلاد النائية -

'পাশ্ববর্তী দেশ বা শহরের ক্ষেত্রে চন্দ্রোদয়ের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে না কিন্তু দূরবর্তী দেশের ক্ষেত্রে চন্দ্রোদয়ের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য। উল্লেখ্য যে, আল্লামা জুরজানী (র:)ও অনুরূপ বলেছেন।' [১৪৩]

৪. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র:)-এর অভিমত :

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র:) (হানাফী) ইমাম যায়লায়ী (র:)-এর অভিমতকে সমর্থন করে বলেন-

كنت قطعت بما قال الزيلعيى ثم رأيت "قواعد ابن رشد" إجماعا على اعتبار اختلاف المطالع فى البلدان النائية، وأما تحديد القرب والنائى فمحمول إلى المبتلى به ليس له حد معين -

---

১৪১. আল-মুগনী, ৪/৩২৮ পৃ:

১৪২. আশ শারহুল মুমতিঈ' আলা যাদিল মুসতাকনিঈ' ৬/৩২১, ফাতওয়া ইসলামিয়্যা, ২/১১৩।

১৪৩. আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী 'আল-আরফুশ শাযী' (বৈরুত : দারু ইহইয়াওতুরাছ আল-আরাবী), ২/১৪৫।

‘যায়লায়ী যা বলেছেন সেটাকে আমি সুদৃঢ় মনে করি। আমি ইবনু রুশদের ক্বাওয়াদে দেখেছি যে, দূরবর্তী দেশের ক্ষেত্রে চন্দ্রোদয়ের স্থল ভিন্ন ভিন্ন এ ব্যাপারে সকলেই একমত পোষণ করেন। আর নিকটবর্তী ও দূরবর্তী দেশের নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই। অতএব ভৌগলিকগণ সে সীমারেখা নির্দিষ্ট করে নিবে, তাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।’ [১৪৪]

৫. ফাতওয়া ইসলামীয়্যার ফাতওয়া :

قال جمع من العلماء : إنما يعم حكم الرؤية إذا إتحدت المطالع أما إذا اختلفت فلكل أهل مطلع رؤيتهم -

‘আলেমদের মধ্য থেকে অনেকেই বলেছেন, যখন চন্দ্রোদয় স্থল অভিন্ন হবে তখন তার হুকুম আম তথা সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। আর যখন চন্দ্রোদয় স্থল ভিন্ন ভিন্ন হবে তখন প্রত্যেক মাতলার অধিবাসীকে স্ব-স্ব স্থানে চাঁদ দেখতে হবে।’[১৪৫]

৬. ইমাম তিরমিযী (র:)-এর অভিমত :

ইমাম তিরমিযী (র:) বলেন- إن لكل بلد رؤيتهم ‘প্রত্যেক দেশের অধিবাসী স্ব-স্ব ভাবে চাঁদ দেখতে হবে।’ [১৪৬]

৭. ইবনু আব্দিল বার্র (মালেকী) (র:)-এর অভিমত :

ইবনু আব্দিল বার্র (মালেকী) (র:) বলেন-

أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلد ان كخراسان والأندلس.

‘এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে যে, খুরাসান ও স্পেনের মধ্যকার যে বিশাল দূরত্ব এমন দূরত্বের দেশসমূহে একদেশে চাঁদ দেখা অন্যদেশের জন্য প্রযোজ্য হবে না।’ [১৪৭]

৮. মালেকী মাযহাবীদের অভিমত :

আল্লামা শিব্বীর আহমাদ উছমানী (র:) ‘ফাতহুল মুলহিম’ গ্রন্থে লিখেছেন,

إتفاق أصحاب مالك رحمه الله على إعتبار إختلاف المطالع فى البلاد النائية .

---

১৪৪. আল আর ফুশশাযী, ২/১৪৫। মাআরিফুস সুনান (করাচী ছাপা) ৫/৩৩৭।

১৪৫. ফাতওয়া ইসলামিয়্যা, ২/১১১।

১৪৬. মাআরিফুস সুনান, ৫/৩৫৩।

১৪৭. নায়লুল আওত্বার, ৩/২৬৯, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/১০৮ আওনুল মা'বুদ ৬/৩৩৫, ফাতহুল মুলহিম, ৩/১১৩

'ইমাম মালেক (র:) এর অনুসারীগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, দূরবর্তী দেশের ক্ষেত্রে চন্দ্রোদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে।[১৪৮] অর্থাৎ দূরবর্তী প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের স্ব-স্ব দেশে চাঁদ দেখতে হবে।'

৯. শাফেয়ী মাযহাবীদের অভিমত :

ইমাম শাফেয়ী (র:) ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত হল,

إذا رئى الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب لاالبعيد، بحسب إختلاف المطالع -

'যখন কোন দেশ বা শহরে নতুন চাঁদ দেখা যাবে, তার হুকুম নিকটবর্তী দেশ বা শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে। চন্দ্রোদয় স্থলের ভিন্নতার কারণে তা দূরবর্তীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।' [১৪৯]

১০. ইমাম নবুবী (র:) এর অভিমত :

ইমাম নবুবী (র:) বলেন,

إذا رئى هلال رمضان فى بلد، ولم ير فى الاخر، فإن تقارب البلدان، فحكمها حكم البلد الواحد، وإن تباعد، فوجهان : اصحهما لايجب الصوم على أهل البلد الاخر -

'যখন কোন এক দেশে রামাযানের নতুন চাঁদ দেখা যাবে এবং অপর দেশে দেখা যাবে না, এমতাবস্থায় দেশ দু'টো যদি নিকটবর্তী হয় তার হুকুম একই দেশের হুকুমের মত। আর যদি দেশ দু'টো দূরবর্তী হয় তাহলে এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত আছে, তবে বিশুদ্ধ অভিমত হল অপর দেশবাসীর উপর ছাওম পালন করা ওয়াজিব হবে না।' [১৫০]

ইমাম নবুবী (র:) আরো বলেন,

إن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم .

'প্রত্যেক শহরের জন্য শহরবাসীদের চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে এবং যখন এক শহরের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখবে, তখন তার হুকুম তাদের থেকে দূরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।' [১৫১]

---

১৪৮. ফাতহুল মুলহিম, ৩/১১৩

১৪৯. আল ফিকহুল ইসলামী, ৩/১৬৫৯

১৫০. ইমাম নবুবী (র:) রাওযাতুল তালিবীন, (কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তাওফিক্বিয়া, তাবি) ২/২০৫-২০৬

১৫১. ছহীহ মুসলিম, ১/৩৪৮

Contents

১১. ‘আল ফিকহুল ইসলামী’ গ্রন্থকারের অভিমত :

أجمعوا أنه لا يراعى ذلك فى البلدان النائية جدا كالأندلس والحجاز، وأندنيسيا والمغرب العربى-

‘এ বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, স্পেন ও হিজায, ইন্দোনেশিয়া ও মরক্কোর মত বিশাল দূরত্বের দেশের ক্ষেত্রে এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য হবেনা’। [১৫২]

১২. আল্লামা ইবনু আবেদীন (র:)-এর অভিমত :

আল্লামা ইবনু আবেদীন (র:) বলেন,

اعلم ان نفس اختلاف المطالع لانزاع فيه، فهو أمر واقع بين البلاد البعيدة كاختلاف مطالع الشمس -

‘জেনে রাখুন, চন্দ্রোদয়স্থলের ভিন্নতা একটি বাস্তবসম্মত বিষয়, এ ব্যাপারে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। সূর্যোদয় স্থলের ভিন্নতার ন্যায় দূরবর্তী দেশের ক্ষেত্রে চন্দ্রোদয় স্থলের ভিন্নতা একটি অকাট্য বিষয়।’ [১৫৩]

১৩. আল্লামা আব্দুর রাহমান মুবারকপুরী (র:)-এর অভিমত :

জামে‘ তিরমিযীর জগতবিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’ গ্রন্থে আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (র:) লিখেছেন,

(فقلت ألا تكتفى برؤية معاوية و صيامه قال لا .... الخ) هذا يظاهره يدل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم ولا تكفى رؤية أهل بلد لأهل بلد اخر -

‘(কুরাইব (রা:) বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা:) কে বললাম, মু‘আবিয়া (রা:)-এর চাঁদ দেখা ও ছিয়াম পালন করাকে কি আপনি যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন না ....।) ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট দলীল সাব্যস্ত হয় যে, প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদেরকে স্ব-স্ব ভাবে চাঁদ দেখতে হবে এবং একদেশে চাঁদ দেখা অপর দেশের জন্য যথেষ্ট হবে না।’ [১৫৪]

---

১৫২. আল ফিক্হুল ইসলামী, ৩/১৬৫৮, রদ্দুল মুহতার, ২/১৩১, মাজমুআ, রাসায়েল ইবনে আবেদীন, ১/২৫৩, তাফসীর আল কুরতুবী, ২/২৯২, বেদাইয়াতুল মুজতাহেদ, ১/২৭৮ পৃ:

১৫৩. ফাতহুল মুলহিম, ৩/১১৩, আল-ফিকহুল ইসলামী, ৩/১৬৫৮

১৫৪. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/১০৮

১৪. ইমাম শাওকানী (র:)-এর অভিমত :

ইমাম শাওকানী (র:)-এর অনবদ্য সংকলন ‘নায়লুল আওত্বার’ নামক গ্রন্থে কুরাইব (রা:) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে ইবনু আব্বাস (রা:)-এর উক্তির পক্ষে-বিপক্ষে বিশদ আলোচনান্তে বলেছেন,

فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم، ويمكن ان يكون فى ذلك حكمة لاتعقلها ولوتسلم صحة الإلحاق و تخصيص العموم به، فغايته ان يكون فى المحلات التى بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو اكثر وأما فى أقل من ذلك فلا وهذا ظاهر -

‘সিরিয়াবাসীর চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সিরিয়াবাসী ব্যতীত মদীনাবাসীর আমল করা ওয়াজিব হবে না। পরিশেষে একথা বলা যায় যে, মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যকার দূরত্ব এবং তার চেয়ে বেশী দূরত্বের দেশের ক্ষেত্রে একদেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে না। আর এর চেয়ে কম দূরত্বের ক্ষেত্রে বাধা নেই। আর এটাই সুস্পষ্ট বিধান’। [১৫৫]

১৫. ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র:)-এর অভিমত :

ইমাম বুখারী (র:)-এর প্রখ্যাত উস্তায ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র:) বলেন, لكل قوم رؤيتهم ‘প্রত্যেক জাতিকে স্ব-স্ব ভাবে নতুন চাঁদ দেখতে হবে’।[১৫৬]

১৬. সৌদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের ফাতওয়া :-

قد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية بأن لكل أهل بلد رؤيتهم، لحديث ابن عباس المذكور وما جاء فى معناه -

‘সৌদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ এ বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদেরকে নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করবে। উল্লিখিত ইবনু আব্বাস (রা:)-এর হাদীছ এবং তার মর্মার্থানুযায়ী’। [১৫৭]

১৭. শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী (হানাফী) (র:)-এর অভিমত :

শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী (হানাফী) (র:) সুনানে নাসায়ীর হাশিয়ায় লিখেছেন,

أمرنا أن نعتمد على رؤية بلدنا ولا نعتمد على رؤية غيرنا -

---

১৫৫. নায়লুল আওত্বার, ৩/২৬৯

১৫৬. আওনুল মা‘বুদ, ৬/৩৩৪

১৫৭. মাজমাউ ফাতওয়া ও মাকালাত মুতানাওয়া, ১৫/৮৫

‘আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে আমাদের দেশবাসীর চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করতে এবং অন্যান্য দেশবাসীর চাঁদ দেখার উপর নির্ভর না করতে’।[১৫৮]

১৮. শিব্বীর আহমাদ উছমানী (হানাফী) (র:)-এর অভিমত :

আল্লামা শিব্বীর আহমাদ উছমানী দেউবন্দী (হানাফী) (র) স্বীয় ‘ফাতহুল মুলহিম বিশারহি ছহীহ মুসলিম’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

نعم ينبغى أن يعتبر إختلافها أن لزم منه التفاوت بين البلدتين باكثر من يوم واحد لأن النصوص مصرحة بكون الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين فلا تقبل الشهادة ولا يعمل بها فيما دون اقل العدد ولا فى أزيد من أكثره!

‘হ্যাঁ! এক দেশের চাঁদ দেখা আর এক দেশের জন্য যদি একদিনের অধিক পার্থক্য হয় তবে সে মতভেদকে মান্য করা উচিত। যেহেতু শরী‘আতের আইনে প্রকাশ্যভাবে প্রমাণিত যে, মাস ২৯ বা ৩০ হয়; অতএব এই সংখ্যার কম বা বেশী সাব্যস্ত হলে সে সাক্ষী কবুল করা যাবে না বা তার প্রতি ‘আমল করা চলবে না।’ [১৫৯]

১৯. আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (র:)-এর অভিমত :

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (র:) স্বীয় ‘মির‘আতুল মাফাতীহ’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

إن كان الهلال فى بلد على إرتفاع ثمان درجات من الأفق عند غروب الشمس يعنى إن كان إرتفاعه من الأفق عند غروبها بحيث أنه لا يغرب إلا فى اثنين وثلاثين دقيقة فلا بد أن يكون فوق الأفق فى جميع البلاد الشرقية إلى خمس مائة ميل وستين وميلا من ذالك البلاد ويرى فى جميع هذه البلاد الشرقية - الكائنة فى هذه المسافة الطويلة، لولا المانع من الغيم والقتر ونحوهما -

‘সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় থেকে আট দারাজ পরিমাণ উর্ধ্বাকাশে চন্দ্রোদয় অর্থাৎ সূর্য অস্তমিত হওয়া সময় থেকে বত্রিশ মিনিট পূর্বে সূর্যের স্থানে চন্দ্রোদয় ঘটে, তাহলে পশ্চিম দিগন্তের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে চন্দ্রোদয় কালের উচ্চতায় পশ্চিম অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিমাঞ্চলসহ যেখান থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ প্রযোজ্য হবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টিমুক্ত হয়’।[১৬০]

---

১৫৮. সুনানে নাসায়ী, ১/৩০১ পৃ:

১৫৯. ফাতহুল মুলহিম, ৩/১১৩ পৃ:

১৬০. মির’আতুল মাফাতীহ, ১৯৮৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা।

২০. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের ফাতওয়া :

বিগত ২০.১০.১৩৯০ হিজরী তারিখে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত চ্যান্সেলর ফাতওয়া দিয়েছেন,

الظاهر من الأدلة الشرعية هو أن لكل إنسان يقيم فى بلد يلزمه الصوم مع أهلها؛ لقول النبى صلى الله عليه و سلم : "الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون" ولما علم من الشريعة من الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف؛ ولأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبناء على ذلك فالذى صام من موظفى السفارة فى الباكستان مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن صامه مع السعودية؛ لتباعد ما بين البلدين ولاختلاف المطالع فيها، ولا شك أن صوم المسلمين جميعا برؤية الهلال أو إكمال العدة فى أى بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فلأقرب هو ما ذكرنا آنفا، والله سبحانه ولى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

‘শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান হল, যে ব্যক্তি যে দেশে অবস্থান করছে, সে সেই দেশবাসীদের সাথে ছিয়াম পালন করবে, নবী করীম (ছা:) এর এ কথার ভিত্তিতে (ছাওম হল যেদিন তোমরা ছিয়াম রাখ, ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা তা পালন কর এবং ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর)।' ইসলামী শরীয়ত থেকে জানা যায়, ঐক্যবদ্ধ হতে আদেশ করা হয়েছে এবং বিচ্ছিন্ন ও মতনৈক্য থেকে সতর্ক করা হয়েছে, কেননা মহাকাশ বিজ্ঞানীদের ঐকমত্য অনুসারে জানা যায়, চন্দ্রোদয় স্থল ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, যেমনটি শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (র:) বলেছেন এবং এর উপরই শরীয়তের বিধান প্রতিষ্ঠিত আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি পাকিস্তানে সফরে থাকবে সে পাকিস্তানবাসীদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে তাঁদের সাথে ছিয়াম পালন করবে; আর এটা সত্যের অধিক নিকটবর্তী যারা সৌদী আরবের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ছিয়াম পালন করে থাকে, তাদের চেয়ে। আর এতে সন্দেহ নেই যে, নিশ্চয়ই মুসলমানগণ চাঁদ দেখে অথবা চান্দ্র মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করে তাদের দেশসমূহের মধ্যে যে কোন দেশে ছিয়াম পালন করবে, এটা শরীয়তের স্পষ্ট বিধানের অনুকূলে। কিন্তু যখন এটা তাদের জন্য সহজ হবে না, তখন আমরা যা বর্ণনা করেছি সেটাই সত্যের অধিক নিকটবর্তী হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ (সুব:) নিকট তাওফীক কামনা করছি। আপনাদের উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।’ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর।[১৬১]

---

১৬১. মাজমাউ ফাতওয়া ও মাকালাত মুতানাওয়া, ১৫/৯৮-৯৯

Contents

২১. শায়খ উছাইমীন (র:)-এর ফাতওয়া :

আধুনিক বিশ্বের জগতবিখ্যাত তিনজন মুফতীর অন্যতম একজন শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ছালেহ আল-উছাইমীন (র:) কে সৌদী আরবের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করা হবে কিনা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেন-

هذا من الناحية الفلكية مستحيل, لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تختلف بإتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الاخرى والنظرى أن يجعل لكل بلد حكمه.

أما الدليل الأثرى فقال الله تعالى : "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (سورة البقرة : ١٨٥) فإذا قدر أن أناسا فى أقضى لأرض ما شهدوا الشهر - أى الهلال - وأهل مكة شهدوا الهلال فكيف يتوجه الخطاب فى هذه الأية إلى من لم يشهدوا الشهر؟ وقال النبى صلى الله عليه و سلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه.

فإذا رأه أهل مكة مثلا فكيف يلزم أهل باكستان ومن ورائهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع فى أفقهم، والنبى صلى الله عليه و سلم علق ذلك بالرؤية.

أما الدليل النظرى فهو القياس الصحيح الذى لا تمكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع فى الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية فهل يلزمنا أن نمسك ونحن فى ليل؟ الجواب : لا وإذا غربت الشمس فى الجهة الشرقية ولكننا نحن فى النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟

‘ইহা মহাকাশ গবেষণার দিক থেকে অসম্ভব। কেননা চন্দ্রোদয়ের স্থল বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমনটি শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়্যাহ (র:) বলেছেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বানগণ একমত পোষণ করেছেন যে, চন্দ্রোদয়স্থল বিভিন্ন হয়ে থাকে। যখন চন্দ্রোদয় স্থল বিভিন্ন হবে তখন এর বিধানও প্রত্যেক দেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। আর এ অভিমতের দলীল কুরআন হাদীছ ও সাধারণ যুক্তি। আর এ বিষয়ে প্রামাণ্য দলীল হল, মহান আল্লাহর বাণী- ‘অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে উপনীত হবে সে যেন ছিয়াম পালন করে’। (সূরা আল বাকারা-১৮৫)

যদি পৃথিবীর শেষ প্রান্তের লোকেরা এ মাসে উপনীত না হয় তথা নতুন চাঁদ না দেখে এবং মক্কাবাসীগণ যদি নতুন চাঁদ দেখে, তাহলে কিভাবে তারা এ আয়াতে সম্বোধিত হবে, যারা এ মাসে উপনীতই হয়নি? নবী (ছা:) বলেছেন, 'তোমারা নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম শুরু কর এবং নতুন চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর'। (বুখারী-মুসলিম)

যখন মক্কাবাসীগণ নতুন চাঁদ দেখে তখন সে বিধান পাকিস্তান ও পূর্ববর্তী অঞ্চল সমূহের জন্য কিভাবে প্রযোজ্য হবে যে তারা ছিয়াম পালন করবে? আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, তাদের অঞ্চলে নতুন চাঁদ উদিতই হয়নি। আর নবী (ছা:) ছিয়াম রাখার বিষয়টি নতুন চাঁদ দেখার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। যুক্তিগত দলীল হল, বিশুদ্ধ কিয়াস যার বিরোধিতা করার উপায় নেই। আর আমরা জানি যে, পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের পূর্বেই পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট ফজর উদিত হয়। যখন পূর্বাঞ্চলে ফজর উদিত হয় তখনই কি আমরা পানাহার থেকে বিরত থাকব? অথচ আমাদের এখানে রাত্রির অনেকাংশ অবশিষ্ট রয়েছে। উত্তর : না। যখন পূর্বাঞ্চলে সূর্য অস্তমিত হয় অথচ তখনও আমাদের এখানে দিনের অনেকটাই অবশিষ্ট থাকে। তাহলে ঐ সময় আমাদের জন্য ইফতার করা জায়েয হবে? [১৬২]

২২. শায়খ ইবনু বা'য (র:)-এর ফাতওয়া :

আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেম সৌদী আরবের গ্রান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে বা'য (র:)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সৌদী আরবের কোন লোক যদি পাকিস্তানের অবস্থান করে তাহলে সে কোন দেশের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ছিয়াম-ঈদ প্রভৃতি পালন করবে? সৌদী আরবের না পাকিস্তানের উত্তরে তিনি বলেছেন,

الذى يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم- قول النبى صلى الله عليه وسلم : الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرون , والاضحى يوم تضحون " خرجه أبو داود وغيره باسناد حسن, فانتم و اخوانك مدة وجودكم فى الباكستان ينبغى ان يكون صومكم معهم حين يصومون وافطاركم معهم حين يفطرون, لأنكم داخلون فى هذا الخطاب, ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع, وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس رضى الله عنهما إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم -

১৬২. ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, ফাতওয়া নং ৩৯৩।

পবিত্র শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আপনারা যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশের মুসলমানদের সাথে আপনাদের ছিয়াম পালন উচিত। নবী করীম (ছা:) -এর বাণী 'ছিয়াম হল সেদিন যেদিন তোমরা ছিয়াম পালন কর এবং ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা তা পালন কর, আর ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী করা।' হাদীছটি ইমাম আবু দাউদ (র:) এবং অন্যান্যগণ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আপনি এবং আপনার সাথীবর্গের পাকিস্তানের সময় অনুযায়ী আমল করা উচিত। পাকিস্তানীদের সাথে ছিয়াম পালন করা উচিত যখন তারা ছিয়াম পালন করে এবং তাদের সাথে ছিয়াম ভঙ্গ করা উচিত, যখন তারাও ছিয়াম ভঙ্গ করে। কেননা উক্ত হাদীছের সম্বোধনে আপনারাও সম্বোধিত। কারণ চন্দ্রোদয় স্থলের পার্থক্যের জন্য চন্দ্রোদয়ের পার্থক্য ঘটে। আর এ অভিমত হল অনেক মনীষীদের, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:)। তাঁর মতে 'প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের চাঁদ দেখতে হবে'।[১৬৩]

২৩. আল্লামা শিহাবুদ্দীন আররামলী (র:)-এর অভিমত :

শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবিল আব্বাস আহমাদ ইবনে হামযা ইবনে শিহাবুদ্দীন আর রামলী (র:) বলেন, وإذا رؤى ببلد لزم حكمه البلد القريب منه قطعا كبغداد والكوفد لانهما كبلدة بأصل- 'যখন কোন শহরে নতুন চাঁদ দেখা যাবে, তখন তাঁর হুকুম বাগদাদ ও কুফার মত নিকটবর্তী শহরের জন্য অকাট্য প্রযোজ্য হবে। কেননা উক্ত শহর দু'টো একই শহরের ন্যায়।' [১৬৪]

২৪. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (হাফি:)-এর অভিমত :

সৌদী আরবের সাথে মিলিয়ে বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম প্রভৃতি পালন করা যাবে কি-না এ ব্যাপারে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (হাফি:) বলেন, 'কিছু মানুষ যুক্তি দিয়ে মক্কার সাথে একই দিনে পৃথিবীর সর্বত্র ছিয়াম ও ঈদ প্রমাণ করতে চান। অথচ কুরআন ও হাদীছ তার বিপরীত কথা বলে। সেজন্য তারা কুরআন হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরে গিয়ে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা করেন। অথচ

১৬৩. মাজমাউ ফাতওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওয়া, ১৫/১০৩-১০৪।

১৬৪. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবিল আব্বাস আহমদ ইবনে হামযা ইবনে শিহাবুদ্দীন আর রামলী 'নিছায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়া তুরাসিল আবারী, ১৯৯২-১৪১৩ হি:). ৩য়/১৫৫।

কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী হতে হবে। অন্য কোন বুঝ অনুযায়ী নয়। রাসূল (ছা:) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমলে যেটা দ্বীন না, এ যুগে সেটা দ্বীন নয়। তাঁদের আমলে মক্কার সাথে মিলিয়ে ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ ছিল না, এ যুগেও সেটা থাকবে না। যুক্তি দিয়ে করতে চাইলে সেটা হবে পথভ্রষ্টতা। কেননা কুরআন-হাদীছ হল আল্লাহর অহী। তা মানুষের জ্ঞানের মুখাপেক্ষী নয়। জ্ঞান তো তাকে বলা হয়, যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত অনুভূতি থেকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে কারণ ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন জ্ঞানও নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়। জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্ক থেকে আসে। যাতে সত্য-মিথ্যা, ভুল-শুদ্ধ দুনিরই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ‘অহি’ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। যাতে ভুল বা মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। প্রকৃত মুমিন সর্বদা তার সামনে মাথা নত করে ও তাকে সর্বান্ত:করণে গ্রহণ করে। মুমিন হাদীছের পক্ষে যুক্তি দিবে, বিপক্ষে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছা:) বলেন, আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। সে সময় তোমাদের উপর অপরিহার্য হল আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত। তোমরা সেটা আঁকড়ে থাকবে ও মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। আর (ধর্মের নামে) নবোদ্ভূত বিষয় সমূহ হতে দূরে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নবোদ্ভূত বিষয় হল বিদ‘আত। আর প্রত্যেক বিদ‘আত হল ভ্রষ্টতা (আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫)। অন্য বর্ণনা এসেছে, প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম’ (নাসাঈ হা/১৫৭৮)।[১৬৫]

২৫. আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (র:) -এর অভিমত :

আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (র:) বলেন, ‘এখানে কতকগুলি লোক যাঁদের হাদীছের প্রতি ‘আমল করতে ইচ্ছা নয় তাঁরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছা:) বলেছেন যে, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা কর। যে কোন স্থানে একজন চাঁদ দেখলেই সকল মুসলিমকে মান্য করত: ‘আমল করতে হবে। আর ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর শামবাসীদের চাঁদ দেখা অমান্য করা এজন্য ছিল যে, সংবাদ দাতা কুরাইব একাকী বলে তার সাক্ষ্য গ্রহন করেননি। তা নয় বরং এজন্য যে, এক দেশের চাঁদ আর এক দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রথম কথা (যে কোন এক স্থানে কোন মুসলিম চাঁদ দেখলে সকলকে সেই অনুযায়ী ‘আমল করতে হবে) যদি মান্য করা যায় তবে যাবতীয়

১৬৫. মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর/১৩, ৮ পৃ:

হাদীস ও সাহাবা তাবেঈনও মুসলিমদের ঐকমত্যকে ছিন্ন করে এক নতুন ধর্ম গঠন করতে হয়’।[১৬৬]

২৬. মাসিক আত-তাহরীকের ফাতওয়া :

তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দালীলিক প্রমাণ ভিত্তিক বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষণা জার্নাল মাসিক আত-তাহরীকের ফাতওয়া নিম্নরূপ:-

শরী‘আতের দৃষ্টিতে এটি সঠিক হবে না। কেননা আল্লাহ পাক বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযানের) এ মাস পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে।’ (বাকারাহ : ১৮৫)। ‘এ মাস পাবে’ অর্থ এ মাসের চাঁদ দেখতে পাবে।

২. রাসূলুল্লাহ (ছা:) বলেন :

- صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ ‘তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর। যদি চাঁদ তোমাদের নিকটে আচ্ছন্ন থাকে, তাহলে শা‘বান ত্রিশ দিনপূর্ণ করে নাও।’ (মুত্তাফাক্ব আলইহি, মিশকাত, হা-১৯৭০, ছাওম অধ্যায়, চাঁদ দেখা অনুচ্ছেদ)

উপরোক্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছিয়াম ও ঈদের জন্য চাঁদ দেখা শর্ত। এক্ষণে এ চাঁদ দেখার বিষয়টি অঞ্চল বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত, না বিশ্বের যে কোন প্রান্তে একজন মুমিন চাঁদ দেখলেই পৃথিবীর সকল দেশের সকল মুমিনের জন্য প্রযোজ্য হবে? যেমন আজকাল বিভিন্ন আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে চাঁদ দেখা ও তা সর্বত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এর জবাব রাসূলুল্লাহ (ছা:) এর ভাষায় নিম্নরূপ:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَ هَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ، ثُمَّ قَالَ : اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَ هَكَذَا ، يَعْنَىْ تَمَامَ الثَّلَاثِيْنَ (رواه البخارى ومسلم)

১৬৬. আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (র:), নতুন চাঁদ (ঢাকা: তাওহীদ প্রেস ও পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ ১৪২৬ হি:/২০০৫ইং),১৩-১৪ পৃ:

‘আমরা নিরক্ষর উম্মৎ। আমরা লিখতেও জানি না, হিসাবও জানি না। মাস হল এরূপ, এরূপ ও এরূপ তৃতীয়বারে তিনি বুড়ো আঙ্গুল মুষ্ঠিবদ্ধ করলেন। রাবী ইবনু উমার (রা:) বলেন, এ দ্বারা তিনি প্রথমবারে ২৯ দিন ও পরের বারে ৩০ দিন বুঝালেন। অর্থাৎ চান্দ্র মাস হল একবার ২৯ দিনে, একবার ৩০ দিনে।’ (মুত্তাফাক্ব আলইহি, মিশকাত, হা-১৯৭১)

উপরোক্ত জবাবে এটা পরিষ্কার যে, চাঁদ দেখার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা অনুরূপ কোন আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতি ও হিসাব নিকাশের প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক চোখে এক অঞ্চলের কেউ চাঁদ দেখলেই সেই অঞ্চলের সকলের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। সাথে সাথে এ মূলনীতি ঠিক রাখতে হবে যে, রামাযান কখনোই ৩০ দিনের বেশী হবে না এবং ২৯ দিনের কমে হবে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছা:) বলেন, شَهْرَا عِيْدٍ لَّايَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ একই বছরে দুই ঈদের মাস অর্থাৎ রামাযান ও যুলহিজ্জাহ (সাধারণত:) এক সাথে কম হয় না। (মুত্তাফাক্ব আলইহি, মিশকাত, হা-১৯৭২) অর্থাৎ একটি ২৯ দিনে হলে অপরটি ৩০ দিনে হয়ে থাকে দুটিই ২৯ দিনে হয় না।

এক্ষণে অঞ্চল বলতে কতটুকু দূরত্বের অঞ্চল বুঝায়? এ বিষয়ে আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ প্রভৃতি হাদীছগ্রন্থে কুরাইব (রা:) বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, ‘তিনি সিরিয়ায় রামাযানের ছিয়াম রেখে মাস শেষে মদীনায় ফিরে এখানকার ছিয়ামের সাথে এক দিন কমবেশ দেখতে পান। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রা:) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, সিরিয়ার আমীর মু‘আবিয়া (রা:) এর গৃহীত ছিয়ামের তারিখ মদীনায় প্রযোজ্য নয়। কেননা ওখানে তোমরা শুক্রবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছ। আর আমরা এখানে শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা ছিয়াম চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না ঈদের চাঁদ দেখতে পাব।’

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করব। তাঁকে বলা হল : মু‘আবিয়ার চাঁদ দেখা ও ছিয়াম রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছা:) আমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন’। (ছহীহ তিরমিযী হা-৫৫৯; ছহীহ আবু দাউদ হা-২০৪৪)

ইমাম নববী বলেন, এ হাদীছ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এক শহরের চন্দ্র দর্শন অন্য শহরে প্রযোজ্য নয় অধিক দূরত্বের কারণে। (মির‘আত, ৬/৪২৮, হা-১৯৮৯ এর ব্যাখ্যা)

উল্লেখ্য যে, সিরিয়া মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক মাসের পথ এবং ৭০০ মাইলের মত দূরত্বে অবস্থিত। সময়ের পার্থক্য ১৪ মি: ৪০ সেকেন্ড। সম্ভবত: সেকারণেই সেখানে মদীনার একদিন পূর্বে চাঁদ দেখা গিয়েছিল। মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৩২২-১৪১৪ হি: /১৯০৪-১৯৯৪) বলেন, পশ্চিম দিগন্তে ভূপৃষ্ঠ থেকে নবচন্দ্রের উদয়কালের উচ্চতার আধুনিক হিসাব মতে পশ্চিম অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিমাঞ্চলসহ সেখান থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বে পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য এ চাঁদ গণ্য হবে। আর যদি পূর্বে অঞ্চলে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে পশ্চিম অঞ্চলের সকল দূরত্বের অধিবাসীদের জন্য উক্ত চাঁদ গণ্য হবে। সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের উক্ত হিসাব মতে মক্কা শরীফে চাঁদ দেখা গেলে পূর্ব অঞ্চলের দেশসমূহে ৫৬০ মাইল পর্যন্ত উক্ত চাঁদ দেখা যাওয়া সম্ভব এবং উক্ত দূরত্বের অধিবাসীগণ উক্ত চাঁদের হিসাবে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারেনা। উল্লেখ্য যে, এ মাইলের হিসাব সরাসরি আকাশ পথের মাইল, সড়ক পথের মাইল নয়। উক্ত হিসাব অনুযায়ী মক্কার নিকটবর্তী ও পূর্বদিকের ৫৬০ মাইল দূরত্বের বাইরের অধিবাসীদের জন্য মক্কার চাঁদ প্রযোজ্য নয়। তারা স্ব-স্ব এলাকায় চাঁদ দেখে ছিয়াম ও ঈদ পালন করবেন। পুরা বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গ ও আসামসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে উপরোক্ত দূরত্বের হিসাবে একই চাঁদে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা যেতে পারে। তবে ভারত বিশাল আয়তনের দেশ হওয়ায় পূর্বের কলিকাতার চাঁদ পশ্চিমের নয়াদিল্লীতে প্রযোজ্য হবে না। অনুরূপভাবে পাকিস্তানের চাঁদ বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে না। কারণ কা‘বা শরীফ হতে ইসলামাবাদের দ্রাঘিমার দূরত্ব ৩২° ৫৬″ (বত্রিশ ডিগ্রী ছাপ্পান্ন মিনিট) নয়াদিল্লীর ৩৬° ৪৬″, কলিকাতা ৪৮° ৯″ এবং ঢাকার দূরত্ব ৫০° ১২″। সময়ের পার্থক্য যথাক্রমে ইসলামাবাদে ২ ঘণ্টা ১১ মি:, ৪৪ সেকেন্ড; নয়াদিল্লীতে ২ ঘণ্টা ২৭ মি: ৪ সে: কলিকাতায় ৩ ঘণ্টা ১২ মি: ৩৬ সে: এবং ঢাকায় ৩ ঘণ্টা ২০ মি: ৪৮ সে:। একই অঞ্চলের এক বা দু’জন মুমিন ব্যক্তি চাঁদ দেখলে তা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে। ফলে কেউ ঢাকায় চাঁদ দেখলে আর রাজশাহীতে না দেখলে চাঁদ গণ্য করবেন না, আবার কেউ মক্কার দেখা চাঁদ অনুযায়ী বাংলাদেশে এক বা দু’দিন আগে চাঁদ গণ্য করবেন, এগুলো ঠিক নয়। কেননা, আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছা:) এরশাদ করেন,

الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون

Contents

‘ছাওম হল যেদিন তোমরা ছিয়াম রাখো, ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা সেটা পালন কর এবং ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা তা পালন কর।’ (আবু দাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা-৯০৫, ৪/১১ পৃ:)

অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে এক অঞ্চলের অধিবাসী সকলের একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের প্রতি। অতএব কোন বিদেশী যদি বাংলাদেশে থাকেন এবং কোন বাংলাদেশী যদি বিদেশে থাকেন, তাহলে সে দেশের মুসলমানদের সাথেই তিনি ছিয়াম ও ঈদ পালন করবেন, নিজ দেশের হিসাবে নয়।

সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায় এবং চন্দ্র পশ্চিম থেকে পূর্বে যায়। এক্ষণে কা‘বা শরীফ ঢাকা থেকে পশ্চিমে হওয়ায় সেখানে চাঁদ আগে দেখা যায়। মক্কায় চাঁদ দেখার ৩ ঘণ্টা ২০ মি: ৪৮ সেকেন্ড পরে ঢাকায় চাঁদ দেখা সম্ভব। কিন্তু ঢাকায় তখন রাত থাকায় পরের দিন সন্ধ্যায় সেটা আমরা দেখি। যদিও সরকারী হিসাবে ‘প্রমাণ সময়’ (Standard time) ৩ ঘণ্টা ধরা হয়। যেমন রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ পদ্মা নদীর এপার-ওপার। সূর্যাস্তের সময়ের পার্থক্য অতি সামান্য হলেও সরকারী ‘প্রমাণ সময়’ হল ৩০ মিনিট। ফলে মক্কায় যখন মাগরিবের আযান হয়, ঢাকার মুসল্লীগণ তখন এশার ছালাত আদায়ের পর রাতের খানাপিনা শেষ করেন। অনুরূপভাবে ঢাকায় যখন মাগরিব হয়, কানাডা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় তখন ফজরের সময় হয়। এদেশে যখন রাত, ঐ সব দেশে তখন দিন। এদেশে যখন শবে ক্বদর ঐসব দেশে তখন যোহরের ছালাতের সময়। অতএব সারা বিশ্বে একই সময়ে চাঁদ দেখা ও একই দিনে ছিয়াম শবে ক্বদর ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয়। যাঁরা এটা করতে চান, তারা সূর্যের হিসাবে করতে পারেন। কিন্তু ইসলাম উক্ত ইবাদতগুলোকে চন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। অতএব, মূলনীতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রামাযান, হাজ্জ ও ঈদায়েন প্রভৃতি ইবাদতের হিসাব আল্লাহ পাক চান্দ্রমাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, সৌর হিসাবে করেননি,যাতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমানদের জন্য সকল ঋতুতে এগুলো পালনের সুযোগ হয়। অন্যথায় কোন দেশে কেবল গ্রীষ্মকালেই রামাযান আসত, আবার কোন দেশে হয়ত কেবল শীতকালেই আসত। এতে নির্দিষ্ট এলাকার মুমিনদের উপরে অবিচার করা হত। কেননা চান্দ্রমাস সৌরমাসের চেয়ে ছোট এবং প্রতি বছর ১১ দিন করে এগিয়ে আসে। ইসলাম বিশ্বধর্ম। তাই বিশ্বের সকল এলাকার সকল বান্দার প্রতি

সুবিচার করার জন্য উপরোক্ত ইবাদতগুলির সময়কালকে আল্লাহ চান্দ্র মাসের সাথে যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ছালাতের দৈনন্দিন সময়কালকে সূর্যের সাথে হিসাব করা হয়েছে। অতএব চাঁদের হিসাবে সারা বিশ্বে একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালন করা প্রকারান্তরে আল্লাহর উক্ত কল্যাণ বিধান থেকে মাহরুম হওয়ার শামিল। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হজ্জ ও আরাফাহ মক্কা শরীফের হিসাবেই হবে এবং হাদীছে যেহেতু "ইয়াউমু আরাফাত" শব্দ এসেছে। সে কারণে মক্কার বাইরের মুসলমানগণ আরাফার দিনেই নফল ছিয়াম পালন করবেন।

সউদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হি:/১৯১৩-১৯৯৯ খৃ:) এবং দ্বিতীয় মুফতী শাইখ মুহাম্মাদ বিন ছালিহ্ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি:/১৯২৭-২০০১ খৃ:) উপরোক্ত মর্মে ফাতাওয়া দিয়ে গেছেন। সেদেশের "সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ" ও একই মত পোষণ করেন।[১৬৭] (বি: দ্র: মাজমু‘ ফাতওয়া ইবনে বায ৫/১৬০-১৭৯ পৃ:, আল উছায়মীন, ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্নোত্তর নং ৩৯৩-৩৯৪, পৃ: ৪৫১-৪৫৪)

২৭. ইসলামী ফিক্হ একাডেমীর ফাতওয়া :

রাবেতা আলমে ইসলামী **'ইসলামী ফিকহ একাডেমী'** ১৯৮১ সালে তাদের প্রকাশিত এক ফাতওয়ায় উল্লেখ করেছে যে, ইবনে উমর (রা:) বর্ণনা করেছেন যে, ‘তোমরা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ছিয়াম রেখ না এবং চাঁদ না দেখে ছিয়াম ভঙ্গ করো না। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে গণনা করে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ কর’। (মুত্তাফাক্ব আলাইহি)

এই হাদীছটির সাথে একটি সাবাব (কারণ) সংযুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ চন্দ্র দর্শন। সুতরাং হতে পারে যে মক্কা, মদীনায় চাঁদ দেখা গেলেও অন্য দেশে তা দেখা যায় নি। সেক্ষেত্রে অন্য দেশের অধিবাসীদেরকে দিনের আলো অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় তৎক্ষণাৎ কিভাবে ছিয়াম পালন বা ছিয়াম ভঙ্গের নির্দেশ দেয়া যেতে পারে? প্রত্যেক মাযহাবের আলেমরাই বলেছেন যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা বহু আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য। ইবনে আব্দিল বার্র এ ব্যাপারে ইজামা উল্লেখ করেছেন যে, দূরবর্তী শহরসমূহ থেকে একই সময়ে চাঁদ দেখা যায় না; যেমন খোরাসান ও

১৬৭. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর, ২০০৮ইং, ৩৩-৩৪ পৃ:

স্পেনের মধ্যকার দূরত্ব। তাই প্রতিটি দেশ বা শহরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হুকুম। তাছাড়া চার মাযহাবের বহু কিতাবে শারঈ দলীলের ভিত্তিতে উদয়স্থলের ভিন্নতাকে গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে।

আর যুক্তির ক্ষেত্রে বলা যায় যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতার ব্যাপারে কোন আলেমের মধ্যেই মতানৈক্য নেই। কেননা এটা একটা দৃশ্যমান ব্যাপার। ছালাতের নির্ধারিত সময়সহ শরী'আতের অনেক হুকুম এর আলোকেই নির্ধারিত হয়েছে। তাই সার্বিক পর্যবেক্ষণে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা একটি বাস্তব বিষয়। সুতরাং এর আলোকে 'ইসলামী ফিকহ কমিটি' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, সারাবিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের আহ্বান জানানোর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এই ঐক্যের উপর মুসলিম উম্মাহর ঐক্য নির্ভর করে না, যেমনটি কোন কোন প্রস্তাবক দাবী করে থাকেন। বরং মুসলিম দেশসমূহের দারুল ইফতা ও বিচার বিভাগের উপরই চাঁদ দেখার বিষয়টি ছেড়ে দেয়া উত্তম। এতেই মুসলিম উম্মাহর জন্য অধিকতর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য আসতে পারে কেবলমাত্র জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমল করার ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়ার মাধ্যমে'।[১৬৮]

২৮. আল্লামা ইসমাঈল সালাফীর অভিমত :

প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম আল্লামা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী বলেন, চন্দ্রোদয়স্থলের পার্থক্য একটি বাস্তবসম্মত বিষয়। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের দলীল হিসাবে শুধু ঈদকে কল্পনা করা বাস্তবতা বিরোধী। আর এ ঐক্য (একই দিনে ঈদ পালন) শারঈভাবে কাম্যও নয়। বরং ইসলামের বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতির সঠিক অনুসরণের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর ঐক্য নিহিত রয়েছে।[১৬৯]

২৯. দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্মৌ এর সিদ্ধান্ত :

১৯৬৭ সালের ৩ ও ৪ মে 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্মৌ'তে নতুন চাঁদের বিধানের বিষয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে যেসকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেগুলো হল-

---

১৬৮. ইসলামী ফিকহ একাডেমী, ১২ ফেব্রুয়ারী,১৯৮১ ইং, ৪র্থ বৈঠক, ৭ম সিদ্ধান্ত (فى بيان توحيد الأهلة من عدمة) রাবেতা আলমে ইসলামী, জেদ্দা, সাউদী আরব। গৃহীত, মাসিক আত-তাহরীক, আগস্ট/২০১৩ ইং ৩৫ পৃ:

১৬৯. মাসিক আস-সিরাজ, ঝান্ডানগর, নেপাল, এপ্রিল ২০০৮ ইং, ১৪ পৃ:। গৃহীত : ফাতওয়া সালাফিয়া, ৫৮ পৃ:।

১. চন্দ্রোদয়স্থলের পার্থক্য একটি প্রমাণিত বাস্তবতা, যাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

২. দলীল-প্রমাণের আলোকে দূরবর্তী দেশসমূহের মধ্যে চন্দ্রোদয়স্থলের পার্থক্য গ্রহণযোগ্য বিষয়।

৩. দূরবর্তী দেশসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার পার্থক্য সাধারণতঃ কমপক্ষে একদিন হয়।

৪. যে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে চন্দ্রোদয়ের পার্থক্য সাধারণতঃ একদিন হয় না, সেগুলো নিকটবর্তী দেশ হিসাবে গণ্য হবে। ফকীহবৃন্দ একমাসের দূরত্ব তথা ৫০০/৬০০ মাইল দূরত্বের দেশসমূহকে দূরবর্তী দেশ হিসাবে গণ্য করেছেন। আর এর চেয়ে কম দূরত্বের দেশসমূহকে নিকটবর্তী দেশ হিসাবে গণ্য করেছেন।

৫. ভারত ও পাকিস্তানের অধিকাংশ এলাকা এবং নিকটবর্তী দেশসমূহ যেমন নেপাল প্রভৃতি দেশের চন্দ্রোদয়স্থল এক। এ হিসাবে আলেমদের আমল জারি আছে।

৬. মিশর এবং হিজায (সৌদী আরব) ও এরূপ দূরবর্তী দেশসমূহের চন্দ্রোদয়স্থল পাক ভারতের চন্দ্রোদয়স্থল থেকে ভিন্ন। এখানকার (পাক ভারত) চাঁদ দেখা ঐসব দেশের জন্য এবং ঐসব দেশের চাঁদ দেখা এখানকার দেশের জন্য প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়।[১৭০]

--o--

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ- سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ –

*****

১৭০. জাদীদ ফিকহী মাসায়েল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫-এর বরাতে মাসিক আস-সিরাজ, নেপাল এপ্রিল ২০০৮, পৃষ্ঠা ১৭-১৮।